ষষ্ঠ বর্ষ

৬ ও ৭ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ৮/

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।।০

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

ষষ্ঠ বর্ষ—ষষ্ঠ-সপ্তম সংখ্যা

১৩৭৫ হিঃ ; পৌষ ও মাঘ, বাং ১৩৬২ সাল।

বিষয়সূচী

	বিষয় ঃ—		লেখক ঃ—		পৃষ্ঠা :—
১।	ছুরত আলফাতিহার তফছীর	...		...	২৫১
২।	মুছলিম রাজ্যসমূহের প্রচলিত আইন	...	অনুবাদ	...	২৬৩
৩।	"নিজামুল-মুল্ক"	...	সগীর এম, এ,	...	২৬৭
৪।	পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য সমস্যা	...	অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী	...	২৭২
৫।	হাদীছ লিখনের প্রাথমিক ইতিহাস	...	আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন বাসুদেবপুরী	...	২৭৪
৬।	আলফাতিহা	...	ছৈয়েদ রশীদুল হাছান এম, এ, বি-এল	...	২৭৯
৭।	পাকিস্তানে বেস্তাবৃত্তি	...	ডক্টর আবদুল কাদির	...	২৮৩
৮।	দোযখের শাস্তি	...	ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম, এ, বি-এল, ডিলিট	...	২৮৫
৯।	দুযখের অবিনশ্বরত্ব	...	বিতর্ক ও বিচার	...	২৮৭
১০।	সংগীত চর্চা	...	...	...	২৯২
১১।	সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট কন্‌ফারেন্স অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ	...		...	২৯৫
১২।	ইছলামী শাসনতন্ত্রের গুরুত্ব	...	ছৈয়েদ রশীদুল হাছান এম, এ, বি এল	...	৩০০
১৩।	সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট কন্‌ফারেন্স পাবনার ঐতিহাসিক অধিবেশন	...	রিপোর্ট	...	৩০৫
১৪।	সাময়িক প্রসংগ	...	সম্পাদক	...	৩১৬

বাহির হইয়াছে—

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের দীর্ঘদিনের বিরামহীন সাধনার অমৃতময় ফল—

নবী মোস্তফার (দঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনতা ও চরমত্ব সম্বন্ধে বাঙলা ভাষাভাষীগণের খেদমতে অনুপম উপহার

সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ—

নবুওতে-মোহাম্মদী

(১ম খণ্ড)

মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

ষষ্ঠ বর্ষ—ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত্‌ আল-ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فی تفسير ام الكتاب

(৩৬)

তথাকথিত ছুফীদের খামখেয়ালী

আল্লাহকে প্রেমদান এবং তদীয় প্রেম ও প্রীতি অর্জনের যে বিবরণ এযাবত প্রদত্ত হইল, ঐশপ্রেমের এই ইছলামী মানদণ্ডটিকে উত্তমরূপে ধারণ করার পর তথাকথিত ছুফীদের দাবী দাওয়াগুলি বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। ইঁহারা ইবাদত ও বৈরাগ্যের কতকগুলি ব্যবস্থার পরমোৎসাহে অনুসরণ করিয়া চলিলেও তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্য শরীঅতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন এবং আল্লাহর পথে জিহাদ ও সংগ্রামের কল্পনাও তাঁহাদের মানসপটে কখনো উদিত হয়না। ইছলামের সর্বাপেক্ষা সংগীন ও সংকটজনক মুহূর্তে যখন ধরণীর পৃষ্ঠার প্রত্যেকটি ধূলিকণা ইছলামের শত্রুদলের ষড়যন্ত্রের ফলে বিলাপ করিতে থাকে, কুফর ও শির্কের পৈশাচিক নৃত্যে আল্লাহর সৃষ্টরাজ্য যখন ঘন ঘন দলিত ও মথিত হইয়া উঠে, কোরআনের প্রাধান্য ও রছুলুল্লাহর (দঃ) ইমামতকে নস্যাৎ করিয়া ধর্মধ্বজী ও রাজনৈতিক নেতাগণ স্ব স্ব মতবাদ ও কল্পনাবিলাসের প্রতিষ্ঠাদান কল্পে যখন তাঁহাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করেন, সেই ভয়াবহ মুহূর্তেও এই তথাকথিত অধ্যাত্মবাদীরা ইছলামের

সহায়তাকল্পে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরিবর্তে তাঁহাদের সাধনভজনের কতকগুলি বাঁধাধরা রীতির বেড়াজালে মানব-সমাজকে আটকাইয়া রাখাই যথেষ্ট মনে করিয়া থাকেন। শরীঅতের বিরুদ্ধাচরণ এবং জিহাদ-ফি-ছাবী লিল্লাহর কার্যে উপেক্ষা করা সত্বেও তাঁহাদের ঐশপ্রেমের দাবী কোন ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হয়না। খৃষ্টানদের মত তাঁহারা কতকগুলি খামখেয়ালীতে আক্রান্ত হইয়া আছেন, তাঁহাদের সীমাবদ্ধ ধর্মীয় দৃষ্টিভংগীর সমর্থনে তাঁহারা কোরআন ও হাদীছের দ্ব্যর্থবোধক বাক্যগুলি অনুসন্ধান করিয়া ইচ্ছামত সেগুলির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন অথবা এরূপ উক্তি ও কিংবদন্তী তাঁহারা তাঁহাদের আচরণের সমর্থনে সমুপস্থিত করেন যে, যাঁহাদের মুখ হইতে উল্লিখিত উক্তি নিঃসৃত হইয়াছে কিংবা বর্ণিত আচরণ যাঁহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে—তাঁহাদের সততা, সত্যতা ও সত্যপরায়ণতার কোন প্রমাণই বিদ্যমান নাই আর একথাও অনস্বীকার্য যে, যিনি যত বড়ই সাধু ও সজ্জন হউননা কেন, নবী ও রছুল ব্যতীত কাহাকেও অভ্রান্ত স্বীকার করার উপায় নাই, তথাপি এই তথাকথিত ছুফীর দল ঐশীবাণীর ন্যায় উল্লিখিত উক্তি ও কিংবদন্তীগুলিকে অবশ্য অনুসরণীয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

ফলকথা, খৃষ্টানরা যেরূপ তাহাদের বিদ্বান ও সাধু-সজ্জনদিগকে শরীঅত রচনা করার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, এই তথাকথিত ছুফীরাও স্ব স্ব গুরু ও মুর্শিদদিগকে সেইরূপ শরীঅতের আইনের ব্যবস্থাপক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। এই আচরণের পরিণাম স্বরূপ তাঁহারা আল্লাহর 'আবুদীয়তে'র মূলে কুঠারাঘাত করিতেও পশ্চাদবর্তী হইতেছেননা। তাঁহারা এরূপ দাবী করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন যে, আল্লাহর বিশিষ্ট প্রেমিকগণের 'আবাদীয়তে'র সীমা লংঘন করিয়া চলার অধিকার রহিয়াছে! খৃষ্টানরা হযরত ঈছা মছীহ (আঃ) সম্পর্কে এইরূপ বিভ্রান্তির কবলেই পতিত হইয়াছিলেন, অথচ ইহা সর্বজনবিদিত হওয়া উচিত যে, আল্লাহর পূর্ণ ও অবিমিশ্র দাসত্ব অর্থাৎ 'আবাদীয়তে'র প্রতিষ্ঠা সাধনই সত্যধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য আর আল্লাহর পূর্ণ 'আবাদীয়তে'র পরিপুষ্টি তাঁহার চরম অনুরাগ এবং ব্যাপক প্রেমের সাহায্যেই সাধিত হইয়া থাকে। একটির অভাব অন্যটিরও অভাবের নিদর্শন স্বরূপ। 'গায়রুল্লাহ'র মহব্বত প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারই 'আবাদীয়তে'র আর তাহার 'আবাদীয়ত' প্রকৃতপক্ষে 'গায়রুল্লাহ'রই মহাব্বতের নিদর্শন। 'গায়রুল্লাহর' প্রণয় ও অনুরাগ যদি আল্লাহর কারণে না হয় তাহাহইলে উহাকে সত্যের সমুন্নত ললাটের কলংককালিমা জানিতে হইবে আর যে আচরণের লক্ষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন নয়, তাহাকে অনুশোচনা ও বদবখ্তীর বিষয়বস্তু বলিয়া ধরিতে হইবে। ঈমানের দৃষ্টি ভংগীতে এই নিখিল ভুবন এবং ইহাতে যাহা কিছু রহিয়াছে, তন্মধ্যে যেটুকু আল্লাহর জন্য, মাত্র সেইটুকু ব্যতিরেকে সমস্তই অভিশপ্ত আর আল্লাহর জন্য যাহা, তাহা আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) অভিপ্রায় ও পছন্দ অনুসারে হইতে হইবে এবং যে বিষয়ের রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় বাক্য এবং আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন শুধু সেইগুলিকেই আল্লাহর ও তদীয় রছুলের অভিপ্রেত ও মনোনীত জানিতে হইবে। সুতরাং যে প্রেম আল্লাহর জন্য একান্ত এবং একনিষ্ঠ নয় এবং যে আচরণ তাঁহার সন্তুষ্টিকল্পে অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাহা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কার্যে দুইটি গুণ পরিলক্ষিত হইবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত উহা আল্লাহর জন্য বিবেচিত হইতে পারিবেনা। প্রথমতঃ উহা শুধু আল্লাহর জন্যই সাধিত হইবে, দ্বিতীয়তঃ সেই কার্য আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) অনুসরণে সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহাকেই ওয়াজিব ও মুছতহব বলা হইয়া থাকে। ইহারই সন্ধান আল্লাহ তদীয় গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে- فمن كان يرجوا لقاء ربه ব্যক্তি তাহার প্রভুর فليعمل عملا صالحا ولا সন্দর্শন লাভ করিতে يشرك بعبادة ربه احدا - সমুৎসুক, তাহাকে সদাচরণের অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং সে তাহার প্রভুর ইবাদতে আর কাহাকেও শরীক করিবেনা, —ছুরত আলকহফ, শেষ আয়ত।

অতএব ইহা সংশয়াতীতভাবে প্রতিপন্ন হইল যে, আল্লাহর কাছে ওয়াজিব ও মুছতহব ব্যতীত অন্যবিধ কার্য গ্রাহ্য নয় এবং ইহাই সদাচরণ নামে আখ্যাত। সমুদয় কার্য যে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি-অর্জনকল্পে সাধিত হওয়া আবশ্যক সে সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ এইযে, بلى من اسلم وجهه لله যেব্যক্তি আল্লাহর وهو محسن فله اجره عند

সন্তুষ্টি বিধান কল্লে তাঁহার কাছে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে এবং সে সদাচারশীল হইয়াছে সে তাহার প্রভুর নিকট হইতে তাহার কৃতকর্মের পুরস্কারের অধিকারী হইবে, তাহাদের জন্য ভয় রহিবেনা এবং তাহারা সন্তপ্ত হইবেনা—আল্‌বাকারা ১১২ আয়ত।

ربه‘ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ـ

এই সম্পর্কে বুখারী প্রভৃতি রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, যেব্যক্তি এরূপ আচরণ করিল, যে আচরণের জন্য আমার অনুমতি নাই তাহার সেই আচরণ প্রত্যাখ্যাত। আরো রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সমুদয় কার্য সংকল্পের উপরেই নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সংকল্প অনুসারে তাহার কৃতকর্মের ফল ভোগ করিবে। যে ব্যক্তির হিজরত সত্য সত্যই আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের জন্য হইয়াছে, তাহার হিজরত আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের জন্যই গ্রাহ্য করা হইবে কিন্তু যাহার হিজরত পার্থিব সম্পদ আহরণের জন্য অথবা নারীর পাণি পীড়নের জন্য, তাহার হিজরত তাহার সেই উদ্দেশ্যের জন্যই গণনীয় হইবে।

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ـ

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مانوى ـ فمن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ـ

এই 'ইবাদতই' দ্বীনে ইছলামের ভিত্তি, এই ভিত্তি যতই দৃঢ় ও শক্তিশালী হইবে, ধর্মের সত্যতাও ততই বাস্তব ও জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিবে। যত ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে তৎসমুদয়ের চরম লক্ষ শুধু এই ইবাদত আর যত নবী ও রছুলের ভূপৃষ্ঠে অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, তাঁহারা সকলেই শুধু ইহারই বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। এই ইবাদতেরই পয়গাম রছুলগণের সমাপ্তকারী হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) জগতবাসীকে শুনাইয়াছেন এবং ইহারই প্রতিষ্ঠা ও প্রসাধনায় তিনি তাঁহার দেহ ও প্রাণের সমুদয় শক্তি নিঃশেষিত করিয়া গিয়াছেন।

'আবাদীয়তে'র আসন পর্যন্ত অগ্রসর হইবার পথে বহুবিধ শক্তিশালী মানসিক দুর্বলতা অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবল ও কঠিন ব্যাধি হইতেছে শির্‌কের মহাপাপ! রছুলুল্লাহর (দঃ) যে উম্মত তওহীদ মন্ত্রের একমাত্র সাধক এবং উহার পতাকাবাহী, তাহাদের মধ্যেও এই মহাব্যাধির গোপন বীজাণু বিদ্যমান রহিয়াছে। স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) ইহার সন্ধান প্রদান করিয়াছেন এবং মাননীয় ছাহাবাবৃন্দ এ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করার কার্যে কখনো উদাসীন থাকিতেননা। একদা ছিদ্দীকে-আকবর আবুবক্‌র রছুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে আল্লাহর রছুল (দঃ), শির্‌কের গতিবিধি যখন পিপীলিকার চলাফেরার শব্দ অপেক্ষাও গোপনীয়, তখন উহার প্রকোপ হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে আদেশ করিলেন, আমি আপনাকে এমন একটি প্রার্থনা শিখাইয়া দিব যাহার কল্যাণে—আপনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয়বিধ শির্‌কের সংকট হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিবেন! আপনি বলুন, হে আমাদের আল্লাহ, যাহা আমি অবগত আছি আপনার সহিত সেরূপ শির্‌কের পাপ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপনারই কাছে আমি আশ্রয় যাজ্ঞা করিতেছি এবং যাহা আমি অবগত নই সেইরূপ শির্‌কের জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছি।

الا اعلمك كلمة اذاقلتها نجوت من دقه وجله ـ قل اللهم انى اعوذبك ان اشرك بك وانا اعلم و استغفرك لما لا اعلم ؛

হযরত উমর প্রায়শঃ এই বলিয়া দোআ করিতেন—হে আমাদের আল্লাহ, আপনি—আমার সমুদয় কার্যকে উত্তম এবং শুধু আপনার জন্য একান্ত করুন এবং উহাদের মধ্যে অন্য কাহারো জন্য কোন অংশ রাখিবেননা।

اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا‘ ولا تجعل لاحد فيه شيئا !

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলে ইহাও পরিলক্ষিত হইবে যে, মানুষের মানসলোক সচারাচর এমন কতকগুলি গুপ্ত লালসায় আচ্ছন্ন থাকে যে, সেগুলি আল্লাহর প্রকৃত দাসত্ব ও ঐকান্তিকার অংকুরকে মহীরূহে পরিণত হইবার পথে বাধা জন্মায়। বিখ্যাত তাপস ছাহাবী শদ্দাদ বিনে আওছ আরবদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, ওহে আরবের অধিবাসীবৃন্দ, তোমাদের সম্বন্ধে আমি— সর্বাপেক্ষা অধিক দুইটি বিষয়ের আশংকা করিয়া থাকি রিয়া অর্থাৎ সাধুতার খোলস আর গোপন লালসা। ইমাম আবু দাউদ ছিজ্‌তানীকে গোপন লালসার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, উহা হইতেছে আত্মপ্রাধান্যের দুর্বার আকাংখা। হযরত কআব বিনে মালিকের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, ধনসম্পদ ও প্রতিপত্তি লাভের ক্ষুধা— মানুষের ধর্ম ও ঈমানের পক্ষে এত দূর ভয়াবহ যে, দুইটি ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রকে ছাগলের পালে ছাড়িয়া দিলে ছাগলগুলির পক্ষে ততটা ক্ষতির কারণ হয়না। তিরমিযী এই হাদীছটিকে ছহীহ বলিয়াছেন। অতএব নিঃসংশয়ে ইহা জানা যাইতেছে যে, যে অন্তরে সত্য ও সঠিক ধর্মের স্থান রহিয়াছে তাহাতে ধন সম্পদ ও পদগৌরবের লালসার স্থান নাই আর ইহার কারণ এই যে, মানসলোক আল্লাহর মুহাব্বত ও অবুদীয়তের আস্বাদ একবার প্রাপ্ত হইলে অন্য কোন বস্তুর আকাংখা তাহাকে আর আকর্ষণ করিতে পারেনা। এই মনোবৃত্তির সহায়তাতেই একনিষ্ঠের দল পাপ ও অনাচারের পথ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। কোরআনে ইহারই ইংগিত স্বরূপ বলা হইয়াছে, এই ভাবেই আমরা ইউছুফকে পাপ এবং— নির্লজ্জ আচরণ হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলাম, বস্তুতঃ তিনি আমার একনিষ্ঠ দাসগণের অন্তরভুক্ত। —ইউছুফ, ২৪ আয়ত।

يا بقايا العرب' انى اخوف ما اخاف عليكم - الرياء والشهوة الخفية -

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين -

ফলতঃ যাঁহারা আল্লাহর একনিষ্ঠ দাস, তাঁহারা তাঁহার 'অবুদীয়তে'র যে আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা সতত অন্যের অবুদীয়তের পথে তাঁহাদের অন্তরায় হইয়া থাকে এবং তাঁহার অন্তর যখন আল্লাহর প্রেমরসে আপ্লুত হয় তখন উহাতে আর অন্য কাহারো প্রেমের আস্বাদ গ্রহণ করার প্রবৃত্তি অবশিষ্ট থাকেনা। কারণ মানসলোকের পক্ষে আল্লাহর ঈমান অপেক্ষা অধিকতর মিষ্ট, সুস্বাদু সুরভিত, সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক অন্য কোন বস্তুই নাই। তাহার চিত্তের এই মাধুর্যের দরুণে সে সতত আল্লাহর দিকে আকর্ষিত হইতে থাকে এবং সর্বদা তাঁহারই সদনে অবনত, তাঁহারই কৃপার জন্য আশান্বিত হইয়া কালাতিপাত করে। ছুরত কাফে ইহাদের সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, যেব্যক্তি অলক্ষে রহমানের জন্য সন্ত্রস্ত থাকে এবং অবনত হৃদয়ে তাঁহার সান্নিধ্যে সমুপস্থিত হয়। —৩৩ আয়ত।

من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب !

প্রেমের অপরিহার্য রীতি এই যে, প্রেয়সের মিলন বাসনায় যেরূপ প্রেমিকের হৃদয় উদ্বেলিত হইতে থাকে, সেইরূপ বিরহের কল্পনাতেও সে সতত নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। যাহারা আল্লাহর প্রকৃত দাসানুদাস এবং যথার্থ প্রেমিক তাহাদের অন্তরলোকও সেইরূপ আশা ও ভয় মিশ্রিত এক অপূর্ব ভাবে সর্বদা দোদুল্যমান থাকে। এই কথাই কোরআনে কথিত হইয়াছে, আল্লাহ বলিয়াছেন, এবং তাহারা— আল্লাহর দয়ায়— আশান্বিত এবং তাঁহার দণ্ডের জন্য সন্ত্রস্ত—বনী ইছরাঈল ৫৭।

يرجون رحمته ويخافون عذابه !

পক্ষান্তরে যাহার অন্তরলোক নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সম্পদ হইতে বঞ্চিত, কামনা ও আকাংখা এবং মোটামুটি অনুরাগের ভাব তাহার মানসপটে বিরাজমান থাকিলেও তাহার অবস্থা প্রকৃত প্রস্তাবে এমন একটি দুর্বল প্রশাখার মত, যাহা বাতাসের প্রত্যেক স্পর্শেই মস্তক অবনত করিয়া

দিতে প্রস্তুত থাকে। ঐকান্তিকতার নূর হইতে বঞ্চিত থাকার দরুণে এরূপ ব্যক্তি যে কোন সময়ে যে কোন দুয়ারে অবনত মস্তক হইতে পারে এবং তাহার প্রেমানুভূতিকে যে কোন 'গায়রুল্লাহ'র আকর্ষণের যূপকাষ্ঠে সে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইতে পারে। রূপের উপাসনায় যখন সে প্রমত্ত হয় তখন তাহার এতদূর মতিভ্রম ঘটে যে, সাধারণ অবস্থায় যাহারা তাহার পদসেবারও যোগ্য নয়, সে তাহাদেরই দাসত্বে মগ্ন হইয়া পড়ে। আত্মপ্রাধান্য ও ধনসম্পদের আকর্ষণে যখন সে মাতোয়ারা হইয়া উঠে, তখন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার চিত্তচাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হয়। যাহারা তোষণ নীতির অনুসারী তাহারাই তাহার আপন জনে পরিণত হয়, অথচ ইহা তাহার অবিদিত থাকেনা যে, তোষামুদীদের শতকরা ৯৯টি কথাও যথার্থ নয় আর তাহার দোষ তাহার সম্মুখে যে ধরাইয়া দেয় সে তাহার পরম মিত্র হইলেও তাহাকে সে পরম শত্রু বিবেচনা করিয়া থাকে, কখনও বা ধন সম্পদের দাসত্বশৃংখল স্বীয় গলদেশে ধারণ করিয়া সে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

ফলকথা, যে কোন চিত্তাকর্ষক ও মনোরম বস্তু তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া মাত্রই সে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে এবং এই অভ্যাসের পরিণতি স্বরূপ শেষ পর্যন্ত একমাত্র তাহার প্রবৃত্তি তাহার উপাস্য বা মা'বূদে পরিণত হয়। তখন জীবন নিয়ন্ত্রিত করার জন্য তাহার কোন নিয়ম ও ব্যবস্থার বালাই থাকেনা। আল্লাহর হিদায়ত এবং জীবন-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যদৃচ্ছভাবে সে জীবন যাপন করার কার্যেই পরম সুখ অনুভব করিয়া থাকে।

মানুষের পক্ষে শুধু দুইটি অবস্থাই কল্পনা করা যাইতে পারে: হয় সে একক ও একমাত্র আল্লাহর উপাসক ও দাসানুদাস রহিবে, নয় সৃষ্ট জগতের বান্দা হইয়া জীবন-যাপন করিবে আর বহুরূপী শয়তানের দল তাহার মন ও মস্তিষ্ককে বেষ্টন করিয়া থাকিবে—তৃতীয় কোন পথ নাই। মানসলোক যদি 'গায়রুল্লাহ'র আকর্ষণকে কর্তন করিয়া শুধু অদ্বিতীয় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করিতে না পারে তাহাহইলে শিরকের পুরীষে হাবুডুবু খাওয়া তাহার পক্ষে অনিবার্য, সে বিশ্বচরাচরের পূজায় আত্ম নিয়োগ করিবেই, শয়তান তাহার হৃদয় সিংহাসনে সমাসীন হইবেই, সে শয়তানদের কুটুম্বদলের অন্তরভুক্ত হওয়ায় গৌরব বোধ করিবেই। সে এত অনাচার এবং লজ্জাকর পাপাচরণে নিমগ্ন থাকিবে যেগুলির সংখ্যা নিরূপণ করা আদৌ সম্ভবপর নয়। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্যকরূপে উপলব্ধি করা প্রত্যেক মর্দে মুমিনের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। কোরআন এই ঈমানের দাবীই মানুষের কাছে উপস্থিত করিয়াছে। আল্লাহ বলিয়াছেন, হে রছুল—আপনি সকল দিক পরিহার করিয়া একনিষ্ঠ হইয়া একমাত্র দ্বীনের দিকে আপনার মুখ প্রতিষ্ঠিত করুন! আল্লাহর এই প্রাকৃতিক বিধানের উপরেই তিনি মনুষ্য সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টি বিধানে কোন ব্যতিক্রম নাই এবং ইহাই সুদৃঢ় ধর্ম কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি তাহা অবগত নয়। তোমরা তাঁহারই দিকে প্রণতিকারী হও এবং তাঁহাকেই সমীহ করিয়া চল এবং তোমরা নমায প্রতিষ্ঠিত কর এবং মুশরিকদের পর্যায়ভুক্ত হইওনা—আররূম, ৩১ আয়ত।

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطرالناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثرالناس لايعلمون - منيبين اليه واتقوه و اقيموا الصلوة ولا تكونوا من المشركين -

নিখিল ধরণীর মানব সমাজ মাত্র এই দুই দলেই বিভক্ত রহিয়াছে। একনিষ্ঠ ও এক পথের পথিক বান্দাগণ শুধু আল্লাহর অনুরাগ ও 'অবুদীয়ত' এবং অবিমিশ্র আনুগত্যের বিজয় পতাকা বহন করিয়া চলিয়াছে আর মুশরিকের দল লালসা ও প্রবৃত্তির পূজায় মগ্ন রহিয়াছে। আল্লাহ হযরত ইবরাহীম এবং 'আলে-ইবরাহীম' অর্থাৎ হযরত ইছহাক, ইয়াকুব ও হযরত মোহাম্মদ মুছ্তফা (দঃ) এবং তাঁহাদের অনুসারীদিগকে প্রথমোক্ত দলের নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন আর ফিরআওন ও তাহার 'আল্'—পরিবারবর্গকে পরবর্তী দলের নেতা বানাইয়াছেন, এই কথাই ছুরত-আল আম্বিয়ায় কথিত হইয়াছে, আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন—এবং আমি ইবরাহীমের জন্য ইছহাক এবং ইয়াকুবকে অধিকন্তুভাবে দান করিলাম এবং তাঁহা-

و وهبنالة اسحق ويعقوب نافلة و كلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمة

দের সকলকেই আমি সাধু সজ্জনে পরিণত করিলাম এবং তাহাদিগকে নেতৃত্ব সমর্পণ করিলাম, তাঁহারা আমারই নির্দেশ ক্রমে জনগণকে পরিচালিত করিতেন—৭২ ও ৭৩ আয়ত। আর ফিরআওনীদের নেতৃত্ব সম্বন্ধে আল্লাহ ছুরত-আল কছছে বলিয়াছেন, আমি তাহাদিগকে নেতা বানাইয়াছিলাম, তাহারা জনগণকে নরকের পথে আহ্বান করিত—৪১ আয়ত।

يهدون بامرنا - وجعلناهم ائمة يدعون الى النار !

অদ্বৈতবাদের অভিশাপ

ফিরআওনী দলের বিভ্রান্তির সূচনা ঘটিয়াছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অভিপ্রায়ের মধ্যে পার্থক্য না করার ফলে। তাহারা প্রথমতঃ ধারণা করিয়াছিল যে, আল্লাহর নির্দেশ যাহা, তাহাই তাঁহার সন্তুষ্টির নামান্তর। এই মতবাদের পরিণতি স্বরূপ তাহারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির বিভিন্নতাকে অস্বীকার করিয়া ফেলিয়াছিল, ইহারই নাম অদ্বৈতবাদ! ইহার তাৎপর্য এই যে, যে স্রষ্টা সেই সৃষ্টি আর যাহা সৃষ্টি তাহাই প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টা। তাহাদের দাবী এই যে, সৃষ্টি স্রষ্টার সমপর্যায়ভুক্ত। অথচ এক পথের পথিক—হানীফগণের ইমাম হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তোমরা এবং তোমাদের অতিক্রান্ত পিতৃপুরুষগণ,—যাহার পূজায় নিমগ্ন রহিয়াছ, তোমরা তাহাদের প্রত্যক্ষ করিয়াছ কি? দেখ, সকল বিশ্বের অধিপতি আল্লাহ ব্যতীত তাহারা সমস্তই আমার শত্রু। —আশ্ শোআরা ৭৭ আয়ত।

افرايتم ما كنتم تعبدون' انتم وآباؤكم الاقدمون' فانهم عدولى الا رب العالمين !

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিভ্রান্ত ছুফীর দল সর্বদা পূর্ববর্তী সাধকবর্গের অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক বাক্যগুলি তাহাদের আচরণের সমর্থনে ব্যবহার করিয়া থাকে। মনগড়া ব্যাখ্যা আর দৃষ্টিভংগী ও মননশীলতার বক্রতা নিবন্ধনই তাহারা এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। ইহাদের পূর্বে খৃস্টানরাও এইরূপ—বিভ্রান্তির কুহক জালে বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিল।

এইরূপ দ্ব্যর্থবোধক বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী শব্দ সমূহের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছুফীদের 'ফানা' শব্দটিকে উপস্থিত করা যাইতে পারে। এই শব্দটি তথাকথিত ছুফীরা বহুলভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে কিন্তু এই একটি শব্দের ভিতর যে কত ভয়ংকর ঈমানঘাতী বিষধর ভুজংগ নিহিত রহিয়াছে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য।

ফানার ব্যাখ্যা

ফানার তাৎপর্য ত্রিবিধ:

নবী, রছুল এবং কামিল ওলীগণের ফানা,

উম্মতের অন্তরভুক্ত সাধারণ সাধু ও সজ্জনগণের ফানা,

ভণ্ড, মুনাফিক ও নাস্তিকদের ফানা।

প্রথম শ্রেণীর ফানার তাৎপর্য হইতেছে, ইবাদতকারীর দৃষ্টিতে আল্লাহ ব্যতীত সমুদয় বস্তুর মূল্য ও বাস্তবতা তুচ্ছ হইয়া যাওয়া। অনুরাগ শুধু আল্লাহর জন্য, ইবাদত শুধু তাঁহারই উদ্দেশ্যে, ভরসা শুধু তাঁহারই আর সাহায্যের যাচ্ঞা শুধু তাঁহার কাছেই নির্দিষ্টরূপে হওয়া এই ফানার বৈশিষ্ট্য। ইবাদতের চরম পরাকাষ্ঠা এইযে, যাহা আল্লাহর মনোনীত, বান্দারও তাহাই মনোনীত হইবে আর যাঁহারা আল্লাহর প্রেরিত তাঁহাদিগকেই সে আপন প্রিয়তম রূপে—বরণ করিয়া লইবে। যথা—ফেরেশ্তা, নবী ও সাধুসজ্জনগণ। মানসলোক এই অবস্থার অধিকারী হইলে কোরআন সেই হৃদয়কে 'কল্বে ছলীম' قلب سليم বলিয়া আখ্যাত করিয়াছে। ছুরত আশ্শোআরার ৮৯ আয়তে বেহেশ্তের অধিকারীগণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যাহারা অক্ষত হৃদয়ে আল্লাহর নিকট সমুপস্থিত হইয়াছে। 'অক্ষত হৃদয়ের' অর্থ হইতেছে, আল্লাহ ব্যতীত সকল বস্তু হইতে, তাঁহার ইবাদত ব্যতীত সকল প্রকার ইবাদত হইতে, তাঁহার ঈপ্সা ব্যতীত সকল প্রকার ঈপ্সা হইতে এবং তাঁহার প্রেমানুরাগ ব্যতীত যাবতীয় প্রেমাকর্ষণ হইতে হৃদয়কে মুক্ত, শুদ্ধ ও সুরক্ষিত রাখা। আল্লাহর প্রেমানুরাগ এবং দাসত্বের এই সমুন্নত অবস্থাকে 'ফানাফিল্লাহ' অথবা অন্য যে কোন নামে কেহ অভিহিত করুক না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—

الا من اتى الله بقلب سليم -

অবশ্য ইহা সন্দেহাতীত যে, ইহাই হইতেছে মুখ্য ও প্রকৃত ইছলাম।

দ্বিতীয় প্রকার ফানার তাৎপর্য হইতেছে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাবতীয় বস্তুর সন্দর্শন হইতে হৃদয়ের উদাসীন হওয়া। অধিকাংশ সাধক ভাব রসের এই সমুদ্রে ডুবিয়া থাকেন এবং ইহার কারণ এইযে, তাঁহাদের হৃদয় আল্লাহর মহব্বত, ইবাদত এবং স্মরণে পূরাপুরিভাবে আকৃষ্ট হইয়া যখন তন্ময় হইয়া উঠে, তখন হৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্বলতা নিবন্ধন আল্লাহর রৌদ্র ও সৌন্দর্য গুণ রসে তাঁহারা অভিভূত হইয়া পড়েন, আল্লাহ্ ব্যতীত অপর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার শক্তি তাঁহাদের বিলুপ্ত হইয়া যায়। ফলে 'গায়রুল্লাহ'র কল্পনা ও অনুভূতি তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলেন। হযরত মূছার জননী আল্লাহর নির্দেশক্রমে হযরত মূছাকে সমুদ্র তরঙ্গে নিক্ষেপ করার পর এই অবস্থাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোরআনে জননীর এই অবস্থা প্রসংগেই বলা হইয়াছে যে, হযরত মূছার মা'র অন্তঃকরণ খালি হইয়া গেল— আল্-কছছ, ১০ আয়ত। 'খালি হইয়া গেল' এ কথার অর্থ হইতেছে যে, মূছার ভাবনা ও আলোচনা ব্যতীত তাঁহার জননী সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেলেন এবং তখন তাঁহার মনে শুধু মূছাই অবশিষ্ট রহিলেন।

واصبح فؤاد ام موسى فارغا ـ

আকস্মিক ভাবে প্রেম, ভয় অথবা আশার বলিষ্ঠ প্রেরণার সম্মুখীন হইলেই সচরাচর— এরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, তখন মানসলোকে যাহার অনুরাগ অথবা ভীতি অথবা আশার আক্রমণ হয় তাহার কথা ব্যতীত অন্য কোন কল্পনা হৃদয়ে স্থান-প্রাপ্ত হয়না। আল্লাহর যিক্‌রের পথেও এরূপ অবস্থা সংঘটিত হওয়া অনস্বীকার্য নয়। 'যাকির' এই স্তরে উপনীত হইলে 'তুমি' ও 'আমি'র বৈষম্য তিরোহিত হয়, প্রেমাস্পদের সান্নিধ্য লাভ করিয়া সে নিজের অস্তিত্বও ভুলিয়া যায়। তাহার অন্তরদৃষ্টি শুধু পরম-সত্ত্বা আল্লাহর অস্তিত্বকেই বিদ্যমান ও বিরাজমান দেখে এবং অবশিষ্ট নিখিল ধরণী তাহার কাছে নিশ্চিহ্ন বা 'ফানা' হইয়া পড়ে। এই অবস্থা একান্ত বলিষ্ঠ ও অপ্রতিহত হইলে সাধকের হৃদয় দুর্বলতা নিবন্ধন 'তুমি' ও 'আমি'র বৈষম্য হারাইয়া ফেলে এবং তাহার মানসলোকে ক্রমে ক্রমে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে থাকে যে, সে নিজেই নিজের— প্রেমাস্পদ।

এই অবস্থার সম্যক পরিচয় ও উপলব্ধি ব্যাপারে অনেকানেক জাতির পদস্খলন ঘটিয়াছে এবং সরল ও সঠিক পথের দিশা হারাইয়া তাহারা বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর অতল তলে নিমজ্জিত হইয়াছে। তাহারা এই অবস্থাকে অদ্বৈতবাদ বা ইত্তেহাদ নাম গ্রহণ করিয়াছে। অদ্বৈতবাদের উদ্ভাবক শ্রীমৎ স্বামী শংকরাচার্যের কথা এই যে—

"আমি, তুমি কিংবা মানবের চক্ষুগোচর দৃশ্যমান জগত অর্থাৎ সৃষ্টির অন্তরগত পদার্থ সমূহের বিভিন্নতা আসলে সত্য নয়। একই শুদ্ধ ও নিত্য পরব্রহ্ম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া আছেন এবং তাঁহার মায়াতে মানুষের ইন্দ্রিয় সমক্ষে বিভিন্ন বস্তুর নানাত্ব অবভাসিত হয়। মানুষের আত্মাও মূলতঃ পরব্রহ্ম-রূপ এবং আত্মা ও পরব্রহ্মের একতার পূর্ণ জ্ঞান অর্থাৎ অনুভবাত্মক উপলব্ধি না হইলে মোক্ষ লাভ হইতে পারেনা—ইহাকেই অদ্বৈতবাদ বলে।" *

ইছলামের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক শয়খুলইছলাম ইমাম ইবনে তয়মিয়া এ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—"এই স্থানে আসিয়া অনেকেরই পদস্খলন ঘটিয়াছে, তাহারা মনে করিয়াছে প্রেমিক প্রিয়তমের সহিত— এরূপ ভাবে একীভূত হইয়া যায় যে,— অস্তিত্বের দিক দিয়াও তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য অবশিষ্ট থাকেনা। এই

وهذا الموضع زل فيه اقوام وظنوا ان المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق فى نفس وجودهما، وهذا غلط، فان الخالق لايتحد به شئى اصلا بل لايتحد شئى بشئى الا اذا استحالا و فسدا وحصل من اتحادهما امر ثالث لا هوهذا ولا هذا ـ كما اذا اتحدالماء

* লোকমান্য তিলকের গীতা রহস্য, ১৩ ও ১৪ পৃঃ।

ধারণা ভ্রমাত্মক।— ব্রহ্মের সহিত কোন কিছুই একীভূত হইতে পারেনা আর ব্রহ্মের কথা দূরে থাক— সাধারণ দুইটি জড়-পদার্থও রূপান্তরিত ও বিকৃত দশা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পরস্পরের সহিত একীভূত হইতে পারেনা। অবশ্য

واللبن والماء والخمر و نحو ذلك' ولكن يتحد المراد والمحبوب والمكروه ويتفقان فى نوع الارادة والكراهة فيحب هذا ما يحب هذا ويبغض هذا ما يبغض هذا ويرضى ما يرضى ويسخط مايسخط ويكره مايكره ويوالى من يوالى ويعادى من يعادى -

উভয়ের সংমিশ্রণে এরূপ একটি তৃতীয় বস্তুর বিকাশ লাভ করা সম্ভবপর, যাহা বর্ণিত উভয় পদার্থ হইতে বিভিন্ন। যথা, পানি ও দুগ্ধ অথবা পানি ও মদ্য মিশ্রিত হইয়া এরূপ একটি তৃতীয় বস্তুর উদ্ভব ঘটিতে পারে, যাহাকে অতঃপর পানিও বলা চলিতে পারেনা অথবা উহাকে দুগ্ধ নামেও অভিহিত করা হয়না কিংবা উহা মদ্য নামেও কথিত হয়না। বিশ্বপতি আল্লাহর সম্পর্কে মিলন ও মিশ্রণের এরূপ ধারণা অসত্য ও অসম্ভাবনীয়। অতএব আল্লাহর প্রেমিক বান্দা এবং বান্দার প্রিয়তম আল্লাহর মধ্যে দ্বিত্বের অপসরণ এবং উভয়ের বৈষম্যহীন মিলন একটি অলীক কল্পনা-কৌতুক মাত্র। অবশ্য সৃষ্ট জীব ও সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়, উভয়ের পছন্দ ও না-পছন্দের মধ্যে অভিন্নতা ও অদ্বৈত ভাব স্বীকার করা যাইতে পারে। ইহা খুবই সম্ভবপর যে, প্রিয়তমের নিকট যাহা মনোরম, প্রেমিকের নিকটেও তাহা মনোরম বলিয়া বিবেচিত হইবে আর তাহার ঘৃণিত বস্তুকে প্রেমিকও ঘৃণা করিতে থাকিবে। প্রিয়তম যাহা প্রেয়স মনে করে প্রেমিকও তাহার সহিত বন্ধুত্ব-ভাব এবং তাহার শত্রুর সহিত সে শত্রু ভাব পোষণ করিবে। এই ঐক্য ও অভিন্নতাই প্রকৃতপ্রস্তাবে সম্ভবপর আর কার্যতঃ ইহাই সংঘটিত হইয়া থাকে।" *

এরূপ 'ফানার' সাধনায় নানারূপ ত্রুটি বিচ্যুতি ও বিভ্রাটে পরিপূর্ণ। কামিল ওলীগণের মধ্যে যথাঃ— হযরত আবুবক্‌র ছিদ্দীক ও উমর ফারুক প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় মুহাজির ও আনছারগণের কেহই এই 'ফানা'য় লিপ্ত হন নাই আর নবীগণের কথা তো সম্পূর্ণ আলোচনার বাহিরেই! ছাহাবাগণের তিরোভাবের পরবর্তী যুগে উল্লিখিত 'ফানার' পদ্ধতির অভ্যুদয় ঘটে। ছাহাবাগণের অন্তঃকরণ ঈমানী অবস্থা সমূহের অবধারণ কল্পে এরূপ সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল যে, কোন অবস্থাতেই তাঁহাদের চিত্তবিভ্রম ঘটিতনা, তাঁহারা কখনো দুর্বল হইতেননা। প্রেমের মাদকতা ও কিংকর্তব্য বিমূঢ়তা তাঁহাদিগকে চঞ্চল করিতে পারিতনা। দশাপ্রাপ্তি এবং নর্তন কুর্দন প্রভৃতি বিষয় তাঁহাদের কল্পনারও অগোচর ছিল।

সর্বপ্রথম বছ্‌রার তাবেয়ীদলের মধ্যে এই ভাব পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পবিত্র কোরআনের মাধুর্যে ও মাদকতায় অস্থির হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। আবু-জহীর ও যরারা বিনে আওফা প্রভৃতি কোরআন শ্রবণ করিয়া এরূপ দশাপ্রাপ্ত হন যে, এই অবস্থাতেই তাঁহাদের প্রাণ বিয়োগ হয়। পরবর্তী যুগে নেতৃস্থানীয় ছুফীগণের মধ্যে এরূপ বহু ব্যক্তি পরিদৃষ্ট হন, যাঁহারা 'ফানা' ও 'চুক্‌রের' (মাদকতা) আতিশয্যে সকল প্রকার সম্বিৎ ও অনুভূতি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হযরত আবু-যয়েদ বস্তামী, আবুল হাছান নূরী ও আবুবক্‌র শিবলী প্রভৃতি মাননীয় সাধকগণও প্রমত্ত অবস্থায় এরূপ প্রলাপ-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, স্থৈর্য লাভের পর তাঁহারা স্বয়ং তাঁহাদের সেই সকল উক্তির ভ্রান্তি স্বীকার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে হযরত আবু ছুলয়মান দরানী, মা'রুফ কর্খী, ফুযয়ল বিনে আয়ায ও হযরত জুনয়দ বাগ্দাদী প্রভৃতির অন্তঃকরণ এরূপ বলিষ্ঠ ছিল যে, কোন অবস্থাতেই তাঁহাদের চিত্ত-বৈকল্প ঘটে নাই, তাঁহাদের প্রজ্ঞা ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতা কোন সময় ক্ষুণ্ন হয় নাই। প্রেম ও বন্দেগীর প্রকৃত কামাল এইযে, যাঁহারা এই ন্যা'মতের পরিপূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞানরাজ্যে আল্লাহর প্রেম, আরাধনা ও দুর্নিবার আকাংখা ছাড়া অন্য কোন বস্তু স্থানপ্রাপ্ত হয়না, অথচ এতৎসত্ত্বেও তাঁহাদের প্রজ্ঞা ও অনুভূতি শক্তির তাঁহারা অপরিবর্তিত ভাবেই অধিকারী থাকেন, সমুদয় বস্তু ও বিষয়কে তাঁহারা উহাদের প্রকৃত ও স্বাভাবিক অবস্থা ও আকারেই পর্যবেক্ষণ করেন, তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞানদৃষ্টির সাহায্যে ইহা প্রত্যক্ষ করেন যে, নিখিল ধরণী এবং উর্ধ জগতের সমস্তই

* ইবনে তয়মিয়া, ফতাওয়া, ৩৩৮ পৃঃ।

আল্লাহর আদেশ এবং নির্দেশ অনুসারেই বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারেই সমুদয় বিষয় নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তাঁহাদের সম্মুখে এই গুপ্ত রহস্যের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় যে, চলচলায়মান বসুন্ধরার অণু ও পরমাণু সমস্তই বিশ্বপতি আল্লাহর সম্মুখে অবনতমস্তক এবং তাঁহার বন্দনা-গীতিতে মুখর রহিয়াছে।

কোরআন যে 'অবুদীয়ত' এবং 'ইবাদতে'র পদ্ধতির দিকে মানব জাতিকে আহ্বান জানাইয়াছে তাহার প্রকৃত স্বরূপ ইহাই। সত্যকার মুমিন এবং যথার্থ সাধকগণ এই 'অবুদীয়ত'কেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। আওলিয়া ও আম্বিয়া কুলভূষণ, অধ্যাত্মলোকের একচ্ছত্র অধিনায়ক জগদ্‌গুরু মানবমুকুট হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ)ও 'অবুদীয়তে'র এই রীতিকেই বরণ করিয়াছিলেন। মি'রাজের সমৃদ্ধ রজনীতে রছুলুল্লাহ (দঃ) ঊর্ধ্ব জগত পরিভ্রমণ করেন এবং তথায় আল্লাহর অযুত মহিমারাজী দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন এবং সেস্থানে আব্দ ও মা'বুদের মধ্যে জ্ঞানও ধারণা বহির্ভূত আলাপ ও আলোচনা এবং নানারূপ গুপ্ত ও রহস্যজনক ব্যাপার সংঘটিত হয়। রছুলুল্লাহ (দঃ) যে গৌরব ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন, সৃষ্টির মুহূর্ত হইতে এযাবত কেহই এ পদগৌরব অধিকার করিতে সমর্থ হননাই কিন্তু আল্লাহর এরূপ চরম নৈকট্য লাভ করা সত্ত্বেও রছুলুল্লাহর (দঃ) অবস্থার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আত্ম-বিস্মৃতির কোন চিহ্নই তাঁহার মধ্যে পরিলক্ষিত হইতে পারে নাই, তাঁহার জ্ঞান ও অনুভূতিতে কোনই বৈকল্প পরিদৃষ্ট হয় নাই। অথচ হযরত মুছা 'তোরা' পর্বতে তাঁহার রব্বের জ্যোতির্ময় বিকাশের কণামাত্র দর্শন করিয়াই অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। †

তৃতীয় শ্রেণীর ফানা

আল্লাহ ব্যতীত দৃশ্যমান জগতে কিছুই পরিদৃষ্ট না হওয়া এবং স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার সত্ত্বা ও অস্তিকে সৃষ্টির সত্তা ও অস্তিরূপে অবধারণ করা তৃতীয় শ্রেণীর ফানার তাৎপর্য। এই পর্যায়ে আব্দ ও মা'বুদের সকল পার্থক্য ও বৈষম্য তিরোহিত হইয়া যায়। যে সকল পথভ্রষ্ট নিরীশ্বরবাদী আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব বা পারস্পরিক অনুপ্রবেশের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াছে, তাহারাই ফানার এই প্রকরণ ও ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়াছে। সত্যপরায়ণ সাধকবৃন্দের মধ্যেও কাহারো কাহারো মুখ হইতে এরূপ বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে যে, "আমি আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইনা" অথবা "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো দিকে আমি কটাক্ষপাত করিনা" কিন্তু তাঁহাদের এই সকল উক্তির প্রকৃত অর্থ এইযে, আমি নিখিল ধরণীর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা অথবা প্রভু আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিনা, আমি অন্য কাহারো দিকে অনুরাগ, ভয় এবং আশার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিনা। মানুষের মনে যাহার স্থান রহিয়াছে, মানুষ যাহাকে ভালবাসে বা ভয় করে তাহারই দিকে তাহার দৃষ্টি উত্তোলিত হয়। যাহার কোন আকর্ষণ মানুষের মনে নাই, যাহার সম্পর্কে আশা এবং ভয় সে পোষণ করেনা, তাহার দিকে তাহার মন আকৃষ্ট হইবে কেন? আর দৈবাৎ কখনও তাহার দৃষ্টিপথে এরূপ কেহ পতিত হইলে, পথচলতি পথিকের রাস্তার ইট পাথরের দিকে তাকাইয়া দেখার মতই উহা তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

ফলকথা—যাঁহাদের উল্লিখিত দুইটি উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহারা এই পরম সত্যই ঘোষণা করিতে চাহিয়াছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো দিকে বান্দার দৃকপাত করা উচিত নয়, আল্লাহ ব্যতীত কাহারো দিকে প্রেম, ভয় অথবা আশার দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সংগত নয়, হৃদয়কে সমুদয় সৃষ্ট জীবের জপ এবং ধ্যান হইতে মুক্ত ও বেপরওয়া রাখিতে হইবে, কাহারো দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইলে, কাহারো বাক্য শ্রবণ করিতে হইলে, কাহাকেও ধারণ করিতে হইলে, কাহারো দিকে অগ্রসর হইতে হইলে—আল্লাহর নূরের সাহায্যেই দেখিতে, সত্যের দৃষ্টি লইয়া দর্শন করিতে, সত্যের কর্ণ লইয়া শুনিতে, সত্যের হস্ত দ্বারা ধারণ করিতে, সত্যের পদযুগল

† "Muhammad of Arabia ascended the highest Heaven & returned. I swear by God that if I had reached that point, I should never have returned." These are the words of a great Muslim saint Abdul Quddus of Gangoh—Iqbal's six Lectures P.P. 173.

দ্বারা অগ্রসর হইতে হইবে। যে সকল বস্তু আল্লাহর প্রেয়স, শুধু সেই সকল বস্তুর সংগেই—তাহাকে অনুরাগ পোষণ করিতে হইবে আর আল্লাহর বিদ্বিষ্ট ও ঘৃণিত যেগুলি, সেগুলির সহিত তাহাকে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতে হইবে। পার্থিব ব্যাপারে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিতে হইবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সকল জীবের ভ্রূকুটি ও রক্ত চক্ষুকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। যে হৃদয়ের অবস্থা এইরূপ, সেই হৃদয় হইতেছে 'ছলীম' ও 'হানীফ' এবং এরূপ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিকেই 'আরিফ' (সাধক) ও মুওয়াহ্হিদ (একত্ববাদী) নামে আখ্যাত করা উচিত এবং তাহার পক্ষেই মুমিন ও মুছলিমের পদবী শোভনীয়। 'ফানা ফিল ওজুদ' অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর ফানা যেরূপ ফিরআওন ও তাহার পদাংকানুসরণকারী করমতী ও বাতেনী দলের পরিগৃহীত, সেইরূপ প্রথম শ্রেণীর ফানা নবী এবং তাঁহার অনুসরণকারীগণের বৈশিষ্ট্য। ইছলামের ইতিহাসে—যাঁহারা যথার্থ এবং বিশ্বস্ত সাধকের স্থান অধিকার লাভ করিয়াছেন, আকাশ এবং পৃথিবীর স্রষ্টা ও নিয়ামক আল্লাহর সম্বন্ধে তাঁহারা সকলেই উল্লিখিত ধারণা ও বিশ্বাস পোষণ করিতেন। তাঁহাদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, আল্লাহর পবিত্র সত্তা সমুদয় সৃষ্ট জীব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক, তিনিই একমাত্র অনাদি এবং আর সমস্তই পরবর্তী ও সৃষ্ট পদার্থ। সুতরাং পরবর্তী ও সৃষ্ট সমুদয় জীব হইতে উক্ত অনাদি সত্তার ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হওয়া অপরিহার্য। ছলুকের পথে যেসকল ব্যাধি ও সন্দেহ-দ্বিধার সাক্ষাৎকার ঘটে, সত্যজীবি সাধকগণ সেগুলিরও সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। অধ্যাত্ম সাধনার পথে কোন সৃষ্ট জীবকে দর্শন করিয়া অনেকে অনুভূতি শক্তির দুর্বলতার ফলে তাঁহাকেই স্রষ্টা রূপে ধারণা করিয়া লয়। সূর্যের কিরণ দর্শন করিয়া উহাকে প্রকৃত সূর্য বলিয়া ধারণা করা যেরূপ ভ্রমাত্মক, সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টা রূপে অবধারণ করাও তদ্রূপ দৃষ্টিবিভ্রমের ফল মাত্র।

ওয়াহ্‌দতে শহুদ

'ফানা'র মতই আর একটি শব্দও তথাকথিত ছুফীগণের মধ্যে বিভ্রান্তির কারণ ঘটাইয়াছে। এই শব্দটি হইতেছে—"ফর্ক (বিভেদ) ও জমঅ (মিলন)। ফানার মতই ইহাতেও নানারূপ বিপজ্জনক ইবাদত-পদ্ধতি ও ভ্রমাত্মক দৃষ্টিভংগীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। মানুষ যখন সৃষ্টির নানাত্ব ও বহুলতার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন তাহার দৃষ্টি ও মন এই নানাত্বের মধ্যে জড়াইয়া যায়। বিভিন্ন বস্তুকে সম্মুখে দর্শন করিয়া বিভিন্ন দিকে তাহার দৃষ্টি ধাবিত হয়। কখনো বা আকাংখা ও অনুরাগের তাড়নায়, কোন স্থানে ভয় ও ভাবনায় আর কখনো বা আশা ও ভরসার নিমিত্ত তাহার দৃষ্টি ও মন বিভিন্ন দিকে ধাবমান হইতে থাকে। মানস-লোকের এই অশান্তি ও দৌড়াদৌড়ির পর যখন সে মিলনের শান্তি সলিলে অবগাহন করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার দৃষ্টির মাতলামি একত্রীভূতির গৌরবে প্রশান্ত হইয়া উঠে, তখন তাহার মানসলোক আল্লাহর একত্ব এবং 'অবুদীয়তের' কেন্দ্রে স্থৈর্য লাভ করে, তখন হইতে তাহার অনুরাগ, অবলম্বন, ভয়, আশা এবং নির্ভরশীলতার সমুদয় অনুভূতি এককেন্দ্রিগ হইয়া পড়ে। এই ভাবরসে মানুষ সম্মোহিত হইলে অনেক সময় সৃষ্ট জীবের দিকে দৃকপাত করারও তাহার অবকাশ থাকেনা। কখনো কখনো এরূপও ঘটে যে, মহাসত্যের কেন্দ্রে মননিবিষ্ট হইয়া ধর্ণা দিতে থাকে এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে মানুষ সৃষ্ট জীবের সহিত প্রকাশ্য ও গোপন সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলে—ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর ফানার পরিণতি এবং দুর্বল অন্তঃকরণের প্রতিক্রিয়া।

'জমঅ' বা মিলনের আরো একটি প্রকরণ রহিয়াছে, আল্লাহর দিকে একাগ্রতা সহকারে মন নিবিষ্ট হইয়া যাওয়া স্বত্বেও সাধকের দৃষ্টিতে ইহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে যে, নিখিল ধরণী শুধু আল্লাহরই মহিমায় টিকিয়া রহিয়াছে, বিশ্বচরাচরের বহুলতা ও নানাত্ব আল্লাহর একত্বে সমাহিত ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা দিবা চক্ষে ইহাও অবলোকন করেন যে, আল্লাহই সমুদয় সৃষ্টির প্রতিপালক, স্রষ্টা, অধিপতি ও উপাস্য। যাঁহারা এইরূপ হৃদয়ের অধিকারী, তাঁহাদের মানসলোক যেরূপ একদিকে আল্লাহর

প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম, তাঁহার ভয় ও আশা, তাঁহার প্রতি নির্ভরশীলতা ও তাঁহার নিকট যাচ্ঞা এবং শুধু আল্লাহর জন্যই প্রণয় এবং তাঁহার জন্যই বিদ্বেষ প্রভৃতি স্বর্গীয়ভাবে পরিপূর্ণ থাকে, সেইরূপ অন্যদিকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির বৈষম্য-বোধও তাঁহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতে পারেনা—ইহাই সত্যকার 'আবা-দীয়ত' ইহারই প্রতিশ্রুতি **এইয়াকা না'বুদুর** মধ্য দিয়া বারংবার প্রদান করিতে হয়, ইহাই কলেমায়ে তৈয়েবার প্রকৃত নির্যাস, **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর** সক্রিয় সাক্ষ্য। অন্তরজগত এই ভাবরসে আপ্লুত হইলে 'গায়রুল্লাহ'র ইবাদতের ক্ষীণতম চিহ্নও মনের কোণে অবশিষ্ট থাকিতে পারেনা এবং পরম সত্যের 'ইলাহীয়ত' হৃদয় ফলকে গভীর রেখা আঁকিয়া দেয়। সকল সৃষ্ট জীবের প্রভুত্বের অস্বীকৃতি এবং বিশ্বপতি আল্লাহর 'মা'বুদীয়তে'র পূর্ণ ও চিরঞ্জীবি অনুভূতি হৃদয়ের অণু পরমাণুকে আলোকোজ্জ্বল করিয়া তোলে, ইহারই ফলে হৃদয় সকল বিচ্ছিন্নতাকে পরিহার করিয়া একই সত্তার নিকট একত্রীভূতির গৌরব অর্জন করে এবং সে 'গায়রুল্লাহ'র সমুদয় সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। তখন একমাত্র আল্লাহই তাহার সমুদয় লক্ষ্য ও অভীষ্টের কেন্দ্রে পরিণত হন, তাঁহার স্মরণ, চিন্তা, প্রেম, অনুরাগ, সম্বর্ধনা, উপাসনা, আকাংখা, আশা, আনুগত্য ও ভয়ের অনুভূতিগুলি একই লক্ষ্য-কেন্দ্রের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এক মুহূর্তের জন্যও সে এই পরম সত্যকে বিস্মৃত হয়না যে, সৃষ্ট জগতের অস্তিত্ব স্বতন্ত্র ও পৃথক, সৃষ্টিকর্তা পরম প্রভুর পবিত্র সত্তা হইতে উহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

এই মনযিলে উপস্থিত হইয়া সাধক **ওয়াহ্-দতে শুহুদের** আসন অধিকার করিতে সমর্থ হয় এবং মুওয়াহ্হিদ আখ্যার অধিকারী হইতে পারে। ছহীহ্ হাদীছ সমূহে এই বিষয়েরই এই বলিয়া ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যিক্‌র হইতেছে—**লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।**

তিরমিযী প্রভৃতি রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, শ্রেষ্ঠতম যিক্‌র **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** আর শ্রেষ্ঠতম প্রার্থনা **আলহামদুলিল্লাহ।**

افضل الذكر لااله الا الله' وافضل الدعاء الحمد لله !

ইমাম মালিক প্রভৃতি তল্‌হা বিনে আবদুল্লাহর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবী-গণের শ্রেষ্ঠতম যিক্‌র হইতেছে, "লাইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকো ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লে শয়ইন কাদীর" অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কেহই **ইলাহ্** নাই, তিনি অদ্বিতীয়, কেহই তাঁহার শরীক নাই, সার্বভৌম প্রভুত্ব এবং সমুদয় উত্তম প্রশস্তি তাঁহারই অধিকারভুক্ত এবং তিনি সর্বশক্তিমান।

افضل ما قلت انا والنبيون من قبلى ! لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئى قدير !

ভ্রান্ত দলের দুর্ভোগ

যিক্‌র ও প্রার্থনা সর্ববিধ ইবাদতের মজ্জারূপী হইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ একদল লোকের এই ব্যাপারেও পদস্খলন ঘটিয়াছে। এত স্পষ্ট আর খোলাখুলি নির্দেশ সত্ত্বেও তাহারা বলিয়া থাকে যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র যিক্‌র সাধারণ স্তরের লোকদের জন্য আর বিশিষ্ট দলের যিকর হইতেছে শুধু আল্লাহ আল্লাহ জপ করা আর পরম বিশিষ্ট যাঁহারা, তাঁহা-দের জন্য আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করাও প্রয়োজনীয় নয়, তাঁহাদের পক্ষে শুধু 'হু' 'হু' করাই যথেষ্ট। 'হু' সর্ব-নামটির অর্থ হইতেছে 'সে'। যাহারা এইরূপ কথা বলিয়া থাকে তাহারা ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। ইহারা আল্লাহ ! আল্লাহ ! জপ করার যে অপূর্ব প্রমাণ সমু-পস্থিত করিয়া থাকে তাহা যেমন অদ্ভুত তেমনি হাস্যকর। ইহারা ছুরত আল্‌আন্‌আমের একটি বৃহৎ আয়তের ক্ষুদ্রতম অংশ পাঠ করিয়া থাকে। আল্লাহ বলেন, আপনি বলুন; আল্লাহ ! قل الله ثم ذرهم ! অতঃপর তাহাদের পরিহার করুন—৯২ আয়ত।

যাঁহারা কোরআন পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে ইহা বুঝাইয়া বলা আবশ্যক নয় যে, এই আয়তে ইবাদত বা যিক্‌রের কোন আলোচনাই নাই, ইহা ইয়াহুদীগণের একটি ভ্রমাত্মক প্রশ্নের জওয়াব মাত্র। সমগ্র আয়তে ইয়াহুদীদের প্রশ্ন এবং উহার জওয়াব বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইয়াহুদীরা বলিয়াছিল, কোন সৃষ্ট মানবের প্রতি আল্লাহ তাঁহার বাক্য অবতীর্ণ করেন নাই। আল্লাহ তদীয় রছুল হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) কে আদেশ করিতেছেন, আপনি বলুন—মূছা যে গ্রন্থ সহকারে আগমন—করিয়াছিলেন তাহা কে অবতীর্ণ করিয়াছিল? হে-রছুল (দঃ), আপনি বলুন, আল্লাহ! অত.পর আপনি তাহাদিগকে পরিহার করুন!

اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شئى ! قل من انزل الكتاب الذى جاء به موسى ؟..... قل الله ثم ذرهم.....

মোটের উপর এই আয়তে যে বাক্যটি উত্তর রূপে মূর্খদের কাছে প্রকট হয় নাই তাহা এই যে, আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে বলিতেছেন, আপনি ইয়াহুদীদিগকে তাহাদের অভিমানের প্রত্যুত্তরে বলুন, আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ গ্রন্থ লইয়াই মূছা আগমন করিয়াছিলেন।

قل الله الذى انزل الكتاب الذى جاء به موسى !

এরূপ বর্ণনাপদ্ধতির দৃষ্টান্ত কোরআনের বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এ স্থানে 'কুলিল্লাহ' একাধারে যেরূপ পূর্ণ বাক্য নয় সেইরূপ ইহার সহিত ঈমান বা কুফ্‌র, আদেশ বা নিষেধের কোন সম্পর্ক নাই, ছাহাবা ও তাবেয়ী বিদ্বানগণের মধ্যে কেহই এরূপ কথা বলেন নাই। শুধু আল্লাহ! আল্লাহ! জপ করার ব্যবস্থা রছুলুল্লাহ (দঃ)ও প্রদান করেন নাই। শরীঅতে-মোহাম্মদী যে সকল যিক্‌রের নির্দেশ ও অনুমতি প্রদান করিয়াছে সেগুলি সমস্তই অর্থপূর্ণ ও নির্দিষ্ট কোন না কোন উদ্দেশ্যের সহায়ক। হু হু করার পক্ষে ইহারা যে দলীল উপস্থিত করিয়া—থাকে তাহা আরো বিচিত্র! ছুরত আলহশরের এই আয়তটি তাহারা তাহাদের দাবীর পোষকতায় উপস্থিত করে—তিনি সেই আল্লাহ যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নাই। প্রকাশ থাকে যে, এই আয়তে 'হু' অর্থাৎ 'যিনি' ও 'তিনি' সর্বনামটি আল্লাহর পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, বিশেষ্য পদের পুনরুক্তি নিবারণার্থে সর্ব-নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু বিশেষ্য পদ-বিহীন সর্বনাম যে সম্পূর্ণ নিরর্থক একথা কাহারো অবিদিত থাকা উচিত নয়।

هوالله الذى لااله الا هو !

পক্ষান্তরে এই আয়তে অথবা কোরআনের অন্য কোন আয়তে হু হু জপ করার নির্দেশ প্রদান করা হয় নাই। কারণ এই সর্বনামের বিশেষ্য অস্পষ্ট এবং ইহার ইংগিত আল্লাহ ব্যতীত অন্য দিকেও সম্ভবপর! এরূপ অনিশ্চিত শব্দ যিক্‌রে-ইলাহীর জন্য সর্বতো-ভাবে বর্জনীয়।

এক-শাব্দিক প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য অসম্পূর্ণ উক্তি দ্বারা আল্লাহর যিক্‌র করার রীতি ছাহাবা ও তাবেয়ী-গণের আচরণ দ্বারা প্রমাণিত হয়না। রছুলুল্লাহ (দঃ)ও এ ধরণের যিক্‌রকে বিধিবদ্ধ করেননাই। একটি শব্দ বাক্যের পর্যায়ভুক্ত নয় এবং উহার দ্বারা কোন নিশ্চয়বাচক অর্থ বোধগম্য হয়না। সুতরাং এক শাব্দিক উক্তির উপর ঈমান বা কুফরের আকীদা নির্ভর করিতে পারেনা, এক শাব্দিক উক্তি দ্বারা শুধু অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে বটে কিন্তু উহার সহিত নেতি বা অস্তি বাচক কোন ভাবধারা যুক্ত থাকা সম্ভাপিত নয়। শরীঅতে যতগুলি যিক্‌রের শব্দ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, সবগুলিই স্বয়ংসিদ্ধ অর্থাৎ এরূপ পূর্ণ বাক্য যে, সেগুলির প্রত্যেকটির সাহায্যে আল্লাহর পূর্ণ বিশ্বাস এবং পরিচয় অর্জন করা যায়। যেসকল শব্দের অর্থ নিশ্চিত নয় অথবা যেসকল বাক্য স্বার্থবোধক, সেইরূপ শব্দ বা বাক্যের সাহায্যে যিক্‌র করার অনুমতি শরীঅতে প্রদত্ত হয় নাই। যাহারা স্বার্থবোধক শব্দের দুইধার যুক্ত তরবারির ভয়াবহ খেলা খেলিতে চাহিয়াছে, আমরা দেখিতে পাই, তাহারা স্বয়ং সেই তরবারির সাহায্যে তাহা-দেরই গলা কাটিয়া ফেলিয়াছে। তওহীদ ও মা'রে-ফতে-ইলাহীর সমুন্নত আসনে সমাসীন হওয়ার

Contents

মুছলিম
রাজ্য সমূহের প্রচলিত আইন

মূল :—আল্লামা শহীদ আওদা অনুবাদ :—আলকোরায়শী

(ষষ্ঠ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

মুছলমানগণের পতনের কারণ শরীঅতের অনুসরণ নয় বরং শরীঅত বর্জনই তাহাদের পতনের প্রকৃত কারণ

এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক যে, শরীঅতের অনুসরণ করার কারণেই মুছলিম সমাজের পতন ঘটিয়াছে! শরীঅতের সংবিধানগুলি পৃথিবীর যাবতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিধান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও উৎকৃষ্ট। আইনের এমন কোনই উৎকৃষ্টতর নীতি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার পূর্ণ ও পরিণত রূপ ইছলামী শরীঅতে বিদ্যমান নাই। আজিও আইনের এমন কোন আধুনিক পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভংগী কুটনীতি-বিশারদগণ সমুপস্থিত করিতে সক্ষম হননাই যাহা বিস্তৃত বিশ্লেষণ সহকারে শরীঅতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা। শরয়ী আইন-কানুনগুলি অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন বলিয়াই আজ মুছলমানগণ লাঞ্ছিত ও অপদস্থ নহেন, বরং আজ তাঁহাদের লাঞ্ছনা ও অবমাননার প্রকৃত কারণ এইযে, তাঁহারা শরয়ী আইনের অনুসরণ পরিহার করিয়াছেন। সমগ্র ইছলাম জগতের মুছলমানগণ শুধু মৌখিক দাবীর নাম মাত্র মুছলমান, তাঁহারা চিন্তাধারা ও আচরণের দিক দিয়া মুছলমান নহেন। অবশ্য আমাদের এই উক্তির মধ্যে যে কোনই ব্যতিক্রম নাই তাহা নয়, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল—ইল্লা মাশাআল্লাহ!

পুরাতন আইনের ভিতর শুধু অভিনবত্ব সৃষ্টি করিতে পারিলেই কোন জাতি যদি উন্নতিশীল হইত, তাহাহইলে বেলজিয়ম ইংলণ্ড অপেক্ষা বহুগুণে অধিকতর শক্তিশালী ও উন্নতিশীল হইয়া উঠিত। কারণ বেলজিয়মের রাজ্য-শাসন বিধানগুলি সর্বাপেক্ষা আধুনিক আর ইংলণ্ডের অনেকগুলি আইন বহু প্রাচীন, তাহাদের কতক আইন এরূপ অজ্ঞাত যুগের সাক্ষ্য বহন করিয়া আনিতেছে, যখন ইংলণ্ডের কোন উল্লেখযোগ্য গুরুত্বই ছিলনা এবং পৃথিবীর রাষ্ট্র সমূহের তালিকায় সে কোন বিশিষ্ট স্থানেরও অধিকারী হয় নাই।

আর যে সকল ব্যক্তি ইছলামী রাজ্যশাসন বিধানকে পুরাতন এবং পচা বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহাদের এই ধারণাও অজ্ঞতামূলক ও ভ্রান্তিপূর্ণ। ইউরোপের অধিকাংশ

(২৬২ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

পরিবর্তে তাহারা রকমারী ধরণের নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদের গোমরাহীর কুণ্ডে নিপতিত হইয়াছে। বিশেষতঃ 'হু' 'হু'র যিক্‌র সর্বাপেক্ষা ভয়ানক ফিতনার উৎস। ইহার সহিত রছুলুল্লাহর (দঃ) যিক্‌রের পদ্ধতির কোন সম্পর্কই নাই! ইহা আগাগোড়া বিদ্‌আত ও গোমরাহী মাত্র। উপাস্য প্রভু আল্লাহর নাম গ্রহণ না করিয়া যখন কেহ এই অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ 'হু' 'হু' সর্বনামের যিক্‌র করিয়া থাকে, এই 'হু' তখন তাহার অন্তঃকরণে তৎকালীন বিদ্যমান বস্তুর দিকেই ইংগিত করিবে আর অন্তর-রাজ্যে সকল সময়েই ইলাহী-সত্তার সঠিক ধ্যান-ধারণা বিরাজমান থাকা অপরিহার্য নয়, অন্তরলোক সকল সময় একই অবস্থার অধিকারী থাকিতে সমর্থ হয়না। অলক্ষে কেমন করিয়া যে বিভ্রান্তির মায়া হৃদয়কে স্পর্শ করে, বিলায়তের উচ্চতম আসনের—অধিকারী যাঁহারা, তাঁহাদের পক্ষেও তাহা যথাযথ ভাবে অনুভব করা অসাধ্য হয় আর এই জন্যই সকল শ্রেণীর বান্দাদিগকেই কোরআনের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তওবা (অনুশোচনা) ও ইছতিগ্‌ফারের (ক্ষমা প্রার্থনা) নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। অতএব 'ইয়া হু', 'ইয়া হু' জপ করার তাৎপর্য সদাসর্বদা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহকে আহ্বান করা নাও হইতে পারে, বরং আল্লাহর পবিত্র সত্তার কল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তুও উক্ত 'হু'র তাৎপর্যের অন্তরভুক্ত হওয়া সম্ভব-পর।

আইনের বিধানগুলির তুলনায় শরীঅতের আইনগুলি একান্ত আধুনিক। কারণ ইউরোপীয় আইনগুলি রোমক রাজ্য-শাসন বিধির (Roman Law) উপর প্রতিষ্ঠিত। রোমক আইনের উক্তি ও নীতির চতুঃসীমার ভিতরেই ইউরোপীয় আইনগুলির পুরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। রোমক ব্যবস্থাপক-গণের উপস্থাপিত সমুদয় বুনিয়াদী দৃষ্টিভংগী ও কল্পনা এই সকল আইনের ভিতর কার্যকরী রহিয়াছে। ইউরোপীয় আইন সমূহের উপপাদন ও প্রতিপাদনের কার্যগুলি রোমক বিধান সমূহের নীতি ও সীমানার ভিতরে থাকিয়াই সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিশেষ গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত ইউরোপীয় আইন সমূহে উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়না। সুতরাং ইহা অনস্বীকার্য যে, মৌলিকতা ও ভিত্তির দিক দিয়া ইছলামী আইনগুলি ইউরোপীয় আইন সমূহ অপেক্ষা অধিকতর আধুনিক। ইছলামের আইনগুলি কোরআন এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত ভিত্তিক এবং কোরআন ও ছুন্নতের আবির্ভাব রোমক আইন প্রণীত হইবার বহুকাল পরেই ঘটিয়াছে।

মুছলমানগণের কোনক্রমেই একথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, ইছলামী শরীঅতই তাঁহাদিগকে নেতি হইতে অস্তি জগতে আনিয়াছে। ইছলামী শরীঅতই তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠতম জাতিতে পরিণত করিয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবীতে তাঁহাদিগকে গৌরবান্বিত করার কারণ হইয়াছে, শরীঅতই তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে এবং প্রতিপালন করিয়াছে, তাঁহাদিগকে জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং সভ্যতা শিখাইয়াছে, সম্মান ও গৌরবের সম্পদের সহিত তাঁহাদিগকে পরিচিত করিয়াছে, শরীঅতই তাঁহাদের মধ্যে শক্তি ও সংকল্পের দৃঢ়তা সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহাদের ভিতর এরূপ বিশ্ববিজয়ী বীরদিগের উদ্ভব ঘটাইয়াছে, যাঁহারা পৃথিবীর চতুপ্রান্তে বিশাল সাম্রাজ্য সমূহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন! ইছলামী শরীঅতই তাঁহাদের মধ্যে এরূপ বিদ্বান এবং সাহিত্যিক দলের আবির্ভাব ঘটাইয়াছে, যাঁহারা জ্ঞান ও সাহিত্যের ভাণ্ডারকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। মুছলমানগণের সকল সময় একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, পৃথিবীর সমুদয় আইনের মধ্যে ইছলামের আইনই সর্বপ্রথম মানব সমাজে পূর্ণ সাম্য এবং পূর্ণ ন্যায় বিচারের পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিয়াছে এবং তাঁহাদের জন্য সৎকার্যে সহযোগ, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ কার্যকে ওয়াজিব করিয়াছে। এই সকল লক্ষের পরিণতির দিক দিয়া বিরচিত আইন সমূহ শরীঅতের আইনের কেশাগ্রও স্পর্শ করার উপযোগী নয়।

মুছলমানগণের একথাও জানিয়া রাখা উচিত যে, তাঁহারা যতদিন পর্যন্ত শরীঅতের আইনকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা পৃথিবীতে সাফল্য ও গৌরবের অধিকারী ছিলেন আর যে দিন হইতে তাঁহারা শরয়ী আইনের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহারা পুনর্বার ইছলামের পূর্ববর্তী মূর্খ ও অন্ধকার যুগের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছেন। দুর্বলতা, অপমান ও দারিদ্র তাঁহাদিগকে চাপিয়া ধরিয়াছে, আজ তাঁহারা অত্যাচারীদের যুলম ও অন্যায়ের প্রধিরোধকল্পে আত্মরক্ষা করার যোগ্যতাও হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

সুবর্ণ যুগের মুছলমানগণ ঈমান আনিয়াছিলেন আর সত্যকথা এইযে, ঈমান আনার যে হক, তাঁহারা তাহা পূরাও করিয়াছিলেন। ফলে আল্লাহ তাঁহাদিগকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিলেন। যে সর্বশক্তিমান বিক্রম-শীল প্রভু তৎকালীন মুছলিমদিগকে সংখ্যার অল্পতা এবং দুর্বলতা স্বত্বেও শক্তিমান করিয়া তুলিয়াছিলেন, আমা-দিগকেও শক্তিমান ও বলবান করার ক্ষমতা নিশ্চয় তাঁহার রহিয়াছে, অশশ্য যদি আমরা ঈমানের হক পূর্ণ করি, তবেই ইহা সম্ভবপর। আল্লাহ স্বীয় বান্দাগণের সহিত ইহারই প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন এবং তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কেহই নাই।

وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم -

যাহারা তোমাদের মধ্যে ঈমান স্থাপন করি-য়াছে এবং সদাচারণ করিয়াছে আল্লাহ তাহা-দিগকে এই প্রতিশ্রুতি দান করিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে ভূপৃষ্ঠের উত্তরাধি-কারী (খলীফা) করিবেন, যেরূপ তিনি তাহাদের পূর্ববর্তী-দিগকে উত্তরাধিকারী করিয়াছিলেন—ছুরত আন্নূর ৫৫ আয়ত।

ছুরত আল্ মায়েদায় কথিত হইয়াছে, হে মানব সমাজ—তোমাদের কাছে قد جاءكم من الله نور

আল্লাহর নিকট হইতে জোতির্ময় এবং ব্যাখ্যাকারী গ্রন্থ আগমন করিয়াছে। যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগমন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে তিনি ইহার সাহায্যে শান্তি-পথের সন্ধান দান করেন এবং তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া জ্যোতির দিকে তাঁহারই অনুমতিক্রমে লইয়া আসেন এবং তাহাদিগকে সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত করেন—১৫ ও ১৬ আয়ত।

وكتاب مبين' يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم !

বিরচিত আইন সমূহের খণ্ডন

যে সকল আইন কোরআন ও ছুন্নতের, তাহার নীতি ও বুনিয়াদের এবং তাহার স্পিরিটের বিপরীত, তাহাদের প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ বাতিল এবং ভুয়া। কোন মুছলমানের পক্ষে এরূপ আইনের আনুগত্য বৈধ নয়, বরং উহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অবশ্য কর্তব্য। ইহার কারণ এইযে, শরীঅতের আদেশ-নিষেধগুলির নির্ধারণ নিরর্থক ব্যাপার নয়। আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থ এবং স্বীয় রছুল (দঃ) কে এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে মানব সমাজ তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া চলে। রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক বাহিত শরীঅতের যে অনুগমন করিয়া থাকে তাহার আচরণ সঠিক এবং বৈধ, কারণ উহা শরীঅতের ধারক ও বাহকের নির্দেশের অনুকূল এবং যে ব্যক্তি শরীঅতের বিরোধকারী তাহার আচরণ বাতিল। আল্লাহ স্পষ্টতঃ আদেশ করিয়াছেন, আমি কোন রছুলকেই প্রেরণ করি নাই শুধু এই উদ্দেশ্য ব্যতীত যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁহার অনুগমন করিতে হইবে—আন্‌নিছা, ৬৪ আয়ত।

وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذنه -

ছুরত আল হশরে আদেশ করা হইয়াছে, এই রছুল (দঃ) তোমাদিগকে যাহা দেন, তোমরা তাহা ধারণ কর এবং যে বিষয় তিনি তোমাদিগকে নিষেধ করেন তাহাহইতে বিরত হও —৭ আয়ত।

ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا -

বিরচিত আইন সমূহের প্রত্যাখ্যাত হইবার প্রমাণ

ইছলামে আইন রচনা কার্যের বুনিয়াদ হইতেছে কোরআন, ছুন্নাহ্ এবং উহাদের ভিত্তির উপর পরিগৃহীত সর্বসম্মত—ইজ্‌মা। এই ত্রিবিধ বিষয়ের—বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা প্রসংগে একথার পর্যাপ্ত প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে যে, শরীঅতের নির্দেশ হইতে মুক্ত হইয়া যে আইনই প্রণয়ন করা হইবে তাহা বাতিল ও অমূলক। কোরআন ও ছুন্নাহর নির্দেশাবলী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অকাট্য, স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। এই সকল প্রমাণের বিদ্যমানতায় ইজমা সংঘটিত হওয়া অপরিহার্য ছিল। নিম্নে শরীঅত-নিরপেক্ষ আইন সমূহের বাতিল হওয়া সম্পর্কে কতিপয় প্রমাণ উপস্থাপিত করা হইতেছে :—

(১) আনুগত্য ও অনুসরণ কার্যকে কোরআনে শুধু দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) অনুসরণ, দ্বিতীয়তঃ প্রবৃত্তির অনুসরণ। এই দ্বিবিধ আনুগত্য ব্যতীত উহার আর তৃতীয় কোন প্রকরণ নাই। এতদুভয়ের মধ্যে একটি হইতেছে অবিমিশ্র হিদায়ত আর অন্যটি সন্দেহাতীত গোমরাহী। ছুরত আল কছছে আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, যদি ইহারা আপনার কথা অগ্রাহ্য করে তাহা-হইলে আপনি অবগত হউন যে, তাহারা শুধু তাহাদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করিয়া চলিতেছে আর যাহারা আল্লাহর হিদায়ত ব্যতিরেকেই প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলে, তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর পথভ্রষ্ট আর কে হইবে? ৫০ আয়ত।

فان لم يستجيبوا لك' فاعلم انما يتبعون اهواءهم و من اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله !

ছুরত ছওয়াদে ইছলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ হযরত দাউদকে সম্বোধন করিয়া আদেশ দিয়াছেন, আমি তোমাকে ভূপৃষ্ঠে আমার প্রতিনিধি (খলীফা) করিয়াছি। অতএব তুমি মনুষ্য-সমাজের মধ্যে সত্য সহকারে শাসন কার্য পরিচালিত কর এবং সাবধান! প্রবৃত্তির অনুগমন করিওনা,

يا داود' انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق' ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله !

প্রবৃত্তির অনুগমন করিলে উহা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলিবে—২৭ আয়ত।

পুনশ্চ রছুলুল্লাহ (দঃ) কে সম্বোধন করিয়া খোলাখুলি ভাবেই বলা হইয়াছে যে, অতঃপর হে রছুল (দঃ), আমি আপনাকে আদেশ ও নিষেধের জন্য শরীঅতের— আইনের উপর সুদৃঢ় করিয়াছি। অতএব আপনি উক্ত শরীঅতের অনুসরণ করিয়াই আদেশ ও নিষেধের কার্য প্রিচালিত করুন এবং সাবধান আপনি অজ্ঞদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিবেননা— আলজাছিয়া, ১৮ আয়ত।

ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لايعلمون -

সমগ্র মুছলিম সমাজকে সম্বোধন করিয়া আদেশ দেওয়া হইতেছে যে, তোমাদের রব্বের— নিকট হইতে তোমাদের কাছে যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তোমরা শুধু তাহারই অনুসরণ কর এবং তাঁহাকে ছাড়া অপরাপর বন্ধুদের অনুসরণ করিওনা—আলআ'রাফ, ৩ আয়ত।

اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء -

উল্লিখিত কোরআনী দলীলসমূহ দ্বারা শরীঅত-বিরোধী আইন সমূহের অনুসরণকে অকাট্য ভাবে হারাম করা হইয়াছে এবং শরীঅত ব্যতীত অন্য বস্তুর আনুগত্য সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। শরীঅত বিরোধী আইন অনুসরনকারীদিগকে প্রবৃত্তির অনুসারী এবং গোমরাহীর পথিক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কোরআনের কথিত মত এরূপ ব্যক্তি পথভ্রষ্ট, যালিম, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান সমূহের বিদ্রোহী, আল্লাহকে পরিত্যাগকারী এবং 'গায়রুল্লাহ'র আশ্রিত।

২। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও স্বাধীন শাসন ও কর্তৃত্বকে মানিয়া লওয়ার কার্য আল্লাহ হারাম করিয়াছেন এবং মু'মিনদের পক্ষে আল্লাহর আদেশ ছাড়া অন্য কাহারো আদেশে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকার কার্যকে অবিধেয় করিয়াছেন, এইরূপ আচরণকে সুদূর প্রসারী গোমরাহী এবং শয়তানের পদাংকানুসরণকারী বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। ছুরত আন্‌নিছায় রছুলুল্লাহ (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ আদেশ দিয়াছেন, আপনি কি তাহাদের লক্ষ করিতেছেন না, যাহারা একাধারে দাবী করিতেছে যে, আপনার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং আপনার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, তাহারা সেগুলি মানিয়া লইয়াছে অথচ তাহারা 'তাগুতে'র বিচার মানিয়া লইবার সংকল্প করিয়াছে। প্রত্যুত 'তাগুত'কে অস্বীকার করার জন্যই তাহারা আদিষ্ট হইয়াছে। শয়তানের অভিপ্রায় তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়া গোমরাহীর দূরবর্তী প্রান্তরে নিক্ষেপ করা—৬০ আয়ত।

الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريدالشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا !

সুতরাং স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, আল্লাহর অবতীর্ণ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) বাহিত শিক্ষানুসারে যে ব্যক্তি তাহার কার্য সমাধা করিবেনা, সে-ব্যক্তি নিশ্চয় 'তাগুত'কে তাহার বিচারপতি ও শাসনকর্তা মানিয়া লইয়াছে। সৃষ্ট বিশ্বচরাচরের মধ্যে যে কেহ আল্লাহর দাসত্বের আসনকে লংঘন করিয়া স্বয়ং অনুসরনীয় এবং আদেশকারীর আসন অধিকার করিতে চায়, সেই হইতেছে 'তাগুত'। অতএব আল্লাহ এবং তদীয় রছুল (দঃ) ব্যতিরেকে স্বীয় বিরোধ ও কলহের মীমাংসাকল্পে যাহাকেই বিচারক মান্য করা হইবে অথবা যাহার ইবাদত করা হইবে অথবা যাহার শর্তবিহীন আনুগত্য মানিয়া লওয়া হইবে, সে 'তাগুতে'র পর্যায় ভুক্ত। আল্লাহর প্রতি যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, 'গায়রুল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তাহার পক্ষে মুহূর্তের তরেও বৈধ নয় আর আল্লাহর নিকট হইতে বিচার ও মীমাংসা গ্রহণ করার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, তাহার পক্ষে 'গায়রুল্লাহ'র নিকট বিচার যাচ্ঞা করা সর্বতোভাবে অসংগত।

(৩০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

"নিজামুল-মুল্ক"

সগির (এম-এ,)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নিজামুলমুল্কের ওজারতিতে ইস্তাফা ও দাক্ষিণাত্যে গমন

নিজামুলমুল্ক কোন ব্যাপারেই হঠাৎ চরমপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়া তিনি উহা গ্রহণের জন্য কোন রূপ পীড়াপীড়ি করিলেন না। উহার পরিণতি কোন্ দিকে যায় তাহাই তিনি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। পদত্যাগ পত্র দাখিলের ফলে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়া গেল যে, তিনি দরবার ছাড়িয়া দাক্ষিণাত্যে প্রর্ত্যাবর্ত্তন করিতে চান। সম্রাটের পার্শ্বচররা ভাবিল যে নিজামুলমুল্কের সহিত আপাতঃ দৃষ্টিতে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া যদি তাঁহাকে দরবার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে বেশ হয়। এই আপদটার হাত হইতে বাঁচা যায়। দরবার পরিত্যাগ করার ফলে তাঁহার শক্তি, সামর্থ ও প্রতিপত্তি যে ভাবে হ্রাস পাইবে তাহাতে তাহাকে নিস্তেজ করা মোটেই কঠিন হইবে না। অবশ্য নিজামুলমুল্কের গোপন উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি যেনতেন প্রকারেণ দাক্ষিণাত্যে যাইয়া হাজির হইবেন। অন্যথায় দরবারে অবস্থান করিলে পরিণামে তাঁহার পতন অনিবার্য্য। কাজেকাজেই উভয় পক্ষ সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হইলেও নিজামুলমুল্কের দরবার পরিত্যাগ উভয় পক্ষেরই কাম্য ছিল। যাহা হউক, নিজামুলমুল্ক তাঁহার উদ্দেশ্য গোপন রাখিলেন। উভয় পক্ষের ভিতর সদ্ভাব স্থাপনের উদ্দেশ্যে দৌত্যকার্য্য চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৭২৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর নিজামুলমুল্ক পুনরায় দরবারে হাজির হইলেন।

এই ঘটনার পর মাত্র ১ মাস সময় অতিক্রম করিতে না করিতে নিজামুলমুল্ক এই অজুহাত দেখাইতে লাগিলেন যে, দিল্লীর শীতকালীন আবহাওয়া তাঁহার মোটেই সহ্য হইতেছে না। তাই সম্ভল ও মোরাদাবাদে তাঁহার যে জায়গীর রহিয়াছে তথায় শিকারে যাইবার জন্য তিনি শাহী অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহের অনুমতিও পাওয়া গেল। ২২শে ডিসেম্বর তিনি যমুনা অতিক্রম করিয়া নদীসৈকতেই শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিলেন। ঐখানে মোহাম্মদ শাহ তাঁহাকে দর্শন দিলেন। নিজামুলমুল্কের তখন পর্য্যন্ত একটা ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল যে, হরত খালসা বিভাগের দেওয়ান রাজা গুজরমল সাকসেনার বদৌলতে বাদশাহের সহিত সত্যিকার একটা মিটমাট হইয়া যাইবে।

মোহাম্মদ শাহের মতি পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার চিত্ত যাহাতে নিজামুলমুল্কের প্রতি প্রসন্ন হয় তজ্জন্য খোজা মুনিস্ খুব চেষ্টা করিতে লাগিল। রাজা গুজরমল ঐ একই উদ্দেশ্যে সম্রাটের উপর চাপ দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টা অনেকটা সাফল্যের পথে অগ্রসর হইল। কিন্তু রাজা গুজরমলের হঠাৎ মৃত্যুর ফলে সমস্ত আশা ভরসা ধূলিসাৎ হইল। তাঁহার মৃত্যুর কথা নিজামুলমুল্কের কর্ণগোচর হইলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, মিটমাটের আর কোন আশাই নাই। কাজেকাজেই তিনি মুরাদাবাদের পথে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গাজীউদ্দিন খানকে ডেপুটী উজিরের পদে নিযুক্ত করা হইল।

১২ই ফেব্রুয়ারী সংবাদ পাওয়া গেল যে, আগ্রার পথে তিনি অনুপ সহরে পৌছিয়াছেন। দরবারে প্রেরিত একখানা সুদীর্ঘ পত্রে জানাইলেন যে, তিনি আগ্রা হইতে দিল্লী ফিরিয়া যাইবেন। তারপর তিনি সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাঁহার ও তাঁহার পুত্রের সুবাদারীর অধীন মালওয়া ও গুজরাট প্রদেশদ্বয় মারাঠারা আক্রমণ করিয়াছেন। কাজেকাজেই তিনি তাহাদের দমনার্থে তথায় যাইতেছেন। এর পর খুব ক্ষিপ্রগতিতে মালওয়ার অন্তর্গত উজ্জয়নী নগরীতে

গিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু তিনি উজ্জয়নী উপস্থিত হইবার পূর্বেই মারাঠারা নর্ম্মদা নদী পার হইয়া চলিয়া যায়। তৎপর তিনি দোস্ত মোহাম্মদ খাঁ রোহেলার * শাসনাধীন অঞ্চলে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার মুখোশ খুলিয়া ফেলেন এবং সরাসরি দাক্ষিণাত্যের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হন। খান্দেশ সুবার বুরহানপুরে তিনি রমজান মাসে পৌঁছেন এবং জেলকদ মাসে দাক্ষিণাত্যের রাজধানী আওরঙ্গাবাদে গিয়া উপনীত হন। (জুলাই—আগষ্ট, ১৭২৪ খৃঃ)।

দাক্ষিণাত্য হইতে নিজামুল মুল্ককে উৎখাতের প্রচেষ্টা

এ দিকে নিজামুল-মুল্কের শত্রুরা দিল্লীর দরবারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন না। হায়দরাবাদের তৎকালীন গভর্ণর মুবারীজ খানের উপর দাক্ষিণাত্যের ৬টী সুবার শাসনভার অর্পণ করিয়া একটী গোপন ফরমান জারী করা হয় এবং উহা মুবারীজ খানের পুত্র আবদুল মাবুদ খানের হস্তে সমর্পণ করা হয়। তাহা ছাড়া শাহী কোষাগার হইতে ৫ লক্ষ টাকা ও দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব হইতে আরও কয়েক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে সৈন্য সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত দাক্ষিণাত্যে নিজামুলমুল্কের ডেপুটী এওয়াজ খান এবং অন্যান্য প্রধান যথা, আবদুল গফুর খান, আবদুন্নবী খান এবং মারাঠা নেতা রাজা শাহু প্রভৃতির উপরও আদেশ জারী করা করা হইল যে, তাঁহারা যেন মুবারীজ খানের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি করেন। এদিকে জুলাই মাসে নিজামুলমুল্কের পুত্র গাজীউদ্দিন খানকে ডেপুটি উজীরের পদ হইতে বরখাস্ত করিয়া পরলোকগত মোহাম্মদ আমিন খা চীন বাহাদুরের পুত্র ইতিমদ্দৌলাহ্ কমরউদ্দিন খানকে উজীরের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল।

যে মুবারীজ খানকে এইভাবে দাক্ষিণাত্যে নিজামুল-মুল্কের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে খাড়া করা হইল, তিনিও একজন তুরাণী। তাঁহার আসল নাম খাজা মোহাম্মদ। তিনি বল্‌খের অধিবাসী ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহাকে তাঁহার মাতা হিন্দুস্থানে লইয়া আসেন। তারপর ভাগ্যক্রমে তিনি একটি রাজকীয় পদ লাভ করেন। সম্রাট আলমগীরের প্রিয়পাত্র এনায়েত উল্লাহ্ খান কাশ্মীরীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি নিজের পদমর্যাদাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। তারপর উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া তিনি হায়দরাবাদের গভর্ণরপদে নিযুক্ত হন। তাঁহাকে উপাধি দেওয়া হয় "ইমাদুল-মুল্ক, মুবারীজ খান বাহাদুর, হীজবরজঙ্গ।" প্রায় ১২ বৎসর ধরিয়া হায়দরাবাদের শাসনকর্ত্তার পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সমগ্র দাক্ষিণাত্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া শাহী ফরমান যে তাঁহার নিকট তাঁহার পুত্রের মধ্যস্থতায় পাঠাইয়া দেওয়া হয় সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তিনি মছলিবন্দরের নিকটস্থ ফুলচরি নামক জনপদ অবরোধ করিয়া তথায় যখন অবস্থান করিতেছিলেন তখন তিনি উহা শাহী ফরমান প্রাপ্ত হন। এই অবরোধ প্রায় ৮ মাস স্থায়ী হয়। অবশেষে একটি সন্ধি স্থাপিত হওয়ার পর মুবারীজ খান সৈন্যদল সহ রাজধানী হায়দরাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইতিমধ্যে দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত নিজামুল-মুল্কের ডেপুটি এওয়াজ খান হায়দরাবাদ সুবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বাঁশওয়ারা নামক একটি নগর লুণ্ঠন করেন। এই ব্যাপারে ক্রোধান্বিত হইয়া এবং তাঁহার অধীনস্থ পাঠান দলপতিদের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য তিনি অবিলম্বে আওরঙ্গাবাদ অভিমুখে অভিযান আরম্ভ করেন। সে সময় ঘোর বর্ষাকাল। তখন অনুমান তাঁহার সহিত ১৫০০০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, ৩০ হইতে ৪০ সহস্র পদাতিক বন্দুকধারী সৈন্য এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ কামান ছিল। তিনি সসৈন্যে গোদাবরী নদী অতিক্রম করিয়া বৈরারের বালাঘাটের নিকট শিবির সন্নিবেশ করেন।

ইহার কিছুকাল পূর্বে দিল্লী হইতে মুবারিজ খানের শ্বশুর এনায়েতউল্লাহ্ খান কাশ্মিরী গোপনে তাঁহার নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করেন। শাহী

* ভূপালের নবাব বা বেগম বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

ফরমানের নির্দেশ মত মুবারিজ খান যাহাতে দাক্ষিণাত্যের শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তজ্জন্যই ঐ পত্রে বিশেষ ভাবে প্ররোচনা দেওয়া হইয়াছিল। উহাতে আরও বলা হইয়াছিল যে, মুবারীজ খান যদি ঐ ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি বাদশাহের বিশেষ প্রিয় পাত্রের মধ্যে পরিগণিত হইবেন।

নিজামুলমুল্ক যখন ভূপাল অঞ্চলে অবস্থান করিতে ছিলেন, সেই সময় আওরঙ্গাবাদ হইতে পত্রযোগে জানিতে পারিলেন যে, দিল্লী দরবারের আমীর ওমরাদের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া মুবারীজ খান সমগ্র দাক্ষিণাত্যের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং হায়দরাবাদ হইতে উত্তরাভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছেন। পত্রে আভাষ দেওয়া হয় যে, মুবারীজ খান মন্তবতঃ মালওয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবেন এবং তথায় পৌছা মাত্র দিল্লী হইতে প্রেরিত সৈন্য দলও তাঁহার সহিত যোগদান করিবে এবং এই মিলিত সৈন্যদল নিজামুলমুল্কের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে। পত্রে উল্লিখিত সংবাদ কতটা সত্য তাহা তিনি যাচাই করিতেছিলেন। কিন্তু সেই সময় পূর্ব্বোল্লিখিত এনায়েতউল্লাহ খাঁর লিখিত পত্র ভাগ্যক্রমে তাঁহার হস্তে পতিত হয়। ফলে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার মনের সমস্ত সংশয় দূরীভূত হইল। তিনি ইহার প্রতিকারের জন্য তখনই বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্যে লাগিয়া গেলেন এবং বিনা বাধায় আওরঙ্গাবাদে গিয়া উপনীত হইলেন।

দিল্লীতে যখন সংবাদ পৌছিল যে, নিজামুলমুল্ক বিনা বাধায় আওরঙ্গাবাদে গিয়া পৌছিয়াছেন, তখন মোহাম্মদ শাহ বুঝিলেন যে, তাঁহার চা'ল ও এবং কৌশল ব্যর্থ হইয়াছে। তখন তিনি তাঁহার পূর্ব্বের পরিকল্পনা বাতিল করাই যুক্তি যুক্ত মনে করিলেন। তদনুযায়ী নিজামুলমুল্কের নিকট লিখিয়া পাঠান হইল যে, নিজামুলমুল্কের দাক্ষিণাত্য গমনের অভিপ্রায় যদি বাদশাহ জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে মুবারীজ খানকে দাক্ষিণাত্যের শাসন ভার প্রদানের কোন কথাই উঠিত না। কিন্তু যেহেতু নিজামুলমুল্ক মাত্র অসুস্থতার কারণে সাময়িক ভাবে দরবার পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যেহেতু তিনি দাক্ষিণাত্যের অনুর্ব্বরতা সম্বন্ধে বারবার অনুযোগ করিয়াছেন, তাই বাদশাহ দাক্ষিণাত্য শাসনের জন্য এই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উহাতে আরও লিখিত হইল যে, তাঁহার পুত্র গাজী উদ্দিন খানও দরবার ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় বাধ্য হইয়া ইতিমদ্দৌলাহ কমরুদ্দিন খানকে উজিরের পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং নিজামুলমুল্ক যেন মনে না করেন যে, তাঁহাকে উজিরের পদ হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। এর পর তাঁহাকে এই বলিয়া তোষণ করা হইল যে, সমগ্র দাক্ষিণাত্যের শাসন কর্তৃত্বভার এবং সমগ্র হিন্দুস্থানের ওজারত তাহার উপর নূতন করিয়া অর্পণ করা হইল। তিনি যত দিন খুশী দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতে পারেন এবং তাঁহার ইচ্ছামত যে কোন সময়ে দরবারেও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন।

অন্য দিকে মুবারীজ খানকেও পত্র লিখিয়া জানান হইল যে, তাঁহাকে যখন দাক্ষিণাত্যের শাসন ভার অর্পণ করা হয় তখন নিজামুলমুল্ক ছিলেন মোরাদাবাদে এবং এওয়াজ খান ছিলেন দেওগড়ে। আওরঙ্গাবাদ রক্ষা করার মত তখন কেহই ছিল না। উহা একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে এমনই নিমগ্ন রহিলেন যে, নিজামুলমুল্ক ও এওয়াজ খান বিনাবাধায়- আওরঙ্গাবাদ গিয়া সম্মিলিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার উপর যে ভার অর্পণ করা হইয়াছিল তাহার তিনি অযোগ্য প্রমাণিত হইয়াছেন। যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে নিজামুলমুল্ককে পূর্ব্বপদে বজায় রাখা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই অবস্থায় মুবারীজ খান নিজের অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া যেন কাল বিলম্ব না করিয়া দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করেন এবং আজিমাবাদ পাটনায় চলিয়া আসেন। বিহারের সুবাদারী তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট রাখা হইয়াছে।

কিন্তু এই দুই পত্র প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণরদের নিকট পৌছিবার পূর্বেই তাঁহারা অস্ত্রের দ্বারা নিজেদের বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিলেন।

শকর খেরার যুদ্ধ

রমজানের শেষ ভাগে (২১ শে জুন) নিজামুলমুল্ক আওরঙ্গাবাদ পৌছিয়াছিলেন। তথায় পৌছিয়া তিনি মুবারীজ খানের নিকট একখানা দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিলেন। মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরের রক্তপাত যে কত বিসদৃশ ব্যাপার এবং কত ক্ষতিকর তাহার বিশদ বর্ণনা প্রদান করিয়া উহাতে বলা হইল যে, তাঁহারা উভয়েই একই দেশবাসী, একই ধর্ম্মাবলম্বী। তাহা ছাড়া মোহাম্মদ শাহের কার্য্যকলাপ বালক সুলভ চপলতার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং তাঁহার এই নির্দ্দেশের উপর মুবারীজ খান যেন বিশেষ গুরুত্ব প্রদান না করেন। তাহা ছাড়া আরও লিখিত হইল যে, নিজামুলমুল্ক যে সব সংবাদ পাইতেছেন, তাহাতে তাঁহার অন্য কোন সুবার ভারপ্রাপ্ত হওয়া একরূপ সুনিশ্চিত। কিন্তু যত দিন ঐ রকম কোন ফরমান না আসিতেছে তত দিন নিজামুলমুল্ক দাক্ষিণাত্য ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। কারণ সেরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার সৈন্য দল ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে এবং উহার ফলে তাঁহার সর্বনাশ সাধিত হইবে। নিজামুলমুল্ক তাই মুবারীজ খানকে অনুরোধ জানাইলেন যে, তিনি যেন হঠকারিতা না করিয়া কিছুকাল ধৈর্য্য ধরিয়া অবস্থান করেন। নিজামুলমুল্ক অন্য সুবার শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া তথায় চলিয়া গেলে, মুবারীজ খান বিনা যুদ্ধে ও বিনা বাধায় আওরঙ্গাবাদ দখল করিতে পারিবেন।

নিজামুলমুল্কের এই বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশ বাণীতে কর্ণপাত করিলে তাহার ফল খুবই ভাল হইত। কিন্তু ইহাতে মুবারীজ খানের আত্মম্ভরিতায় আঘাত লাগিল। তিনি ধারণা করিলেন যে, এখন যদি তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে কাপুরুষ বলিয়া তাঁহার অখ্যাতি রটিবে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, একবার মুবারীজ খান যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইবার দিকেই ঝুকিয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু যখন পাঠান সর্দারেরা তাঁহাকে দোষারোপ করিলেন যে, তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর খাতিরে তাঁর প্রভুর বিপক্ষতাচরণ করিয়া নিমকহারামীর পরিচয় দিতেছেন, তখন তিনি যুদ্ধ করিতেই মনস্থ করিলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

অন্য পক্ষে নিজামুলমুল্কও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির ব্যাপারে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেন না। বর্ষা শেষ হইবার পূর্বে যুদ্ধে জড়িত হইতে এওয়াজ খান ও গিয়াস খান মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু নিজামুলমুল্ক তাঁহাদের উপেক্ষা করিলেন। তিনি বলিলেন, যতই বিলম্ব করা হইবে ততই তাঁহার বিরোধী পক্ষ অধিক শক্তি সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইবে। অবশেষে প্রবল ঝড়, বৃষ্টি, মুহুর্মুহু বজ্রপাত ও বিদ্যুত চমকানী উপেক্ষা করিয়া ৩রা সেপ্টেম্বর (১৭২৪ খৃষ্টাব্দ) ৬ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ নিজামুলমুল্ক বহির্গত হইলেন। অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ও বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি শীঘ্রই মুবারীজ খানের শিবির হইতে মাত্র ১২ ক্রোশ দূরবর্তী একস্থানে উপনীত হইলেন।

২।৩ দিন পর্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডযুদ্ধ হইল। অবশেষে ১১ই অক্টোবর তারিখে তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম শুরু হইল।

নিজামুলমুল্ক তাঁহার সৈন্য দলকে মোটামুটি ২ ভাগে বিভক্ত করিয়া একটীর ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন এবং অন্যটীর ভার এওয়াজ খানের উপর অর্পণ করিলেন। যথাযথভাবে ব্যূহ রচনা করার পর কেন্দ্র স্থল, দুই পার্শ্ব, পশ্চাদ ভাগ, অগ্রভাগ প্রভৃতির নেতৃত্বভার বিভিন্ন সেনানায়কের উপর অর্পিত হইল। নিজামুলমুল্ক স্বয়ং কেন্দ্রের ভার গ্রহণ করিলেন। বাজীরাও এবং আরও জনকয়েক মারাঠা সেনানীর অধীন যে ৭।৮ হাজার মারাঠা সৈন্য তাঁহার পক্ষে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের নেতৃত্ব ভার তুর্কতাজ খানের উপর ন্যস্ত করা হইল।

অন্য দিকে মুবারীজ খানও তাঁহার সৈন্য দলকে যথাবিধি সন্নিবেশিত করিলেন। বিভিন্ন অংশের ভার বিভিন্ন সেনানায়কের উপর অর্পণ করা হইল। তাঁহার পক্ষে মারাত্মক ত্রুটী হইল এই যে, তাঁহার বড় কামানের বিশেষ অভাব ছিল।

নিজামুলমুল্ক এই কড়া হুকুম জারী করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে সঙ্কট জনক পরিস্থিতি দেখা না যাওয়া পর্যন্ত

বৃহৎ কামানগুলি হইতে যেন গোলা ছুঁড়া না হয়। কামানগুলিকে শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া তিনি মুবারীজ খানের পক্ষ হইতে আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময় দুই সৈন্য দলের মাঝখানে মাত্র মাইল খানেকের ব্যবধান। আবার উহার মধ্য দিয়া একটা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিত। উহার গর্ভ আঠাল কর্দমে পূর্ণ। অবশেষে মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইবার পর নিজামুলমুল্কের বাম পার্শ্বে অবস্থিত এওয়াজ খানের সেনা বাহিনীর উপর আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য মুবারীজ খান হুকুম দিলেন। আক্রমণকারী সৈন্য দল উপরোল্লিখিত স্রোতস্বতী তীরে উপস্থিত হইবার পর তাহাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়া গেল। এই সময় বিপরীত পক্ষ হইতে মুহুর্মুহু কামানের গোলা বর্ষিত হইতে থাকায় বহু সৈন্য হতাহত হইল। কিন্তু এসব উপেক্ষা করিয়া তাহারা নদী অতিক্রম করিয়া গিয়া ভীম বেগে এওয়াজ খানের সৈন্যগণের উপর আপতিত হইল। ভাগ্যক্রমে তৎক্ষণাৎ এওয়াজ খানের সাহায্যার্থে নূতন সৈন্য দল আগমন করে। এই সময় মুবারীজ খানের নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে তাঁহার অন্যতম প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ গালীব খান নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণে তাঁহার মুখমণ্ডলে কোনই বৈলক্ষণ দেখা গেল না। তিনি শুধু ধীর ভাবে এই কথাই বলিলেন, "এই অবশ্যম্ভাবী পরিণামের জন্য আমিও প্রস্তুত হইয়াই রহিয়াছি।"

ঠিক ঐ সময় দেখা গেল মুবারীজ খানের পুত্র আসাদ খানের হস্তী ছুটিয়া পলায়ন করিতেছে। ইহাতে মুবারীজ খাঁ বলিয়া উঠিলেন "কি! আসাদ খাঁ, পলাতক!" আসাদ খাঁ উত্তরে বলিয়াছিলেন, "এ দোষ আমার নহে। আমি পলাইতেছি না। হস্তী ভীত হইয়াছে; তাই পলায়ন করিতেছে।" উত্তরে মুবারীজ খান ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "যদি হস্তী পলায়ন করে, তাহা হইলে হস্তী পৃষ্ঠ হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড় এবং তোমার প্রভুর প্রতি যে কর্ত্তব্য আছে তাহা পালন কর।" যাহা হউক, বহু কষ্টে হস্তীর মাহুত হস্তীটীকে ফিরাইয়া লইয়া আসিতে সমর্থ হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া অবিশ্রান্ত ভাবে তীর ও গুলি বর্ষণের ফলে আসাদ খানত বটেই, মুবারীজ খানের অন্য পুত্র মাসুদ খানও নিহত হইলেন। এই সংবাদ মুবারীজ খানের নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, "আল্লাহতালার অশেষ শোকর যে, তরুণ বয়স হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি পরাজয় বরণ করি নাই। আহত বা নিহত হওয়া আমাদের অমোঘ পরিণাম। যুদ্ধ ক্ষেত্রে অকুতোভয়ে বীরের মত মৃত্যু বরণ করার মধ্যেই আমাদের মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। আসাদ ও মাসুদ সেই পথেই এই পার্থিব জীবন শেষ করিয়াছে। আমার "মুবারীজের" (অর্থাৎ শৌর্য্য বীর্য্যের আর কি প্রয়োজন আছে?" এই কথা বলিয়া তিনি হস্তী চালনা করিয়া বিপক্ষ দলের ব্যূহ অভ্যন্তরে অমিত তেজে প্রবেশ করিলেন। প্রায় ১ ঘণ্টা কাল ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া শরীরের বহু স্থানে তিনি গুরুতর ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হন। প্রভূত রক্তক্ষয়ে তাঁহার শক্তি স্তিমিত হইয়া আসে। ফলে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। কিন্তু মূর্চ্ছা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তীর ধনুক লইয়া আবার যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন। তাঁহার হস্তীর মাহুত নিহত হওয়ায় তিনি নিজেই হস্তী চালনা করিতে থাকেন। কিন্তু এত করিয়াও শেষ রক্ষা হইল না। সূর্য্যাস্তের ১ ঘণ্টা পূর্বেই তিনি এবং তাঁহার পক্ষীয় প্রধান প্রধান সেনানীরা সকলেই নিহত হইলেন।

এই ভীষণ যুদ্ধে মুবারীজ খানের পক্ষীয় ৩৫০০ লোক নিহত হয়। উহার "হস্তীতে আরোহণকারী" প্রধান প্রধান সেনানীদের সংখ্যাই প্রায় চল্লিশ। মুবারীজ খানের অন্য দুই পুত্র যথা—মাহমুদ খান ও হামীদউল্লাহ খানও আহত হইয়া বন্দী হন। নিজামুলমুল্কের পক্ষে যে ক্ষতি হয় তাহা অকিঞ্চিৎকর। দুই একজন ছাড়া প্রধান সেনানীদের মধ্যে কেহ নিহত হন নাই।

—ক্রমশঃ।

পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য সমস্যা

—অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী
এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আদর্শ সচেতন সাহিত্যিক ও সাংগঠনিক সমস্যা

পূর্ব পাকিস্তানের আদর্শ সচেতন লেখক ও শিল্পীরা বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় নানা সামাজিক সংগঠনের কর্মেও লিপ্ত হতে বাধ্য হচ্ছেন। আদর্শবাদী লেখকদের অনেকেই বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠানিক ব্যাপারে নিজেদের-কে ব্যাপৃত রেখে নিজেদের প্রতিভাকে সঠিকভাকে কাজে লাগাতে পারছেন না। যতদিন রাজনীতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলো আদর্শবাদী পেশাদার রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবীদের দ্বারা পরিচালিত না হচ্ছে ততদিন সাহিত্য ও তমদ্দুন-কর্মীদেরকে বিবিধ সামাজিক সংগঠনে কমবেশী অংশ গ্রহণ করতেই হবে। পাকিস্তানের মূল আদর্শে বিশ্বাসীদের বৈজ্ঞানিক সংগঠন গড়ে উঠ্‌লেই আদর্শবাদী সাহিত্যিকদের এক বৃহত্তর অংশ সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যকার্যে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন। অদূর ভবিষ্যতে যে কোন উপায়েই সাহিত্যিকদেরকে সমস্ত সামাজিক ও রাজনীতিক সংগঠন থেকে দূরে সরে থাকতে হবে। নইলে সাহিত্যের বন্ধ্যাত্ব বিদূরিত হওয়া অসম্ভব বলেই আমাদের ধারণা।

সাহিত্যিকদের বৃত্তিগত সমস্যা

পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিকদের বৃত্তিগত সমস্যাও এর সংগে বিবেচনা করতে হবে। সাহিত্যিকরা যদি সাহিত্য-কেই নেশা হিসেবে অবলম্বন করতে না পারেন, তাহলে অর্থনীতিক কারণে গৃহীত পেশাতে কৃতিত্ব দেখিয়ে অবসর কালে সাহিত্য রচনায় হস্তক্ষেপ করলে তাতে রচিত সাহিত্যে প্রতিভার ছাপ পড়তে পারে না। শিথিল মনন নিয়ে কর্মক্লান্ত সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবেন এরূপ আশা করাই বৃথা। অধিকন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে রুচিগত বিতৃষ্ণা থাকলে অনেক সময় সাহিত্য-প্রবণতাই বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষণের জন্যে যাতে সাহিত্যিককে সাহিত্য-সম্পর্ক-শূন্য বৃত্তি অবলম্বন করতে না হয় তার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে হবে।

প্রকাশক সমস্যা

পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত-পুস্তক প্রকাশ করবার প্রকাশকের বড়ই অভাব। যে সাহিত্য-পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হবে, তার অবিশ্যি প্রকাশক পাওয়া দুষ্কর নয়। তাই দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রভাব-শালী ব্যক্তিদের বই প্রকাশকরা আনন্দিত চিত্তে প্রকাশ করতে রাজী হন। শিক্ষা বিভাগের উপরিতন কর্মচারীদের লিখা প্রকাশ করবার জন্যে প্রকাশকরা উন্মুখ হয়ে থাকেন, এ প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু দরিদ্র প্রতিভাশালী উদীয়মান কবি, প্রবন্ধকার ও কথাসাহিত্যিকের রচনা একেবারেই অবহেলিত। কবিতা ও প্রবন্ধের প্রকাশক নেই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয়না। গল্প, বিশেষ করে উপন্যাসের "কপিরাইট" বিক্রি করে দিয়ে তবে সাহিত্যিকরা প্রকাশক খুঁজে পান। বাজারে "সর্বসত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত" গল্প উপন্যাসের বই প্রতি বছরই কিছু কিছু বের হচ্ছে। সে সবগুলোর প্রকাশনা মান এতই নিম্নে যে তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

পাঠকের রুচিগত সমস্যা

সংগে সংগে সদ্‌পাঠকের অভাব এবং সাধারণ পাঠকের রুচিবিকৃতির কথাও ভাবতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজেও বই কেন্‌বার ও পড়বার লোকের একান্ত অভাব। শহরবাসী রসবিলাসী ব্যক্তিদের কিছু কিছু বইকেনার অভ্যাস রয়েছে বটে, কিন্তু তারা যে বই কিনে তা প্রায়ই সস্তা চটকদার গল্প-উপন্যাস। তাও আবার পূর্ব পাকিস্তানের নয়, কলকাতার ভাগীরথী পারের। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য কিছুমাত্র না পড়েও তারা অবজ্ঞামিশ্রিত নক্কারজনক মন্তব্য করতে ছাড়ে না। অধিকাংশ তরুণ তরুণীদের প্রিয় পাঠ্য হচ্ছে হীন-প্রবৃত্তির উত্তেজক ও অশ্লীল পত্র-পত্রিকা। অধি-কাংশই যৌন কিংবা সিনেমাপত্র। এতে লেখার চেয়ে ছবিই থাকে বেশী—প্রায় নগ্ন বা অর্ধনগ্ন সিনেমা অভিনেতা-অভিনেত্রীর বিচিত্র ভংগিতে উঠানো সব ছবি। হিন্দী-সিনেমার বদৌলতে রুচিশীল গল্প-উপন্যাসে পড়বার প্রয়ো-

জনীয়তাও ক্রমশঃ কমে আসছে। পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ-তরুণীদের এইরূপ রুচিবিকার এখানকার নতুন সাহিত্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। এর প্রভাবও আমরা দেখছি। পূর্ব পাকিস্তানের দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলোও ছায়াছবি বিভাগ খুলছে। পাঠকের রুচিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা হচ্ছে না বরং তাদের বিকৃত রুচির সমর্থন যোগানো হচ্ছে। পত্র-পত্রিকা পরিচালকদের ব্যবসায়ী মনোভাব বর্জন করে জাতীয়-সাহিত্য ও সাহিত্য-রুচি গড়ে তোলার উদ্যোগে সামিল হতে হবে। প্রসংগতঃ এখানে সাহিত্য-সমালোচকের দায়িত্বের কথাও এসে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানে সমালোচনা-সাহিত্য আজো গড়ে উঠেনি। সাহিত্যের বিকাশ ও বৃদ্ধির জন্যে সুষ্ঠু সমালোচনার একান্ত প্রয়োজন একথাও আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে।

লেখকদের পারিশ্রমিক সমস্যা

পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্য ও সংস্কৃতিপত্রের একান্তই অভাব। মাহে নও, মোহাম্মদী, তর্জুমানুল হাদীছ, সৈনিক, দ্যুতি, স্পন্দন, তাহযিব, নওবাহার, ইমরোজ, দিলরুবা, কাফেলা, সওগাত, শাহীন, বেগম, খাওয়াতীন, হুল্লোড়, আলাপনী প্রভৃতি বর্তমান ও অধুনালুপ্ত যে সব পত্রিকার নাম করা যেতে পারে কোনটাতেই লেখকদের পারিশ্রমিক বড় একটা দেওয়া হয়না। সরকারী পত্রিকা মাহে নও এর ব্যতিক্রম বটে, কিন্তু সেখানে কোটারী ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে, ফলে মাহে নও এর একটা বিশেষ ক্ষুদ্রগোষ্ঠী ছাড়া সাধারণ লেখকরা তার ফলভোগ করতে পারছেনা। পূর্ব পাকিস্তানের সকল পত্রিকায় লেখকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

সাহিত্য সংগঠন ও রেনেসাঁ আন্দোলন

পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে আজ যে নৈরাজ্য চলছে, তা দূরীকরণের জন্যে আজ প্রয়োজন হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সমবায়ে গঠিত একটি শক্তিশালী সাহিত্য প্রতিষ্ঠান। পূর্ব পাকিস্তানে একটা বলিষ্ঠ সাহিত্য-আন্দোলন এবং ব্যাপক সাহিত্য-প্রকাশনার দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানটিকে বহন করবার যোগ্যতা হাসেল করতে হবে। নবগঠিত বাংলা একাডেমী উপযুক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করলে হয়তো এই অভাব মেটাতে পারবে।

পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে একটা নতুন রেনেসাঁ আনার কথা বহুবার বিঘোষিত হয়েছে। পাকিস্তান জন্মের পূর্বে বংগীয় মুসলিম সাহিত্য-সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি প্রভৃতি সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান এই উদ্দেশ্যেই গড়ে উঠেছিলো। পাকিস্তান অর্জনের পর পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি পুনর্গঠিত হয়েছিলো শুনেছি, কিন্তু বোধ করি আদর্শগত দ্বন্দ্বে তার তৎপরতা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, পাকিস্তান মজলিস, পূর্ববংগ লেখকসংঘ প্রভৃতি যে সব পাকিস্তানবাদী সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদেরও সেই একই উদ্দেশ্য। আজ এই সব বিচ্ছিন্ন সাংগঠনিক প্রচেষ্টাকে এককেন্দ্রে মিলিত করতে হবে।

আমরা যদি আমাদের লক্ষ্যে স্থির থাকি, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন সাহিত্য গড়ে উঠবেই। সে সাহিত্যে পূর্ব পাকিস্তানের অগণিত চাষী, তাঁতী, জেলে, শ্রমিক প্রভৃতি মেহনতী জনতার বর্তমান জীবনালেখ্য যেমন ফুটে উঠবে, তেমনি সত্য, কল্যাণ ও সুন্দরের বিরোধী অশিক্ষা, দুর্ভিক্ষ ও দুর্নীতির প্রতিরোধব্যূহ রচনা করার জন্যে সমাজ-সচেতন সাহিত্যিকরা কাব্যে, গাঁথায়, আখ্যানে ইছলামের আদর্শে চিরন্তন আহ্বান জানিয়ে যাবেন।

ঐতিহ্য ও ব্যক্তিমনীষা

টি, এস, ইলিয়ট "ঐতিহ্য ও ব্যক্তিমনীষা" সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন আমাদের তা মনে রাখার যোগ্য। তিনি বলেছেন একটা জাতি যখন তার অতীত ঐতিহ্যের সংগে যুক্ত হয়, তখনই তার মধ্যে ব্যক্তিমনীষার উন্মেষ ঘটে। আমরা যদি মহান ইসলামের শান্তিবাদী ও মানবকল্যাণের আদর্শের সংগে মিলিত হতে পারি তাহলে আমাদের মধ্যে শক্তিমান প্রতিভাধর সাহিত্যকারের জন্ম হবেই।

আইরিশ সাহিত্য আন্দোলনের শিক্ষা

পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে আমরা আইরিশ সাহিত্য-পুনর্জীবন থেকে যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আইরিশ সাহিত্য ইংল্যাণ্ডীয় ইংরাজী সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্ররূপে গড়ে উঠেছে কেন? এ জন্যে যে 'আইরিশ জাতি' নিজেদেরকে ইংরাজদের থেকে স্বতন্ত্র বলে বুঝেছিলো এবং এই বোধকে যেমন তারা রাষ্ট্রীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে, তেমনি তারা তা সাহিত্যে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা পেয়েছে। তাই তাদের সাহিত্য নতুন ভাবে গড়ে

Contents

হাদিছ লিখনের প্রাথমিক ইতিহাস

আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন—বাসুদেবপুরী।

রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগে বিভিন্ন ছাহাবা কর্তৃক লিখিত হাদিছের বিবরণ

ছাহাবাগণ যদিও বেশীর ভাগ রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদিছ মৌখিক রেওয়ায়ত করিতেন তথাপি তাঁহাদের নিকট বহু লিখিত হাদিছের যখিরা মওজুদ ছিল। আমরা নিম্নে সেই লিখিত দফ্‌তরগুলির বিবরণী কিছু কিছু 'তর্জুমানুল-হাদীছের' পাঠকবৃন্দের খেদমতে উপস্থাপিত করিব।

(১) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আম্‌র-বিনুল্-আ'ছ (রাঃ) কতিপয় হাদিছ সংগ্রহ করিয়া উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং উহার নাম "ছাদেকা" (صادقة) রাখিয়াছিলেন। উহাতে প্রায় সহস্রাধিক হাদিছ মওজুদ ছিল।

(بخاری - اصابہ - طبقات ابن سعد)

(২) হযরত আলী (রাঃ) কতিপয় হাদিছ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট হইতে অত্র ছহিফা ও কোরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিপিবদ্ধ করি নাই।

(ابوداود - کتاب الحدود)

(৩) হযরত আনছ (রাঃ) অনেকগুলি হাদিছ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

(بخاری - تدریب الراوی)

(৪) লিখিত আহকাম ও হোদায়বিয়া সন্ধির একরারনামা ও ফরমান হযরত রছুলুল্লাহ (দঃ) যাহা বিভিন্ন কবিলা সমূহের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(ابن ماجہ - طبقات ابن سعد)

(৫) রছুলুল্লাহ (দঃ) ইছলামের দিকে আহ্বান সূচক যে সমস্ত পত্রাদি সম্রাট ও ওমারার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। (بخاری - تذکرۃ الحفاظ)

(৬) মক্কা বিজয়ের দিন রছুলুল্লাহ (দঃ) যে খোৎবা প্রদান করেন এবং যাহা আবু শাহ্ ইয়ামানীর জন্য লিখিত হইয়াছিল। (بخاری - ابوداود)

(৭) "কিতাবুছ্‌ছদাকা" যাহা রছুলুল্লাহ (দঃ) বাহ্‌রায়নের গভর্ণর আবুবকর বিন হযম (রাঃ) ছাহাবীর নামে লিখাইয়াছিলেন। উহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল দুই। উহাতে যাকাতের আহকাম সন্নিবেশিত ছিল। উহা বিভিন্ন ওমারার নিকটও প্রেরিত হইয়াছিল।

(دار قطنی)

(৮) যাকাত আদায়কারীগণের নিকট "কিতাবুছ্‌ছদাকা" (کتاب الصدقة) ব্যতীত আরও কতিপয় আহকাম লিখিত ছিল। (دار قطنی)

(৯) হযরত আমর বিন্ হযম (রাঃ)কে যে সময় ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়, সেই সময় তাঁহার জন্য একখানা ফরমান লিখিত হইয়াছিল। উহাতে ফরায়েয, ছদকাত, দিয়াত, তালাক, ইতাক, নমায ও কোরআন স্পর্শ করা ইত্যাদি বিষয় হুকুম সমূহ লিখিত ছিল।

(کنزل العمال - مسند احمد بن حنبل - مستدرک)

(১০) আবদুল্লাহ বিন্ হাকিম (রাঃ) ছাহাবার

(২৭৩ পৃষ্ঠার পর)

উঠেছে। ইংরাজীভাষী হওয়া সত্ত্বেও আইরিশরা যেমন নতুন জাতি বলে পরিগণিত হইয়াছে, তেমনি ইংরাজীভাষী হওয়া সত্ত্বেও মার্কিণরা সতন্ত্র জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং আমরা পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণ যে নতুন চেতনা অর্জন করেছি, তাকে যদি রূপমণ্ডিত করতে পারি তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য আদর্শিক সমস্যা ও সংঘাত থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন ভাবে সঞ্জীবিত হয়ে উঠ্‌বেই। পূর্ব পাকিস্তানীরা যেমন রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত করবে তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে।

নিকট রছুলুল্লাহর (দঃ) একখানি মূল্যবান পত্র সুরক্ষিত ছিল। উহাতে মৃত জীবজন্তু সম্বন্ধে আহকাম লিপিবদ্ধ ছিল। (معجم صغير للطبرانى)

(১১) অয়েল বিন্ হজর (রাঃ) ছাহাবাকে হযরত (দঃ) নমায, রোযা, সুদ, শরাব প্রভৃতি সম্বন্ধে আহকাম লিখাইয়া দিয়াছিলেন। (معجم صغير)

(১২) যোহ্হাক বিন্ ছুফ্য়ান (রাঃ) নামক ছাহাবার নিকট হযরত (দঃ) কর্তৃক লিখিত একখানা হিদায়ত নামায় নিহত ব্যক্তির স্ত্রীকে স্বামীর দিয়াত প্রদান করিবার ফরমান লিপিবদ্ধ ছিল। (ابوداود)

(১৩) হযরত মআয্ বিন জবলের (রাঃ) নিকট একখণ্ড লিখিত ফরমান ইয়ামান প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। উহাতে শাক্, সব্যী তরকারীর উপর যে যাকাত নাই এই আহকাম লিপিবদ্ধ ছিল। (دار قطنى)

(১৪) মক্কা-শরিফের ন্যায় মদিনা-শরিফে হরম রহিয়াছে। এতদ্সম্বন্ধীয় হযরতের (দঃ) লিখিত বাণী রাফে' বিন্ খোদায়জের নিকট বিদ্যমান ছিল। (مسند احمد)

(১৫) হযরত আবদুল্লাহ বিন্ মছউদ (রাঃ) একখানি "মজমুয়া" (مجموعة) (কতিপয় হাদিছের সমষ্টি) লিখিয়াছিলেন। সেই পুস্তিকাখানি তাঁহার পুত্রের নিকট সুরক্ষিত ছিল। (جامع)

(১৬) হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) নিকট হাদিছের এক দফ্তর লিখিত ছিল। উহাতে ২৪৭ এরও অধিক হাদিছ লিপিবদ্ধ ছিল।

(فتح البارى - تدوين حديث)

(১৭) হযরত ছা'দ বিন ওবাদা (রাঃ) একখণ্ড হাদিছের দফ্তর সংকলন করিয়াছিলেন। উহা কয়েক পোশ্ত পর্য্যন্ত তাঁহার খান্দানে সুরক্ষিত ছিল। উক্ত মজ্মুয়াখানির নাম "কিতাব ছা'দবিন্ ওবাদা" (كتاب سعد بن عبادة) রাখা হইয়াছিল।

(مسند احمد)

(১৮) ছা'দবিন্ রাবী আন্ছারী (রাঃ) কতকগুলি হাদিছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (اسد الغابة)

(১৯) ছমরা বিন্ জনদব (রাঃ) নামক ছাহাবা একখণ্ড হাদিছের গ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন।

(تهذيب التهذيب)

ছহিহ বোখারীর ১ম খণ্ড ২২ পৃষ্ঠায় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তিনি বলিয়াছেন,

ما من اصحاب النبى صلعم احد اكثر حديثا
عنه منى الا ما كان من عبدالله بن عمرو فانه
كان يكتب ولا اكتب الخ -

অর্থাৎ "ছাহাবগণের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন আম্র বিনুল আছ (রাঃ) ব্যতীত অপর কাহারও নিকট হযরতের (দঃ) হাদিছ আমাপেক্ষা বেশী নাই। তাঁহার নিকট এত বেশী হাদিছ থাকিবার কারণ এই যে, তিনি হাদিছ লিপিবদ্ধ করিতেন, আর আমি লিখিতামনা।" এতদ্স্বত্বেও আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিছের সংখ্যা আবদুল্লাহ বিন্ আম্র-বিনুল আ'ছ (রাঃ) অপেক্ষা বেশী। অথচ বর্ণিত রেওয়ায়ত মতে হযরত আবদুল্লা বিন্ আম্রের রেওয়ায়ত বেশী হওয়া উচিত ছিল। হাফেয ইব্নে হজর "ফতহুল্ বারীতে" ইহার কয়েকটী মোহাক্কেকানা জওয়াব প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী উত্তর এইযে, আবদুল্লাহ বিন্ আম্র (রাঃ) অধিকাংশ সময় এবাদতে মশ্গুল থাকিতেন। শিক্ষাদান এবং হাদিছ বর্ণনা অতি অল্পই করিতেন। অধিকন্তু তিনি মিছর, তায়েফ প্রভৃতি স্থানে অধিক কাল অবস্থান করিতেন। সেখানে হাদিছ শিক্ষার্থীগণের জন্য হাদিছ শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা ছিলনা।

হযরত আবুহোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আম্র (রাঃ) নিজ হস্তে হাদিছ লিপিবদ্ধ করিতেন এবং মৌখিক কণ্ঠস্থও করিয়া লইতেন। আর আমি কেবল কণ্ঠস্থ করিয়া লইতাম, লিপিবদ্ধ করিতামনা।

হযরত আবদুল্লা বিন্ আম্র (রাঃ) রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট লিখিবার অনুমতি প্রার্থনা করায় হযরত (দঃ) তাঁহাকে অনুমতি দান করিয়াছিলেন।

(طحاوی ২য় খণ্ড ৩৮৪ পৃঃ ও مسند احمد - مجمع الزوائد (১) ১৫১ পৃঃ।

হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আম্‌র (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—বিদ্যাকে আয়ত্তাধীন কর। হযরত আবদুল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লার রছুল! বিদ্যাকে কি প্রকারে আয়ত্তাধীন করা যাইতে পারে? হযরত (দঃ) বলিলেন—"লিখনী দ্বারা"। (مجمع الزوائد - ১ম খণ্ড ১৫১ পৃষ্ঠা)।

আবু দাউদ ২য় খণ্ড ৭৭ পৃষ্ঠায় ও দারেমী ৬৮ পৃষ্ঠায় স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আম্‌র (রাঃ) বর্ণনা করিতেছেন যে, আমি হযরত রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ পবিত্রবাণী যাহা শ্রবণ করিয়াছি উহা স্মরণ রাখিবার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছি। কোরায়শগণের কেহ কেহ আমাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলিতেন। তাঁহারা বলিতেন যে, হযরত রছুলুল্লাহ মানুষ ছিলেন, সুতরাং অনেক সময় অনেক কথা ক্রোধান্বিত অবস্থায় বলিয়া থাকিতে পারেন। এই হেতু হাদিছগুলি লিখিওনা। আমি তাঁহাদের কথায় নিবৃত্ত হইলাম বটে কিন্তু হযরত (দঃ) সান্নিধ্যে এতদ্‌বিষয় আলোচনা উপস্থাপিত হইলে হযরত (দঃ) বলিলেন, "তুমি লিখিয়া লও" এবং স্বীয় চেহারা মোবারকের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "ইহা দ্বারা কোন অবস্থায় অসত্য ও ভ্রান্তিমূলক কথা বাহির হয়না।" উপরোক্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য এইযে, হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আম্‌র (রাঃ) হযরত রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবদ্দশায় তাঁহার যাবতীয় হাদিছগুলি তাঁহারই আদেশ ও অনুমত্যানুসারে লিখিয়া লইতেন। তাঁহার এই উক্তি—كنت اكتب كل شئ হযরতের (দঃ) প্রমুখাৎ প্রত্যেক কথা যাহা শ্রবণ করিতাম লিপিবদ্ধ করিয়া লইতাম।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হাদিছ লিখনের যে ছিলছিলা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি উহা বরাবর জারী রাখিয়াছিলেন। এই প্রকারে তাঁহার নিকট হাদিছের এক বিরাট দফ্‌তর প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তিনি উহার নাম "ছাদেকা" (صادقة) রাখিয়াছিলেন। হাদিছের এই দফ্‌তরের সহিত তাঁহার এত প্রগাঢ় আসক্তি ছিল যে, তাঁহার পক্ষে কোন অবস্থায় উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভবপর ছিলনা। তিনি বলিতেন :— مايرغبنى فى الحيوة الا الصادقة একমাত্র এই ছাদেকা গ্রন্থখানিই আমাকে জীবিত রাখিবারইচ্ছা বলবত রাখিতেছে যদি ইহা না হইত তবে আমার জীবিত থাকার আদৌ ইচ্ছা থাকিত না। অতঃপর তিনি স্বয়ং এই উক্তি দ্বারা ছাদেকার পরিচয় প্রদান করিতেছেন—

فاما الصادقة فصحيفة كتبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم -

অর্থাৎ ছাদেকা একখানি ছহিফা (দফ্‌তর) বিশেষ, উহা আমি হযরতের (দঃ) নিকট হইতে শ্রবণান্তর লিপিবদ্ধ করিয়াছি। (دارمى ৬৮ পৃঃ)

হাদিছের এই বিরাট দফ্‌তর খানিতে কত হাদিছ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল তাহা হযরত আম্‌রের (রাঃ) নিজস্ব উক্তি হইতেই শোনা যাক। তিনি বলিতেছেন, আমি হযরতের (দঃ) পবিত্র মুখ নিঃসৃত কেবলমাত্র সহস্রাধিক উপমা (امثال) স্মরণ রাখিয়াছি। (عينى (১) ১৮ পৃঃ)

ইবনে মঈন হইতে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আম্‌রের কতকগুলি গ্রন্থ তাঁহার পৌত্র শোয়ায়বের হস্তগত হয়। শোয়ায়ব উক্ত গ্রন্থগুলি হইতে বহু হাদিছ রেওয়ায়ত করিতেন।

(تهذيب التهذيب ৫৪ পৃষ্ঠা - تهذيب التهذيب)

হাদিছের গ্রন্থ সমূহে আম্‌র বিন্ শোয়ায়ব তাঁহার পিতা হইতে, তিনি নিজ দাদা হইতে এইরূপ সংলগ্ন সূত্রের সহিত যতগুলি হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সমস্তগুলি হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আম্‌রের এই ছহিফা হইতে গৃহীত। تهذيب التهذيب গ্রন্থে হযরত আম্‌রের বর্ণনায় বিভিন্ন মোহাদ্দেছিন ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আম্‌রের ছহিফাখানি হযরত শোয়ায়বের পর তদীয় পুত্র আম্‌রের নিকট থাকে। তিনি উহা

হইতে হাদিছগুলি স্বীয় পিতার মধ্যবর্তিতায় রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগে বিভিন্ন ছাহাবা কর্তৃক হাদিছ লিখন।

হযরত নবীয়ে করিমের (দঃ) জীবদ্দশায় একমাত্র আবদুল্লাহ বিন্ আমরই যে হাদিছ লিপিবদ্ধ করিতেন তাহা নহে। স্বয়ং তিনি বর্ণনা করিতেছেন—

بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب اذ سئل رسول الله صلعم اى المدينتين تفتح اولا قسطنطنيه او رومية الخ -

এক দিবস আমরা হযরত রছুলুল্লাহর (দঃ) চতুষ্পার্শে উপবেশন পূর্ব্বক হাদিছ লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম, সেই সময় কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কনষ্টান্টিনোপল ও রোম এতদুভয়ের মধ্যে কোনটা সর্বাগ্রে বিজিত হইবে? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন—হেরকাল (হিরাক্লিয়াস) সম্রাটের রাজ্যে ইছলামের বিজয় ঝাণ্ডা সর্বাগ্রে উত্থিত হইবে।

(سنن دارمى ৬৮ পৃঃ)

এই রেওয়ায়তে— بينما نحن حول رسول الله صلعم نكتب الخ শব্দ হইতে পরিষ্কার অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার সহিত এক জামাত লোক লিখিতেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহর (রাঃ) অপর এক বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, যখন তিনি হাদিছ লিখিতে আরম্ভ করেন নাই, সেই সময়েও কোন কোন ছাহাবী হাদিছ লিপিবদ্ধ করিতেন। তাঁহার এই বর্ণনা مجمع الزوائد গ্রন্থের (২) ১৫২ পৃষ্ঠায় এইরূপ বর্ণিত আছে যে, হযরত রছুলুল্লাহর (দঃ) খেদ্‌মতে কতিপয় ছাহাবা বসিয়াছিলেন, আমিও তাহাদের সহিত উপস্থিত ছিলাম। হযরত (দঃ) সেই সময় এই উক্তি করিলেন— من كذب على متعمدا فليتبوء مقعده من النار "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার নামে মিথ্যা হাদিছ বর্ণনা করিবে সে যেন নিজ স্থান জাহান্নামে প্রস্তুত করিয়া লয়"। যখন আমরা তথা হইতে উঠিলাম, সেই সময় আমি ছাহাবাগণকে বলিলাম—আপনারা হযরতের (দঃ) এই কঠোর উক্তি শ্রবণ করার পরও কি প্রকারে হাদিছ বর্ণনা করিতে সাহসী হইবেন? তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন—ভ্রাতুষ্পুত্র! আমরা হযরতের (দঃ) নিকট যাহা কিছু শুনিয়া থাকি, তাহার সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি। [مجمع الزوائد (২) ১৫২ পৃঃ]

হযরত রাফে' বিন্ খোদায়জ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমরা হজরত রছুলুল্লাহর (দঃ) খেদ্‌মতে আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রছুল! انا نسمع منك اشياء فنكتبها ؟ قال اكتبوا ولا حرج الخ -

আমরা আপনার নিকট বহু হাদিছ শ্রবণ করিয়া থাকি এবং উহা লিখিয়া লই, এতদ্‌সম্বন্ধে আপনার আদেশ কি? হযরত (দঃ) উত্তর করিলেন, "লিখিয়া লও, উহাতে কোন দোষ নাই" [مجمع الزوائد (১) بحواله طبرانى ১৫১ পৃষ্ঠা]

হযরত রাফে'র এই বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তৎকালে বিভিন্ন ব্যক্তির এই নিয়ম ছিল যে, তাঁহারা হাদিছ শ্রবণ করিয়া উহা লিখিয়া লইতেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একজন আনছার ছাহাবা হযরতের (দঃ) নিকট অভিযোগ করিলেন যে, আমি হাদিছ স্মরণ রাখিতে পারিনা, তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, "নিজ হস্ত দ্বারা সাহায্য গ্রহণ কর" অর্থাৎ লিপিবদ্ধ করিয়া লও। [ترمذى (১) ১৫২ পৃঃ]"

হযরত আনছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত (দঃ) সমীপে হাদিছ স্মরণ না থাকিবার অভিযোগ উপস্থিত করিলেন, তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন নিজ হস্ত দ্বারা সাহায্য গ্রহণ কর। (مجمع الزوائد (১) ১৫২ পৃঃ)

হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) ও হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রছুলুল্লাহ (দঃ) হস্ত দ্বারা কার্য্য গ্রহণ করার (লিখনীর) আদেশ দান করিয়াছেন। [كنزالعمال (৫) ২২৬ পৃঃ]

নবীর (দঃ) যুগে লিখিত "কেতাবুছ্‌ছদাকা"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর হইতে বর্ণিত আছে—

যাকাৎ অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিয়াছেন। (مصنف ابن ابی شیبة ১০ ও ১২ পৃঃ)

হযরত ইব্নে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبی صلعم وجعه قال ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لاتضلوا بعده قال عمر بن الخطاب (لمن حضره من الصحابة) ان النبی صلعم غلبه الوجع وعندنا کتاب الله حسبنا فاختلفوا وکثراللغط قال قوموا عنی ولا ینبغی عندی التنازع فخرج ابن عباس یقول ان الرزئیة کل الرزئیة ما حال بین رسول الله صلعم وبین کتابه -

হযরত রছুলুল্লাহ (দঃ) পীড়িত থাকা কালীন যখন তাঁহার বেদনা প্রবল আকার ধারণ করে, সেই সময় তিনি কাগজ কলম আনিবার জন্য আদেশ দান করেন এবং বলেন আমি তোমাদের জন্য কিছু অন্তিম উপদেশ লিখিয়া দেই যাহাতে তোমরা ইহার পর পথভ্রষ্ট হইয়া না যাও, হযরত উমর বিন্ খাত্তাব (রাঃ) ছাহাবাগণের উপস্থিতিতে বলিয়া উঠিলেন, "এই সময় হযরতের পীড়া বৃদ্ধি পাইয়াছে, (অতএব তাঁহাকে কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন নাই।) আমাদের জন্য একমাত্র আল্লার মহাগ্রন্থ কোরআনই যথেষ্ট।" এতদ্সম্বন্ধে ছাহাবাগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয় এবং বাক্‌বিতণ্ডা সৃষ্টি হইয়া যায়। (শেষ তক) [ارشاد الساری (১) ১১৯ পৃষ্ঠা।]

রছুলুল্লাহর (দঃ) তরফ হইতে তাঁহার আদেশ লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা এই হাদিছে প্রকাশিত হয়।

হযরত আলীর (রাঃ) ছহিফা

হযরত নবীয়ে করিম (দঃ) এর যুগের লিখনী সমূহের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) লিখিত একখানি ছহিফা বিদ্যমান ছিল। হযরত আলীর (রাঃ) বর্ণনামতে উহাতে হত্যাকারী ও বন্দিগণের মুক্তিদান সম্বন্ধীয় বিধান লিখিতছিল এবং কোন মুসলমান কাফেরের (হরবীর) পরিবর্ত্তে নিহত হইবেনা এই হাদিছটীও উহাতে সন্নিবেশিত ছিল।

[بخاری (১) ২১ পৃষ্ঠা]

উক্ত ফরমানে এই হাদিছটীও লিখিত ছিল যে, মদিনা

(২৮০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

عن عبدالله بن عمر قال کان رسول الله صلعم قد کتب الصدقة ولم یخرجها الی عماله حتی توفی قال فاخرجها ابو بکر من بعده فعمل بها حتی توفی الخ رواه احمد -

হযরত নবীয়ে করিম (দঃ) তাঁহার জীবনের শেষ যুগে নিজ কর্মচারী ও তহছিলদারগণের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য একখানি কেতাব "কিতাবুছ্ছদাকা (كتاب الصدقة) লিখাইয়াছিলেন। উহাতে জীব জন্তুর যাকাৎ সম্বন্ধীয় হাদিছ লিখিত ছিল। কেতাব খানি তহছিলদারগণের নিকট প্রেরণ করিবার পূর্বেই হযরত (দঃ) মানবলীলা সম্বরণ করেন। অতঃপর খলিফা হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) উহা কার্যে পরিণত করিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। [مقدمه (تحفة الاحوذی) ২০ পৃষ্ঠা]

[ابو داود (১) ১৫০ পৃঃ, ترمذی (১) ৭৯ পৃঃ]।

নবী (দঃ) যুগের আর একখানি লেখা

আবদুল্লাহ বিন হাকিম (রাঃ) বর্ণনা করিতেছেন, হযরতের (দঃ) যুগে তাঁহার একখানি লিখিত ফরমান আমাদের (জহ্মিয়া কবিলার) নিকট পৌছিয়াছিল। উহাতে মৃত জন্তুর চর্ম্ম বিনা দাবাগতে ব্যবহার করা সিদ্ধ নহে এই হাদিছ লিখিত ছিল। [ترمذی (১) ৩০৬ পৃঃ ও نسائی (২) ১৯১ পৃঃ]

হযরত রছুলুল্লাহ (দঃ) একখানি ফরমান লিখাইয়া লইয়া আম্র বিন্ হযম (রাঃ) ছাহাবার হস্তে ইয়ামানবাসীগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ফরমানখানিতে ফরয, ছুন্নত, কতল, (হত্যা) ইত্যাদি সম্বন্ধীয় মছলা ও বিধান সমূহ লিখিত ছিল।

ইমাম হাকেম স্বীয় গ্রন্থ মুছতদ্রক (مستدرک) ১ম খণ্ড ৩৯৫ পৃষ্ঠা হইতে ৩৯৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত উপরোক্ত হযরত আম্র বিন্ হযমের ফরমান হইতে ৬৩টী হাদিছ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইয়ামানবাসীগণের নামে লিখিত হযরতের (দঃ) একটি ফরমান সম্বন্ধে ইমাম শা'বি এক বিবৃতি দান করিয়াছেন। এই লিখিত ফরমানের কতিপয় হাদিছ ইমাম শা'বির রেওয়ায়ত হইতে মোছান্নিফ ইবনে আবি শায়বা

'আল-ফাতিহা'

(পঞ্চম বর্ষের—সপ্তম-অষ্টম সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

সৈয়েদ রশীদুল হাসান—এম-এ, বি-এল।
[রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেশন জজ]

اياك نعبد واياك نستعين দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপনের পর আমরা প্রভুর দরবারে সেই প্রার্থনা করি যা তিনিই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم (হে প্রভু), "আমাদিগকে সোজা সরল পথে চালাও—যে পথে তোমার করুণা-প্রাপ্ত মহা মনীষীগণ চলেছেন।" কত মহান এবং কত উন্নত এই প্রার্থনা তা একটু চিন্তা করলেই উপলব্ধি করা যায়।

পূর্ববর্ত্তী 'আয়তে' আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, একমাত্র আল্লার কাছেই আমরা সাহায্য চাই, আর কারও কাছে নয়। এই 'আয়তে' সেই সাহায্য এবং সহায়তা সর্ব প্রথম আমরা কোন জিনিষের জন্য চাই তা বলে দেওয়া হয়েছে। শিখান হচ্ছে, প্রভুর সাহায্য চাও সরলপথে—**সেরাতুল মুস্তাকীমে** পরিচালিত হতে। সুপথ-গামী হওয়াই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য। মানুষের জন্য এর চেয়ে মহত্তর কামনা আর হতে পারে না। এই আদর্শ যে কত উচ্চ এবং মহান তা আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠে যখন আমরা এর পরবর্ত্তী 'আয়তের' অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারি। এই পরবর্ত্তী 'আয়তে' তাদেরই পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যারা এই সরল সুপথ ধ'রে চলেছেন। কেবলমাত্র আল্লার করুণা (নেয়ামত) প্রাপ্ত মহামনীষীদের পথই হলো সেই 'সেরাতুল মুস্তাকিম'। সেই মহা মনীষীগণ যে কাহারা, আল্লাহ পবিত্র কোরানে তাদের পরিচয় দিয়ে সেই পথটিকে সুনির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং সেই পথ সম্বন্ধে কোন ভুল বুঝাবুঝির বা কাহারও মনগড়া ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই। কোরান-পাকে সেই মহা মনীষীদের যে সংগা দেওয়া হয়েছে সেটি হলো এই :—

ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا - (النساء ع٩)

"যারা আল্লাহ এবং তদীয় রসুলের অনুগত ও বাধ্য তারা, তাদেরই সহচর যাদের উপর আল্লাহ তার করুণা [নেয়ামত) বর্ষণ করেছেন (যথা), নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহগণ—তারা অতি উত্তম সঙ্গী।" এই চার শ্রেণীর লোক যে কত উচ্চস্তরের মহামনীষী তা আর বলে দেওয়ার দরকার করে না। এই চার শ্রেণীর মহামনীষীদের উপরই আল্লার অবিমিশ্র নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে। তারাই منعم عليه — করুণাপ্রাপ্ত—যাদের উপর আল্লার নেয়ামত ও করুণা সব সময়ই বয়ে চলেছে। তারা যে পথে চলে উচ্চতম স্তরে উঠেছিলেন, আমাদেরকেও তাদের সেই পথ ধরে সেই স্থানে পৌঁছার শিক্ষাই এই প্রার্থনার ভিতর আমাদের দেওয়া—হয়েছে। ইহাই প্রত্যেকটি মুসলিম জীবনের চরম লক্ষ এবং মানব জীবনের উন্নতির শেষ সোপান এবং এরই জন্য আমরা আল্লার দরবারে সব সময় প্রার্থনা করছি। আমরাও মানুষ, তারাও ছিলেন মানুষ। চেষ্টা করলে একমাত্র নবীর স্থান ছাড়া আর সমস্ত স্থানেই আমরা পৌঁছতে পারি। নবুওতের (নবীর স্থানের) জন্য কেবল মাত্র আল্লাহ যাদের বেছে নিয়েছেন, বা নির্দ্দিষ্ট করে নিয়েছেন, তাঁরা ছাড়া আর কেও নবী হতে পারবেননা। আল্লাহতালা কোরানে বলছেন "الله اعلم حيث يجعل رسالته" আল্লাই বেশী জানেন তার রেছালত তিনি কোথায় অর্পণ করবেন।" তা ছাড়া আমাদের নবীর (দঃ)

সঙ্গে সঙ্গে 'নবুওত'ও শেষ হয়ে গেছে, আর কেহ নবী হবার দাবী করতে পারে না—করলে তাকে মিথ্যুক ও ভণ্ড ভিন্ন আর কিছুই বলা যাবে না। এই প্রসঙ্গে একটা বিশেষ লক্ষ করার বিষয় এই যে, যদিও ছুলতানৎ (রাজত্ব) বা দৌলত—সমস্তই আল্লার নেয়ামত কিন্তু সকল বাদশাহ বা সকল ধনী ও দৌলতমন্দ আল্লার অবিমিশ্র নেয়ামতের অধিকারী নহেন। তাই এ সমস্ত লোকের পথে চলবার প্রার্থনা আল্লাহ আমাদের শিক্ষা দেন নাই। কারণ এদের দ্বারা ভালমন্দ দুটাই সম্ভব।

একজন বাদশাহ বা একজন ধনী অত্যাচারী এবং দুষ্টও হতে পারেন, তাই তাদের পথ আদর্শ পথ হতে পারেনা। কিন্তু যে চার শ্রেণীর মহা মনীষীদের পথে চলার প্রার্থনা আমাদের শিখান হয়েছে—অর্থাৎ নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং সালেহ তাদের দ্বারা কোনপ্রকারের অন্যায় কার্য সাধন চিন্তারও বাইরে। এই প্রর্থনাটি সম্বন্ধে একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়, মুস্‌লিম জীবনের চরম লক্ষ কত উচ্চ ও উন্নত! অত্যন্ত পরিতাপ এবং আক্ষেপের বিষয় এই যে, মুসলমান মাত্রেরই এই প্রার্থনার সঙ্গে এবং তাদের বর্ত্তমান বাস্তব জীবন-ধারার সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ নাই, বরং যে পথ থেকে আমাদের দূরে থাকবার এবং বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আমরা আল্লার কাছে প্রার্থনা করি—যা এই সুরার শেষ আয়তে আল্লাই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা ঠিক সেই অবাঞ্ছিত পথই অবলম্বন করে নিয়েছি। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে?

এই দুইটি আয়তের আলোচনা শেষ করার পূর্ব্বে কোরআন পাকেই **সেরাতুল্ মুস্তাকিমের** যে বিশদ সংজ্ঞা বিদ্যমান রয়েছে, তা জেনে রাখাও আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। সুরা আল্ আনআমের ১৯ রুকুতে আছে:—

قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا شيأ و بالوالدين احسانا - ولا تقتلوا اولادكم من املاق - نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن - ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق - ذلكم وصكم به لعلكم تعقلون - ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ اشده - واوفوا الكيل والميزان بالقسط - لانكلف نفسا الا وسعها - واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذاقربى

(২৭৮ পৃষ্ঠার পর)

শরিফের পবিত্রভূমি ঈর (عير) হইতে ছওর (ثور) পর্য্যন্ত হরম মধ্যে পরিগণিত। এই হেতু যে ব্যক্তি এই স্থানে কোন বিদ্‌আত (নবাবিষ্কৃত কার্য্য) করিবে, অথবা কোন বিদ্‌আতীকে আশ্রয় দান করিবে, তাহার প্রতি যাবতীয় মানব ও ফেরেশ্‌তাগণের অভিসম্পাত বর্ষিত হইবে। এবং আল্লাহতায়ালা তাঁহার ফরয অথবা নফল কোন এবাদতই গ্রহণ করিবেননা। [بخارى (১) ২৫১ পৃঃ]

অধিকন্তু এই ফরমানে এই হাদিছটীও লিখিত ছিল যে,—যে ব্যক্তি গয়রুল্লাহর সম্মান ও রেযামন্দী লাভের জন্য জন্তু যবেহ করিবে, তাহার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত, এবং যে ব্যক্তি নিজ পিতার প্রতি লা'নত করিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি কোন বিদ্‌আতীকে আশ্রয় দান করে এবং যে ব্যক্তি জমির চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাদিগের প্রতিও আল্লাহর অভিসম্পাত। [مسلم (২) ১৬১ পৃঃ]

এই ছহিফার মধ্যে এই হাদিছটীও লিখিতছিল যে, সমস্ত মুসলমানের রক্ত বরাবর ও সমতুল্য। ইহাও ছিল যে, একজন সাধারণ মুসলমান যিম্মা লইয়া থাকিলে সমস্ত মুসলমানকে তাহার লেহায করা দরকার। যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানের যিম্মা ভঙ্গ করিয়া দেয়, তবে তাহার প্রতি আল্লাহর এবং যাবতীয় ফেরেশ্‌তা ও মানব সমূহের অভিসম্পাত। আরও লিখিতছিল যে, যে-ব্যক্তি নিজ মনিব ব্যতীত অপরকে মনিব রূপে গ্রহণ করিবে তাহার প্রতি সকলের অভিসম্পাত। [بخارى (১) ৪৩৮ পৃঃ طحاوى ও مسند احمد (২) ৩০৪ পৃঃ।]

নবী [দঃ] যুগের হাদিছ লিখন সম্বন্ধে কতিপয় বর্ণনা উদ্ধৃত হইল। অনুসন্ধান করিলে আরও বহু তথ্য অবগত হইতে পারা যাইবে। আগামী বারে সমাপ্য।

و بعهد الله اوفوا ذلكم وصكم به لعلكم تذكرون –
وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصكم به لعلكم
تتقون –

(হে নবী) "বলুন, এস, আমি তোমাদের প'ড়ে শুনাই—তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর কি কি কাজ নিষিদ্ধ (হারাম) করেছেন।

(১) তোমরা শির্‌ক করোনা (তাঁর সঙ্গে কোন অংশীদার করোনা) এবং (২) বাপ মায়ের সঙ্গে ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করিও, (৩) অভাবের ভয়ে দারিদ্র্যতা হেতু সন্তান সন্ততির প্রাণনাশ করিওনা। আমরাই তোমাদের এবং তাদের প্রতিপালন করে থাকি, (৪) লজ্জাস্কর হেয় (ফাহেশা) কাজের কাছেও যেওনা—তা বাহ্যিক হোক বা গোপনীয় হোক এবং (৫) যে প্রাণ-বধ (নরহত্যা) আল্লাহ নিষিদ্ধ (হারাম) করেছেন ন্যায় সঙ্গত কারণ ছাড়া তাহা বধ করিওনা। এই ভাবে তোমাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তোমরা চিন্তা ও বিবেচনা কর। এবং (৬) উন্নতি সাধন-উদ্দেশ্য ছাড়া এতিমদের (পিতৃহীনদের) বিষয়-সম্পত্তির কাছেও যেওনা, যে পর্যন্ত তারা বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়ে উঠে এবং (৭) পরিমাপ ও ওজন পূর্ণ মাত্রায় ন্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে দিও। কাহারও উপর তার সহন-শক্তির উর্দ্ধে সীমার অতিরিক্ত বোঝা আমি দেই না, এবং (৮) যখন তোমরা কিছু বল, ন্যায় বলবে যদিও একান্ত আপন জনই সংশ্লিষ্ট হন না কেন এবং (৯) আল্লার সঙ্গে (তোমাদের) প্রতিশ্রুতি পালন করিও।

এইভাবে তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া (অছিয়ত করা) হয়েছে যেন তোমরা চিন্তা ও গবেষণা কর।

এবং বস্তুতঃ ইহাই আমার **'সেরাতুল মুস্তাকিম'** (সোজা সরল পথ)। ইহাই অনুসরণ কর, অন্যপথ অনুসরণ করিওনা। যদি কর তা' হলে তাঁর (আল্লার) পথ সেরাতুল মুস্তাকিম থেকে তোমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। এইভাবে তোমাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যেন তোমরা মোত্তাকী (খোদা ভীরু পরহেজগার) হতে পার।"

সেরাতুল মুস্তাকিমের পরিচয় হিসেবে যে নয়টি নির্দেশ বা আল্লার হুকুম উপরে উল্লিখিত হয়েছে, এ সমস্ত পালন করলে মানুষ সুপথগামী হতে বাধ্য—কুপথগামী হতে পারেনা। আল্লাহ এই সমস্ত নির্দেশের শেষে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, বর্তমান অবস্থায় তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে। আমরা আজ ঐ সমস্ত নির্দেশ অমান্য করে সেরাতুল মুস্তাকিম হতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছি; ফলে আমরা পথভ্রষ্ট ও আদর্শচ্যুত হয়ে পড়ছি। এমন অনন্যসুন্দর প্রার্থনার নজীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা—এটা জোড় গলায়ই বলা যেতে পারে। এই প্রার্থনার পরও যদি আমরা যাদের পথে চলবার যাচ্‌না করি, তাদের পথ ছেড়ে কুপথগামী হই, সে জন্য দায়ী আমরা নিজেরাই, আমাদের এমন আচরণের অর্থই হলো যে আমাদের সেই প্রার্থনার সঙ্গে আন্তরিকতা নেই—সেই প্রার্থনা আমাদের মনের প্রার্থনা নয়, কেবল মুখের বুলী মাত্র, অপর কথায় আমরা **'মুনাফেক'**।

প্রত্যেকটি সত্যিকার মুসলমানের একমাত্র অনুমোদিত এবং অবলম্বনীয় পথই হলো 'সেরাতুল মুস্তাকিম'। এই 'সেরাতুল মুস্তাকিমের' বিপরীত বা উল্টা পথ হচ্ছে অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্টদের পথ, যার থেকে বেঁচে থাকবার প্রার্থনা পরবর্তী অর্থাৎ শেষ আয়তে আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। শেষ আয়তটি এই – غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين যাদের উপর তোমার অভিশাপ পতিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট—তাদের পথে নয়।

একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হওয়ার প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি নির্দিষ্ট পথ থেকে বেঁচে থাকবার প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি কোন্ নির্দিষ্ট পথ এবং কাদের পথ, এবং অপরটিও যে কোন্ নির্দিষ্ট পথ এবং কাদের পথ পরিষ্কার করে বিস্তারিত ভাবে সমস্তই বলে দেওয়া হয়েছে যেন কোন প্রকার ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ না থাকে। 'সিরাতুল মুস্তাকিম' এর সম্যক্ পরিচয় আমরা

পেয়েছি, তার বিপরীত পথটি যে কাদের পথ, তার পরিচয় এই শেষ আয়াতে দেওয়া হয়েছে। এই পথে যারা চলে তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্ট। মানুষ সাধারণতঃ দুইভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে। প্রথম দল প্রভুর বিধি বিধান অমান্য করে, আর দ্বিতীয় দল সেই বিধি বিধান মানতে গিয়ে সীমা লংঘন করে। আল্লাহর নির্দেশের অবমাননা, তার হুকুম আহকামের না-ফরমানি ও অবাধ্যতার ফলে তাদের উপর আল্লার অভিশাপ পতিত হয়—এরাই কোরাণের ভাষায় "মগ্‌দুবে আলাইহে"—অভিশপ্ত। যারা 'সেরাতুল মুস্তাকিমের' উপর থাকেন, কোরানের ভাষায় তারা 'মুন্‌এম আলাইহে'—করুণা প্রাপ্ত। আবার যারা হুকুম পালন করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে এবং সীমা অতিক্রম করে বসে, তারা পথভ্রষ্ট। ইহুদী এবং খৃষ্টানগণ—যথাক্রম এই দুই শ্রেণী অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহুদীগণ আল্লার নির্দেশ ও বিধিবিধান অমান্য করেছিল, এমন কি আল্লার নবীগণকে বধ করতে দ্বিধাবোধ করে নাই, তাই তারা অভিশপ্ত, আবার এক শ্রেণীর খৃষ্টান আল্লার হুকুম পালন করতে গিয়ে এমনি ভাবে সীমা অতিক্রম করে বসল যে, আল্লার একজন শ্রেষ্ঠ নবী হজরত ইছা আলাইহেস্‌-সালামকে আল্লার জারজ সন্তান বলে দাবী করে ফেলল। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক—আল্লা এমন ধারণা হতে রক্ষা করেন)। খৃষ্টানদের ঐশী কিতাব 'ঈঞ্জিলে' শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এর আবির্ভাবের পরিষ্কার ভবিষ্যৎ বাণী থাকা সত্ত্বেও খৃষ্টানগণ সেই নির্দেশ কেবল উপেক্ষাই করে নাই, ইঞ্জিলের সেই সত্য বর্ণনাও মুছিয়া ফেলিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। এই সমস্ত কারণে তারাও পথভ্রষ্ট। আল্লাহ আমাদিকে ফাতেহার শেষ আয়তে অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্টদের পথথেকে রেহাই পাওয়ার প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন।

অত্যন্ত পরিতাপ ও আক্ষেপের বিষয় সাধারণ মুছলিম জীবনের সঙ্গে এই প্রার্থনার, এই শিক্ষার এবং এই আদর্শের বড় একটা সম্বন্ধ নাই। তাই আজ আমরা অবনতির চরম সীমায় এসে পৌঁছেছি।

আল্লাহ পবিত্র কোরানে বলেছেন :—"তারা,—যাদের আমি দুনিয়ার কোন অংশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি, (অর্থাৎ যারা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে) 'নমাজ' কায়েম করবে, 'যাকাত' দিবে, সৎকার্যের নির্দেশ দিবে (নিজেও করবে) এবং খারাপ (অন্যায় পাপ) কার্য হতে বিরত রাখবে (এবং বিরত থাকবে)"। ছুরা হজ্জে দেখা যাচ্ছে, ইছলামী রাষ্ট্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেই প্রথম কর্তব্য দাঁড়াবে নমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এথেকেই নমাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। অবশ্য নমাজ সত্যকার নমাজ হতে হবে। প্রকৃত নমাজী হতে হলে সত্যিকা 'ফাতেহার' অনুসারী ও অনুগামী হতে হলে, সুপথগামী হতে হবে এবং সুপথও সেই নির্দিষ্ট পথ যার পরিচয় 'ফাতেহায়' রয়েছে,—কারও মনগড়া পথ নয়।

উপসংহার

আমাদের বর্তমান বেদনাদায়ক পরিস্থিতির প্রধান কারণই হলো, একদিকে আমাদের নিজস্ব আদর্শ সম্বন্ধে বিরাট অজ্ঞতা এবং অপর দিকে এই সমস্ত নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালনে অবহেলা।

প্রথমতঃ বর্তমানযুগে আমাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই নমাজ পড়ে না এবং আমাদের এই অতুলনীয় ফাতেহার প্রার্থনার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। আবার শতকরা যে পাঁচজন নমাজ পড়েন, তাদের মধ্যেও শতকরা ৯৫ জন যথাযত ভাবে নমাজ পড়েন না এবং নমাজে যে 'ফাতেহা' বার বার পাঠ করা হয় তার অর্থ ও উদ্দেশ্য মোটেই উপলব্ধি করেন না। ফলে সেই নমাজ পড়া একপ্রকার বৃথাই হয়ে পড়ে। নমাজ মানুষকে সর্বপ্রকার অন্যায় ও অবিচার, পাপ মিথ্যা থেকে বাঁচিয়ে রেখে ন্যায়, সুবিচার, সত্য, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, নিঃস্বার্থপরতা, জনসেবা ইত্যাদির শিক্ষা এবং প্রেরণা যোগাবে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় নমাজীদের মধ্যেও শতকরা ৯৫ জন এই সমস্ত গুণাবলী বিবর্জিত। নমাজীদের মধ্যেও বেইমান, চোর, দাগাবাজ, কালাবাজারী, স্বার্থপর, লোভী এবং

Contents

পাকিস্তানে বেশ্যাবৃত্তি

ডক্টর এম, আবদুল কাদের
(সিনিয়র ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লা)

ম্যাগি প্রভৃতি অতীতের দুই চারিজন সাম্যবাদী ধর্ম্ম প্রচারক ছাড়া কোন ধর্ম্ম বা মতের প্রতিষ্ঠাতাই বিবাহিত নরনারীর অবাধ যৌন মিলন সমর্থন করেন নাই। যিশু বা সেণ্ট-পল কোন প্রকার সঙ্গমেরই পক্ষপাতি ছিলেননা। শুধু ব্যভিচারের বিকল্প—হিসাবেই সেণ্ট-পল বিবাহের বিধান দেন। কিন্তু খৃষ্টান ব্যবস্থাপকেরা বাইবেলের কদর্থ করিয়া এক বিবাহ বাধ্যতামূলক করায় খৃষ্টানেরা বেশ্যা বৃত্তি, রক্ষিতা প্রথা, উপপত্নী প্রথা, সহচর বিবাহ—[Companimate Marriage] বা কুমারী গমন ও কতকটা অবাধ বিহারের ব্যবস্থা করিয়া এই অস্বাভাবিক কঠোরতা মোলায়েম ও চলন সই করিয়া লইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে ব্যভিচার নিন্দনীয় ও দণ্ডার্হ হইলেও গুরু পাপে লঘু দণ্ডের বিধান হওয়ায় বেশ্যাবৃত্তি এবং রক্ষিতা ও উপপত্নী প্রথা সহজেই সমাজে চালু হইয়া গিয়াছে। বরং বেশ্যা বৃত্তি কতকটা পবিত্র হইয়া পড়িয়াছে। দেবদাসী প্রথার নামে মন্দিরে কুমারীর বেশ্যাবৃত্তি ইহার প্রমাণ।

ইসলাম কেবল ব্যভিচারই নিষিদ্ধ করে নাই, উহার নিকটে যাইতেও নিষেধ করিয়াছে অর্থাৎ কামভাবে পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত পাপ। তজ্জন্য কোন মুসলমান দেশেই কখনও বেশ্যাবৃত্তি ছিলনা। যেখানে ইউরোপীয় সভ্যতার দূষিত হাওয়া লাগে নাই, সে সকল স্থান আজিও এই মহাব্যাধির কবল মুক্ত। সউদী আরব প্রভৃতি দেশ ইহার দৃষ্টান্ত। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানেরা যখন ভারত উপমহাদেশে আসে তখন হিন্দু সমাজে চরম লাম্পট্য বিরাজমান। কাজেই তাহাদের মধ্যেও বেশ্যাবৃত্তি ক্রমে শিকড় গাড়িয়া বসে। বৃটিশ প্রভাবে তাহা এমনি বদ্ধমূল হয় যে, পাকিস্তান হাসিলের আট বৎসর পরেও তাহারা ইহার মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা অভাবের ফল নহে। চট্টগ্রামের যৌন ব্যাধি হাসপাতালের হিসাব হইতে দেখা গিয়াছে যে, যৌন ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের শতকরা ৭৫ জনই বিবাহিত। ইহাদের সহধর্ম্মিনীরাও রোগগ্রস্ত হইতে বাধ্য। যৌন ব্যাধি—গণোরিয়া ও উপদংশ রোগ বিস্তার করিয়া পতিতারা গোটা জাতিকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। শুনা যায়, সীমান্তের কোন জেলায়—প্রায়

(২৮২ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

অত্যাচারী বিপুল সংখ্যায় বিরাজমান। এমন নমাজীর স্থান যে কোথায় আল্লাই জানেন। তারা মুছলিম সমাজের কলঙ্ক এবং আল্লাহ, রছুল এবং ইছলামের অবমাননাকারী ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রকৃতপ্রস্তাবে যে কুপথ থেকে বেঁচে থাকবার প্রার্থনা আমরা করি, ঠিক সেই পথটিই আমরা আমাদের জন্য বেছে নিয়েছি।

নিজেদের প্রকৃত মুছলমান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে এবং ইছলামকে রক্ষা করতে হলে আমাদের প্রত্যেকটি মুছলমানকে গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে এবং এই অতুলনীয় ফাতেহাকে জীবনে ফুটিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হতে হবে, অন্যথায় সত্যিকার মুছলিম হিসেবে আমরা আমাদেরকে কবরস্তই করব সন্দেহ নেই।

আমাদের বর্তমান অবস্থায় মরহুম কবি ইক্‌বালের এই অবিস্মরণীয় কবিতাটি মনে পড়ে :—

شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلماں نابود !
ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود ؟
وضع میں تم ہو نصارے تو تمدن میں ہنود -
تم مسلماں ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود ؟
یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو'
تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلماں بھی ہو ؟

ফাতেহায় শিখান প্রার্থনা দিয়েই আমি শেষ করছি—"হে প্রভু, আমাদের সোজা সুপথে পরিচালনা কর" আমীন! পাকিস্তান জিন্দাবাদ!

৩০০ যুবক কনেষ্টবলের চাকুরী প্রার্থী হয়, ডাক্তারী পরীক্ষায় তাহাদের মাত্র জন ত্রিশেককে যৌন-ব্যাধি-মুক্ত পাওয়া যায়। কি ভীষণ ব্যাপার! তাহা ছাড়া এই রূপজীবিনীদের কল্যাণে কত সোনার সংসার যে উজাড় হয়, কত লোক পথের ভিখারী হয়, তাহা না বলিলেও চলে। তাহাছাড়া পুরুষের ঘৃণ্য স্বার্থের খাতিরে নারী জাতির একাংশকে এ ভাবে সমাজচ্যুত করিয়া তাহাদিগকে জাতীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম নৈতিক অধিকারে বঞ্চিত রাখার কোনই যৌক্তিকতা নাই। "নারী-স্বাধীনতা" বলিতে কি কেবল অধিকতর সৌভাগ্যবতীদের স্বাধীনতাই—বুঝায়?

অথচ এই সামাজিক অভিশাপের প্রতি আমাদের নেতাদের মোটেই লক্ষ্য নাই। এমন কি আলেম সমাজও চোখ বুজিয়া রহিয়াছেন। একবার শুনিয়াছিলাম, ইহা নিরোধের জন্য আইন প্রণীত হইবে। কিন্তু জানিনা কোন অদৃশ্য হস্তের অঙ্গুলী সঙ্কেতে তাহা ধামাচাপা পড়িয়া গিয়াছে। কোথাও কোথাও স্থানীয় ধর্ম্মপ্রাণ লোকেরা ইহাদের তাড়াইবার চেষ্টা করিতে গিয়া ফওজদারীতে পড়িয়া নাজেহাল হইয়াছেন। এ ব্যাপারে ময়মনসিংহের আলিম সমাজের উদ্যম প্রশংসনীয়। তবে কেবল সিলেটই সম্ভবতঃ ইহাতে পূর্ণ সফলকাম হইয়াছে। কিন্তু লোকের নৈতিকতার বিশেষ উন্নতি না হওয়ায়—সেখানে নাকি গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তির উদ্ভব ঘটিয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে আইন করিয়া বেশ্যাবৃত্তি উঠাইয়া দেওয়ার জন্য আমরা এম, এল, এ সাহেবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব। নিরাপত্তার খাতিরে এরসঙ্গে গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তি দমনের জন্যও অবশ্য একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার নমুনা নানা জায়গায় নানা সূত্রে আমাদের গোচরে আসিয়াছে। সকলেই দলে দলে ফকীরনী দেখিয়া থাকেন, কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে ইহারা কোথায় উধাও হইয়া যায়, তাহার খবর রাখেন না। কুলী, ভিক্ষুক, রিকশাওয়ালা প্রভৃতি শ্রমিক ও ভবঘুরে শ্রেণীর লোকের এক স্ত্রী প্রতিপালনেরই ক্ষমতা নাই, অথচ ইহাদের অনেকেই কয়েকটী বিবাহ করে বা কয়েকটী রমণী—সংগ্রহ করিয়া তাহাদের নিজের স্ত্রী বলিয়া চালাইয়া দেয়। ইহাদের দুই একজনকে গৃহে রাখিয়া তাহাদের নিকট খদ্দের আমদানী করা হয়। অস্বীকৃত হইলে চলে বেদম মারপিট। অন্যান্যকে "চাকরাণী"র নামে ভদ্রলোকদের বাসায় ভাড়া দেওয়া হয়। কাজেই গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তি দমনের জন্য একাধিক স্ত্রী প্রতিপালনে অক্ষম লোকদের একাধিক বিবাহ বন্ধ করার এবং বিবাহ না করিয়া যাহাতে কেহ মেয়ে লোক পুষিতে না পারে, তজ্জন্য বাধ্যতামূলকভাবে কাবিন রেজেষ্ট্রির ব্যবস্থা করা উচিত। রেজেষ্ট্রির খরচ ও স্ট্যাম্পের মূল্য দরিদ্রের আয়ত্তের মধ্যে আনার জন্য অনেকটা কমাইয়া দিতে হইবে।

নার্সের নামে অল্প বয়সের নিঃসন্তান বিধবা ও কিশোরীদের "নাইট ডিউটি" দিয়া একপাল ছাত্র, ডাক্তার, ওয়ার্ড বয় ও পুরুষ রোগীর জিম্মায় ছাড়িয়া দেওয়াতেও আর এক শ্রেণীর সমাজ চ্যুতার উদ্ভব ঘটিতেছে। "মহৎবৃত্তি" "সম্মানজনক পেশা" প্রভৃতি গালভরা আখ্যা দিয়া কর্ত্তাকর্ত্রীরা যতই ঢাকঢোল পিটান না কেন, বা হাসপাতালে মেয়ে না দেওয়ার জন্য ভদ্রলোকদের 'সঙ্কীর্ণ মনা' বলিয়া যতই গাল দিন না কেন, এ ভাবে "শাক দিয়া মাছ ঢাকা দেওয়া" চলিবেনা।

ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলি কি এসকল অনাচারের বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার ভার লইতে পারেননা? অন্যান্য সেবাকার্য্য বা রাজনীতির চেয়ে এমন্বিধ সামাজিকসমস্যা কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নহে বলিয়া আমরা এ দিকে তাঁহাদের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

দোযখের শাস্তি

(পূর্বপ্রকাশিত পর)

ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ
এম, এ-ডি, লিট (লণ্ডন)

২। দোযখী কাফের মুশরিকগণ দোযখে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া বা অন্য প্রকারে তাহার শাস্তি হইতে রেহাই পাইবে কিনা ?

কুর্‌আন মজীদের উক্তি—

ونادوا يملك ليقض علينا ربك - قال انكم ماكثون -

অর্থাৎ—এবং তাহারা (দোযখ বাসিগণ) চীৎকার করিয়া বলিবে হে মালিক, তোমার প্রতিপালক প্রভু যেন আমাদিগকে শেষ করিয়া দেন ! সে বলিবে, নিশ্চয় তোমরা অবস্থানকারী ! (সুরাযুখ্‌রুফ ৪৩। ৭৭)।

والذين كفروا لهم نار جهنم - لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها - كذلك نجزى كل كفور -

অর্থাৎ—যাহারা কাফের হয়, তাহাদের জন্য দোযখের আগুন। ইহা তাহাদের সম্বন্ধে শেষ হইবেনা, যাহাতে তাহারা মরে কিংবা তাহার শাস্তি তাহাদের উপর লঘু করা হইবেনা। এইরূপ আমি সমস্ত অকৃতজ্ঞদিগকে প্রতিফল দান করি। (সুরা: ফাতির ৩৫। ৩০)।

ثم لايموت فيها ولا يحى -

অনন্তর তাহারা তথায় (দোযখে) মরিবেওনা, বাঁচিবেওনা। সুরা: আ'লা, ৮৭। ১৩)।

এই আয়তে 'বাঁচিবেনা' ইহার অর্থ, সে জীবন তাহার জন্য আরাম জনক বা লাভ জনক সে জীবন সে যাপন করিবেনা।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইব্‌ন উমর (র:) হইতে হদীস বর্ণিত হইয়াছে—

انما صار اهل الجنة الى الجنة واهل النار الى النار جئى بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادى منادياً يا اهل الجنة لا موت ويا اهل النار لاموت فيزداد اهل الجنة فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار حزناً الى حزنهم -

অর্থাৎ যখন বেহেশ্‌তীগণ বেহেশ্‌তে যাইবে এবং দোযখীগণ দোযখে যাইবে, তখন মৃত্যুকে আনা হইবে, এমন কি তাহাকে বেহেশ্‌ত ও দোযখের মধ্যে রাখা হইবে। তাহার পর তাহাকে যবেহ্ করা হইবে। তাহার পর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, হে বেহেশ্‌তীগণ, মৃত্যু নাই এবং হে দোযখীগণ, মৃত্যু নাই। অনন্তর বেহেশ্‌তীগণ আনন্দের উপর আনন্দ জেয়াদা করিবে এবং দোযখীগণ শোকের উপর শোক জেয়াদা করিবে।

উপরি লিখিত কুর্‌আন ও হদীসের প্রমাণে আমরা নিশ্চিতরূপে বলিব যে যেমন বেহেশ্‌তবাসীদের মৃত্যু নাই; সেইরূপ দোযখবাসীদেরও মৃত্যু নাই। অধিকন্তু দোযখবাসীদের শাস্তির লাঘবও নাই।

৩। দোযখবাসিগণ পুনরায় পৃথিবীতে আসিবে কিনা। কুর্‌আন মজীদে উক্ত হইয়াছে—

وهم يصطرخون فيها - ربنا اخرجنا نعمل صالحا غيرالذى كنا نعمل - اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير - فذوقوا فما للظالمين من نصير -

অর্থাৎ—এবং তাহারা (দোযখবাসিগণ)—(দোযখে) চীৎকার করিতে থাকিবে, হে আমাদের আমাদের প্রতিপালক প্রভু, আমাদিগকে বাহির কর, যেন আমরা যাহা করিতেছিলাম তাহা ভিন্ন সৎকার্য করিতে পারি। (আল্লাহ্ বলিবেন) আমি কি তোমাদিগকে এমন আয়ু দিই নাই যে, যে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিতে চায় তাহাতে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত ? এবং তোমাদের নিকট সাবধানকারী গিয়াছিল। অতএব (শাস্তি ; আস্বাদন কর।

কারণ অত্যাচারীদের জন্য কোনও সহায় নাই। (সূরাঃ ফাতির, ৩৫। ৩৭)।

ইহা হইতে নিশ্চিত বোধ হইল যে দোযখীরা দোযখ হইতে বাহির হইয়া পৃথিবীতে আসিতে পারিবেনা।

যখন মুশরিক কাফেরগণ বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবেনা কিংবা মৃত্যুগ্রস্ত হইবেনা কিংবা তাহাদের শাস্তি কম হইবেনা কিংবা তাহারা পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে পারিবেনা; তখন দোযখে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ ব্যতীত তাহাদের আর কি অবস্থা হইতে পারে?

দোযখের অধিবাসী শয়তান, মানুষ ও জিন।

لاملئن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين -

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি তোর (শয়তান) দ্বারা এবং যাহারা তোর অনুসরণ করে তাহাদের দ্বারা দোযখ ভর্ত্তি করিব (সূরাঃ সাদ, ৩৮। ৮৫)।

لا ملئن جهنم من الجنة والناس اجمعين -

অর্থাৎ—নিশ্চয়ই আমি জিন ও মানুষ দ্বারা দোযখ ভর্ত্তি করিব। (সূরাঃ হুদ ১১। ১১৯)।

মৌলানা সাহেবের মতে মানুষ (এবং জিন) অবশেষে দোযখ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তবে শয়তানও কি পরিত্রাণ পাইবে? (তাঁহার মত অনুসারে দোযখ ধ্বংস হইলে শয়তানের কি গতি হইবে?

মৌলানা সাহেব আল্লাহ তা'আলার অতুল দয়ার কথা তুলিয়া কোনও দোযখীর শাস্তি চিরস্থায়ী হইবেনা বলিয়া কেয়াস করিয়াছেন। কিন্তু কুর্‌আন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে তাঁহার কেয়াস টিকিতে পারেনা। কুর্‌আন মজীদ স্বয়ং দোযখীদের সম্বন্ধে বলেন,—

ان المجرمين فى عذاب جهنم خالدون - لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون - وما ظلمنهم ولكن كانوا هم الظالمين -

অর্থাৎ—নিশ্চয় পাপীগণ জাহান্নামের শাস্তিতে চিরস্থায়ী হইবে। ইহা তাহাদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেনা এবং তাহারা তাহাতে হতাশ হইবে। কিন্তু আমি তাহাদের প্রতি অত্যাচার করি নাই, বরং তাহারাই অত্যাচারী ছিল। (সূরাঃ যুখ্‌রুফ, ৪৩। ৭৫, ৭৬)।

সূরাঃ আল্ ইম্‌রানে বলা হইয়াছে—

ونقول ذوقوا عذاب الحريق - ذالك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد -

অর্থাৎ আর আমি বলিব, জ্বালাপোড়ার মজা চাখ। ইহা যাহা তোমাদের হাত পূর্বে পাঠাইয়াছে, তাহার জন্য। আর এইযে আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি কিছুমাত্র অন্যায়াচারী নহেন (আয়ত ১৮০, ১৮১)

যদি দৃষ্টান্ত দিতে হয়, তবে বলিব, দয়ালু পিতা যেখানে বিচারক সেখানে পুত্র যদি নরহত্যা-অপরাধী সাব্যস্থ হয়, তবে কি তিনি তাহাকে হত্যাদণ্ড দিবেন না? মাতা পুত্রকে সদা ক্ষমা করেন, কিন্তু পুত্র যদি পিতৃহন্তা হয় কিংবা মাতৃহরণকারী হয়, তবে কি তিনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন? নিশ্চয়ই শির্ক (অংশীবাদিতা) নরহত্যা, পিতৃহত্যা কিংবা মাতৃহরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ। ان الشرك لظلم عظيم -

অর্থাৎ—নিশ্চয় শির্ক অবশ্য গুরুতর অত্যাচার। (সূরাঃ লুক্‌মান, ৩১। ১৩)।

মৌলানা সাহেব ابدا শব্দের যে দীর্ঘ স্থায়িত্ব অর্থ দেখাইয়াছেন, তাহা কুর্‌আন অনুযায়ী নহে, যেমন আমি আমার প্রথম প্রবন্ধ প্রমাণ করিয়াছি। শেষ কথা, যে প্রমাণে তিনি দোযখীদের দোযখ-বাসের অস্থায়িত্ব দেখাইয়াছেন, সেই প্রমাণে বেহেশ্‌তবাসীদেরও বেহেশ্‌তবাসের অস্থায়িত্ব মানিতে হইবে; কেননা ابدا শব্দ দোযখী ও বেহেশ্‌তী উভয় সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

আমি যাহা বলিয়াম, তাহা আমার মত নহে। তাহা সুন্নত জমা'অতের মত। ফিক্‌হ-আক্‌বর—

والجنة والنار مخلوقتان اليوم ولا تفنيان ابداً ولا تموت الحورالعين ابداً ولا يفنى عقاب الله ولا ثوابه سرمداً -

অর্থাৎ—বেহেশ্‌ত ও দোযখ এখন উভয়ে সৃষ্ট এবং তাহারা কখনও ধ্বংস হইবেনা এবং বিশালনয়না হুরীরা কখনও মরিবেনা এবং আল্লাহর শাস্তি ও তাঁহার পুরস্কার কখনও ধ্বংস হইবেনা।

المباحثة والمناظرة
বিতর্ক ও বিচার

দুযখের অবিনশ্বরত্ব

(শেষ কিস্তি)

কোন বিষয়ের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে যে কথার প্রতিবাদ করা হইবে, তাহা উত্তমরূপে হৃদয়ংগম করার আবশ্যকতা বিদ্বানগণের নিকট অনস্বীকার্য হইলেও বহু-ভাষাবিদ ও প্রবীণ সাহিত্যিক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এম, এ, বি, এল-ডি, লিট্ ছাহেবের কাছে এই নিয়মের কোন মর্যাদাই নাই। তাঁহার লিখিত "দোযখের শাস্তি" নিবন্ধের "দুযখের অবিনশ্বরত্ব" শীর্ষক যে আলোচনা তর্জুমানুলহাদীছের চতুর্থ বর্ষের নবম ও দশম সংখ্যার "বিতর্ক ও বিচার" স্তম্ভে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহাতে দুযখের শাস্তি ও উহার চিরস্থায়ী হওয়া বা না হওয়া সম্বন্ধে বিদ্বানগণের আট প্রকার অভিমত সংকলিত হইয়াছিল এবং অষ্টম অভিমতরূপে উল্লিখিত হইয়াছিল যে:

> দুযখের স্রষ্টা ও প্রভু স্বয়ং দুযখকে বিধ্বস্ত করিবেন। আল্লাহ যতদিন পর্যন্ত উহা স্থায়ী রাখার অভিপ্রায় করিয়াছেন, ততদিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকার পর উহা বিনাশপ্রাপ্ত এবং উহার শাস্তি প্রশমিত হইবে।

উক্ত প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছিল যে, আমি এই শেষোক্ত অভিমত পোষণ করি, কারণ কোরআন ও ছুন্নতে-ছহীহায় দুযখের অবিনশ্বরতার সুস্পষ্ট প্রমাণ আমার নযরে পতিত হয় নাই। আমার এই অভিমতকে ডক্টর ছাহেব ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করিলে, তাঁহার কোরআন ও ছুন্নাহর এরূপ উদ্ধৃতি সমুপস্থিত করা উচিত ছিল, যাহাতে দুযখের অমরতা অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রামাণিত হইত। ডক্টর ছাহেব বহুকাল পর আমার লেখার যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাতে এই পদ্ধতির অনুসরণ করিতে পারিলে যুগপৎভাবে আমার অজ্ঞতা বিদূরিত এবং তিনি তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারিতেন।

দুযখের অবিনশ্বরতার অকাট্য প্রমাণ সমুপস্থিত করার পরিবর্তে তিনি পুনরায় উহার শাস্তির চিরস্থায়ী হওয়া প্রতিপন্ন করার জন্য আমাকে 'খলুদ' ও আবাদে'র তাৎপর্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি প্রাসংগিক ও অপ্রাসংগিক আয়ত ও হাদীছ উদ্ধৃত করিয়া অনর্থক তাঁহার প্রবন্ধের কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন।

'খলুদ' ও 'আবাদে'র তাৎপর্য চিরস্থায়ী বলিয়া মানিয়া লইলে হয়ত দুযখের শাস্তির চিরস্থায়ী হওয়া স্বীকার করা সম্ভবপর হইত কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শাস্তির এই চিরস্থায়িত্বকে আমি দুযখের স্থায়িত্বকাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করি। অর্থাৎ যতকাল দুযখের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল কাফির ও মুশরিক দলের জন্য উহার শাস্তি বিরামহীন ভাবে চলিতে থাকিবে আর অপরাধী মু'মিনদল দুযখের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা কালেই দুযখবাসের বিভিন্ন মীআদ পূর্ণ করিয়া উহা হইতে উদ্ধারলাভ করিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জেলখানার একদল কয়েদী তাহাদের দণ্ডের নির্দিষ্টকাল পূরণ করিয়া অথবা ক্ষমালাভ করিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হইল আর একদল বহুকাল কারাদণ্ড ভোগ করিতে করিতে কোন নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক কারণে কারাগার বিধ্বস্ত হওয়ায় তাহারা জেলখানা হইতে মুক্ত হইল। বর্ণিত দুই দলের কারাদণ্ড ভোগের যে পার্থক্য, মুমিন ও মুশরিকের দুযখবাসের প্রভেদও তদ্রূপ।

আমি আমার সিদ্ধান্তের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছি, বুখারী ও মুছলিম প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর হাদীছগ্রন্থ হইতে চয়ন করা হয় নাই বলিয়া বহু ভাষাবিদ ডক্টর ছাহেব সেগুলি সমস্তই উড়াইয়া দিয়াছেন! অথচ তাঁহার এই আচরণের সমর্থনে হাদীছগ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে মওলানা শাহ আবদুলআযীয মুহাদ্দিছ দেহলভীর যে সুদীর্ঘ উক্তি তিনি সংকলিত করিয়াছেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার তাৎপর্যও তিনি অনুধাবন করার

শ্রম স্বীকার করিতে উদ্যত হন নাই।

হাদীছ শাস্ত্রের ছাত্রগণের ইহা সুবিদিত যে, পৃথিবীর সমুদয় ছহীহ হাদীছ বুখারী, মুছলিম অথবা 'ছিহাহ ছিত্তা'র মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। 'ছিহাহ' ছাড়া অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ সমূহেও বহু ছহীহ হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে—এ কথা পৃথিবীর হাদীছ শাস্ত্রজ্ঞদের কাহারও অস্বীকার করার উপায় নাই। 'ছিহাহ-ছিত্তা' ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থের হাদীছ 'ছিহাহ-ছিত্তা'র বিপরীত না হইলেও গ্রহণযোগ্য হইবেনা, এরূপ কথা অজ্ঞতা ও হঠকারিতার পরিচায়ক। অবশ্য 'ছিহাহ ছিত্তা' বিশেষতঃ বুখারী ও মুছলিমের ছহীহদ্বয় যেরূপ বিদ্বজ্জনমণ্ডলী কর্তৃক পুনঃপুনঃ পরীক্ষিত হওয়ার ফলে সুধীজন কর্তৃক গৃহীত ও সমাদৃত হইয়াছে, অন্যান্য গ্রন্থগুলি সেরূপ সন্দেহাতীত ভাবে গৃহীত হয় নাই। ইহা গ্রন্থ সমূহের প্রতি আস্থার মান সম্পর্কিত একটি নিয়ম, হাদীছ গ্রহণ বা বর্জনের নিয়ম নয় এবং ইহা অনস্বীকার্য কিন্তু 'ছিহাহ' গ্রন্থমালার বহির্ভূত অন্যান্য সমুদয় গ্রন্থের প্রত্যেকটি হাদীছই প্রত্যাখ্যাত এরূপ কথা মাননীয় ডক্টর শহীদুল্লাহ ব্যতীত হাদীছ শাস্ত্রের কোন বিদ্যার্থীই আজ পর্যন্ত উচ্চারণ করেননাই।

আমি আমার সিদ্ধান্তের সমর্থনে যে সকল 'হাদীছ' ও 'আছার' আমার তফছীরে সংকলিত করিয়াছি, সেগুলির ছনদ ডক্টর ছাহেবের অবিদিত থাকিলে তিনি সহজেই উহা আমার কাছে দাবী করিতে পারিতেন, 'ছিহাহ'র বহির্ভূত লক্ষাধিক হাদীছ উড়াইয়া দিবার এবং আকায়েদ ও ফিক্‌হের সহস্র সহস্র মছআলায় বিপর্যয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করার অহেতুকী দম্ভ প্রকাশ করার তাঁহার কোন প্রয়োজনই ছিলনা।

মৎ সংকলিত হাদীছ ও আছার সমূহের ছনদ

এক্ষণে বিদ্বানগণের কৌতূহল নিবারণ করার জন্য দুষখের অবিনশ্বরত্ব সম্পর্কে আমি যে সকল হাদীছ ও 'আছর' ছুরত-আলফাতিহার তফছীরে সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলাম—সেগুলির ছনদ ধারাবাহিক ভাবে নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। এই সকল উদ্ধৃতির তাৎপর্য ত্রিবিধ:

(ক) আমি যে অভিমত পোষণ করি, তাহা ডক্টর শহীদুল্লাহর মত আহলেছুন্নতের খেলাফ হইলেও ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের খেলাফ নয়। ইচ্ছা করিলে ডক্টর ছাহেব তাঁহার কলমের এক আঁচড়ে এই ছাহাবা ও তাবেয়ীগণকেও আহলেছুন্নত দল হইতে খারিজ করিয়া উল্লসিত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার এই উল্লাসে মুছলমানগণ যে তাঁহার সংগী হইবেননা একথা জানিয়া রাখিলে ভাল হয়।

(খ) হাদীছের সমালোচনা পদ্ধতির নিয়ম অনুসারে ডক্টর ছাহেব অথবা অন্য কোন বিদ্বানকে হাদীছগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখার সুযোগ দেওয়া।

(গ) ছনদ বিহীন উক্তি উদ্ধৃত করার ত্রুটি সংশোধন করা।

(১) ইমাম আব্দ বিনে হুমায়েদ বলেন, ছুলয়মান বিনে হরব আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হাম্মাদ বিনে ছলমা আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন,—তিনি ছাবিতের প্রমুখাৎ এবং ছাবিত ইমাম হাছান বছরীর বাচনিক রেওয়ায়ত—করিয়াছেন যে, হযরত উমর বলিয়াছেন, আলিজের মরুভূমিতে যত বালুকা কণা রহিয়াছে, তত দিন ধরিয়াও যদি দুষখীরা দুষখে বাস করে, তথাপি এমন একদিবস অবশ্যই সমাগত হইবে, যে দিবস তাহারা দুষখ হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

روى عبد بن حميد وهو ثقة ثابت حافظ من اجل ائمة الحديث حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن قال قال عمر : لولبث اهل النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون منه -

(২) উক্ত ইমাম আব্দ বিনে হুমায়েদ আরো বলেন, হাজ্জাজ বিনে মিনহাল আমাদের কাছে বর্ণনা দিয়াছেন, তিনি হাম্মাদ বিনে ছলমার বাচনিক এবং তিনি

وقال : حدثنا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن ان

হুমায়েদের বাচনিক এবং তিনি ইমাম— হাছান বছরীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন যে, হযরত উমর বলিয়াছেন, আলিজের মরুভূমিতে যত বালুকা কণা রহিয়াছে, তত দিন ধরিয়াও যদি দুযখীরা দুযখে বাস করে, তথাপি তাহাদের জন্য এমন এক দিন অবশ্যই— সমাগত হইবে যেদিন তাহারা দুযখ হইতে বাহির হইবে।

عمر بن الخطاب قال : لولبث اهل النار فى النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون منه -

স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ ও কোরআনের বিশ্বস্ত ভাষ্যকার আবু মোহাম্মদ আব্দ বিনে হুমায়েদ (মৃঃ ২৪৯ হিঃ) তাঁহার তফছীরে ছুরত আন্‌নবার ত্রয়োবিংশ আয়ত "তাহারা দুযখে যুগযুগান্তর ধরিয়া বাস করিবে"—প্রসংগে হযরত উমরের উল্লিখিত উক্তি ছুলয়মান বিনে হরব ও হাজ্জাজ বিনে মিনহাল উভয়েরই প্রমুখাৎ এবং তাঁহারা উভয়েই উক্ত তফছীর সুপ্রসিদ্ধ ইমাম হাম্মাদ বিনে ছলমার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন। এই ছনদের মূল্য ও গৌরব হাদীছ শাস্ত্রজ্ঞগণের অবিদিত নাই। ইমাম হাম্মাদ এই উক্তি পুনশ্চ দুই মহাবিদ্বান ছাবিত ও হোমায়েদের মাধ্যমে এবং তাঁহারা উভয়েই ইহা ইমাম হাছান বছরীর বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ছনদের গৌরবের পক্ষে ইহা যথেষ্ট। হযরত উমর ফারুকের সহিত ইমাম হাছান বছরীর সাক্ষাৎকার সাব্যস্ত না হইলেও ইমাম হাছান তাঁহার উক্তি 'আনআনা'র পরিবর্তে "কালা উমর" অর্থাৎ হযরত উমর বলিয়াছেন—এই নিশ্চয়তাবাচক পদ্ধতিতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। সুতরাং ইমাম হাছান অবশ্যই এমন কোন ছাহাবা বা তাবেয়ীর বাচনিক উল্লিখিত উক্তি শ্রবণ করিয়াছেন, যিনি প্রত্যক্ষ ভাবে উহা হযরত উমরের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন। যদি এরূপ না হইত, তাহাহইলে যে সকল বিশ্বস্ত হাদীছশাস্ত্র-বিশারদ বর্ণনাদাতা এই উক্তি পারস্পরিক পর্যায়ে ইমাম হাছানের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তাঁহারা উহা অবশ্যই অস্বীকার করিতেন। ইহা অপেক্ষা অনেক দুর্বলতর মুর্ছল হাদীছ ফিক্‌হ ও আকায়েদের গ্রন্থ সমূহে চিরাচরিতভাবে যে স্থানলাভ করিয়া আসিতেছে, হানাফী অছুলে ফিক্‌হের ছাত্রগণের তাহা অবিদিত নাই। অবশ্য হযরত উমরের এই উক্তি যদি স্পষ্ট কোরআন ও কোন বলিষ্ঠতর স্পষ্ট হাদীছের পরিপন্থী হইত, তাহাহইলে ইহা গ্রাহ্য করা হইতনা। বিরুদ্ধ আয়ত বা হাদীছের অবিদ্যমানতায় শুধু নিজের অভিমত কায়েম করার জন্য হযরত উমরের উক্তিকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রগলভতা হাস্যকর মাত্র।

لا يشين فيها احقابا -

(৩) মআযের পুত্র উবায়দুল্লাহ হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আমার পিতা হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, যে, শো'বা হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি আবু বলজের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, আমি আমর বিনে ময়মুনের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিনে আমরের প্রমুখাৎ হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, দুযখে এমন একদিন অবশ্যই সমাগত হইবে, যেদিন উহার দ্বারগুলি খড় খড় করিবে এবং উহাতে কেহই বাস করিবেনা। দুযখীদের যুগযুগান্তর ধরিয়া উহাতে বসবাস করার পর এইরূপ ঘটিবে। ইমাম ইবনুলমন্‌যর উল্লিখিত উক্তি হযরত ইবনে মছউদের বাচনিকও বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু উহাতে শেষোক্ত বাক্যগুলি নাই।

ح عبيد الله بن معاذ حدثنا ابى حدثنا شعبة عن ابى بلج سمع عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن عمرو رض قال لياتين على جهنم يوم تصفق فيه ابوابها ليس فيها احد وذلك بعد ما يلبثون فيها احقابا -

(৪) উবায়দুল্লাহ উক্ত ছনদে শো'বার প্রমুখাৎ এবং তিনি ইয়াহইয়া বিনে আইয়ুবের বাচনিক, তিনি আবুযর্‌আর মাধ্যমে হযরত আবু হোরায়রার উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, দুযখে এমন একদিন অবশ্যই

حدثنا شعبة عن يحى بن ايوب عن ابى زرعة عن ابى هريرة قال : انه

سياتى على جهنم يوم لايبقى فيها احد -

সমাগত হইবে যেদিন তথায় কেহই অবশিষ্ট রহিবেনা।

(৫) আব্দ বিনে হুমায়েদ জরীরের প্রমুখাৎ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বয়ানের নিকট হইতে আর বয়ান শবীর প্রমুখাৎ তাঁহার এই উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, বেহেশ্‌তের তুলনায় দুযখ অধিকতর শীঘ্র নির্মিত এবং অধিকতর শীঘ্র বিনষ্ট হইবে।

عبد بن حميد حدثنا جرير عن بيان عن الشعبى قال : جهنم اسرع الدارين عمرانا واسرعهما خرابا -

ইমাম আলী বিনে আবি তল্‌হা ওয়ালেবী তাঁহার তফছীরেও আমার সংকলিত উক্তিগুলি ছনদ সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন।

* * * *

ডক্টর ছাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, তাঁহার উল্লিখিত আয়ত ও হাদীছ সমূহের সাহায্যে যদি দুযখের অবিনশ্বরত্ব প্রমাণিত না হয়, তাহাহইলে বেহেশতের অবিনশ্বরত্বই বা কেমন করিয়া প্রমাণিত হইবে? আমি বলিব, ছুরত আল আনআমে কথিত হইয়াছে যে, কিয়ামতে দুযখীদিগকে বলা হইবে, তোমাদের বাসস্থান দুযখ! উহাতে চিরদিন বাস করিবে অবশ্য আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহা ব্যতীত। হে রছুল (দঃ), নিশ্চয় আপনার প্রভু প্রজ্ঞাশীল মহাবিজ্ঞ—১২৯ আয়ত।

النار مثواكم خالدين فيها الا ماشاء الله ان ربك حكيم عليم -

পুনশ্চ ছুরত হুদে আদেশ করা হইয়াছে যে, দুযখীগণ চিরকাল উহাতে বাস করিবে, যতদিন পর্যন্ত আকাশ সমূহ এবং পৃথিবী স্থায়ী রহিবে। অবশ্য হে রছুল (দঃ), আপনার প্রভু যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহা ব্যতীত, বস্তুতঃ আপনার প্রভু যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পাদন করিয়া থাকেন আর যাহারা সৌভাগ্যবান তাহারা বেহেশ্‌তের বাগিচায় চিরস্থায়ী হইবে, যতদিন পর্যন্ত আকাশ সমূহ এবং পৃথিবী কায়েম থাকিবে। অবশ্য আপনার প্রভু যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত, বেহেশ্‌ত তাঁহার সীমাহীন দান—১০৭ ও ১০৮ আয়ত।

خالدين فيها مادامت السموات والارض الا ماشاء ربك ان ربك فعال لما يريد - واما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ !

একটু লক্ষ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, উভয় আয়তেই দুযখীদের অনন্ত দুযখবাস সম্পর্কে ব্যতিক্রমের ইংগিত রহিয়াছে। ডক্টর ছাহেব এই ইংগিতকে আমার অলীক কল্পনা বলিয়া অভিহিত করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ইঙ্গিতের কথা আমার মত নগণ্য ব্যক্তি নয়, পক্ষান্তরে অনুসরণীয় ইমামগণের মধ্যেও অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। ইমাম আহমদ বিনে হাম্বলের সতীর্থ ইমাম ইছহাক বিনে রাহুওয়ে বলেন যে, কোরআনে উল্লিখিত দুযখের সমুদয় দণ্ডের ভবিষ্যদ্বাণীর উপর এই ব্যতিক্রম প্রযোজ্য হইবে। ইমাম ইছহাক উবায়দুল্লাহ বিনে মআযের বাচনিক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি মু'তামির বিনে ছুলয়মানের বাচনিক, তিনি তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ রেওয়াত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আবু নযরা হযরত জাবির, আবু ছঈদ খুদরী অথবা অন্য কোন ছাহাবার এই উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, ছুরত হুদের অন্তর্গত উক্তি "আপনার প্রভু যাহা চাহেন তাহা ব্যতীত, বস্তুতঃ আপনার প্রভু যাহা ইচ্ছা করেন তিনি তাহার সম্পাদনকারী"—আয়তটি কোরআনে উল্লিখিত সমস্ত

قال حرب : سالت اسحق بن راهويه قول الله تعالى : خالدين فيها مادامت السموات والارض الاماشاء ربك ان ربك فعال لما يريد : فقال : اتت هذه الاية على كل وعيد فى القرآن - حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا معمر بن سليمان قال قال ابى حدثنا ابو نضرة عن جابر وابى سعيد او بعض اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال : هذه الاية تاتى على القرآن كله -

দণ্ডের উপরেই প্রযোজ্য।

ইমাম মু'তামির বিনে ছুলয়মান এই উক্তি শুধু রেওয়ায়ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি নিজেও বলিয়াছেন যে, উপরিউক্ত নির্দেশ কোরআনের সমুদয় দণ্ডের ভবিষ্যদ্বাণীর উপর তুল্যভাবে প্রযোজ্য।

اتى على كل وعيد فى القرآن -

আবুমআন ওয়াহাব বিনে জরীরের প্রমুখাৎ হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি শো'বার বাচনিক হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি ছুলয়মান তইমেমীর প্রমুখাৎ এবং তিনি আবু-নযরার মধ্যস্থতায় হযরত জাবির বিনে আবদুল্লাহর উক্তি উল্লিখিত আয়ত প্রসংগে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, এই আয়তটি কোরআনে বর্ণিত দুযখের সমুদয় দণ্ডাদেশের উপর প্রযোজ্য হইবে।

حدثنا ابو معن حدثنا وهب بن جريرحدثنا شعبة عن سليمان التيمى عن ابى نضرة عن جابر بن عبدالله او بعض اصحابه فى قوله خالدين فيها مادامت السموات والارض الا ماشاء ربك : قال : هذه الاية تاتى على القرآن كله -

ইমাম ইবনেজরীর তাঁহার তফছীরে ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের উল্লিখিত উক্তিগুলি সন্নিবেশিত করার প্রাক্কালে লিখিয়াছেন যে, ছলফের একদল দুযখীদের সম্বন্ধে এবং যাহারা দুযখে প্রবেশ করিবে, তাহাদের দণ্ড সম্বন্ধে এই ব্যতিক্রমের কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

وقال آخرون عنى بذلك اهل النار وكل من دخلها

ইমাম আবদুর রয্যাকও উল্লিখিত ছনদ সহকারে হযরত জাবির, হযরত আবু ছঈদ খুদরী অথবা রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন ছাহাবীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,— কোরআনের যে কোন স্থানে দুযখের শাস্তি সম্বন্ধে 'খলুদে'র কথা উল্লিখিত হইয়াছে—তৎসমুদয়ের উপরেই এই ব্যতিক্রম প্রযোজ্য হইবে।

هذه الاية تاتى على القرآن كله حيث كان فى القرآن خالدين فيها تاتى عليه -

আবু মজলয বলেন যে, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে দুযখীদের উপর হইতে তাঁহার শাস্তি অপসারিত— করিবেন।

جزاؤه فان شاء الله تجاوز عن عذابه -

কোরআনের ভাষ্যকার বিদ্বানগণের মধ্যে অনেকেই বলিয়াছেন যে, বেহেশ্তবাসীগণ সম্বন্ধে এই আয়তে আল্লাহ তাঁহার অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, বেহেশ্তের দান অফুরন্ত ও সীমাহীন হইবে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবী যত দিন কায়েম থাকিবে তদনুসারে উহা বাড়িতে থাকিবে অথচ দুযখীদের সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় যে কি, তাহা আল্লাহ ব্যক্ত করেন নাই। সুতরাং তাহাদের শাস্তি বর্ধিত করার ইচ্ছা অনুমান করা যেরূপ বৈধ, তাহাদের শাস্তি নিবারিত ও সমাপ্ত করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা করাও আল্লাহর পক্ষে তেমনি বৈধ ও সংগত। ইমাম ইবনেজরীর বিশ্বস্ত মুফাছ্ছিরগণের মধ্যে বিখ্যাত তাবেয়ী— আতা বিনে আবি রিবাহের প্রমুখাৎ এইরূপ উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কোরআনের ছুরত-আন্নবায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, দুযখীগণ দুযখে বহু হুকবা বাস করিবে। হুকবার পরিমাণ যতই সুদীর্ঘ হউক না কেন, উহাদ্বারা অনন্ত স্থায়িত্ব প্রমাণিত করা সম্ভবপর নয়।

لا بثين فيها احقابا -

মোটের উপর, কোরআনের ছুরত-আলআনআম, ছুরত-হুদ ছুরত-আন্নবার যে তিনটি আয়ত আমি উদ্ধৃত করিয়াছি তন্মধ্যে প্রথম দুইটি আয়তে দুযখীদের শাস্তিকে আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছাধীনে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন কিন্তু বেহেশ্তীদের স্বর্গবাসকে "তাঁহার ইচ্ছাধীনে না রাখিয়া উহাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন দান" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তৃতীয় আয়তে দুযখীদের দুযখ বাসের মীআদকে শত সহস্র বৎসর সুদীর্ঘ বলিয়া অভিহিত করিলেও পরিণামে উহার যে পরিসমাপ্তি ঘটিবে, তাহার ইংগিত এই আয়তে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কোরআনের তাবেয়ী ভাষ্যকারগণের মধ্যে ইমাম শঅবী ও আবু যয়েদ প্রভৃতি এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহারা যে, আহলেছুন্নতগণেরই ইমাম তাহা সর্বজনবিদিত। (অসমাপ্ত)

Contents

সংগীত চর্চা

(বিচার ও আলোচনা)

[৭]

كل مبطل، نعم ! لانحرم ولا نكره مثل ما كان فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الوجه وما نحن نحرم واهل العلم السماع المخالف لذلك ـ

এবং রূপরঙ্গ উভয়ই বিপজ্জনক ! তাহাদের গান ব্যভিচার, পাপ ও শরাব কাবাবের প্ররোচক। নানারূপ বাদ্যযন্ত্র সহকারে তাহারা গান করিয়া থাকে অথচ বাদ্যযন্ত্র স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) বিভিন্ন হাদীছে হারাম করিয়াছেন। এই সংগীত চর্চায় করতালি ও নাচও থাকে এবং এরূপ আরো বহু জিনিষ এই সংগীত চর্চায় অনুসৃত হয়, যাহাকে পৃথিবীর কোন বিদ্বানই জায়েয বলেননাই। ভ্রান্ত দলের লোকেরা তাহাদের এই সকল কুক্রিয়ার জন্য উক্ত দুইজন অল্প বয়স্কা বালিকার সংগীতের নযীর উপস্থিত করিয়া থাকে অথচ তাহাদের উপর তখনও শরীঅতের বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করার সময় সমুপস্থিত হয়নাই, তাহাদের গানে বাঁশী, করতালি, নাচ এমন কি দুফ্ পর্যন্তও ছিলনা ! এরূপ ব্যর্থবোধক অস্পষ্ট হাদীছের সাহায্যে ভ্রান্তদলের লোকেরা স্পষ্ট হাদীছ উড়াইয়া দিতে চায় ! প্রকৃতপক্ষে সমুদয় মিথ্যাবাদীর অবস্থাই এইরূপ ! হাঁ রছুলুল্লাহর (দঃ) গৃহে যতটুকু সংগীত যে পরিবেশে, যে অবস্থায় যেভাবে চর্চা করা হইয়াছিল, আমরা তাহাকে হারাম বা মকরূহ বলিনা। আমরা এবং সমুদয় বিদ্বানগণ উহার বিপরীত ধরণের সংগীত শ্রবণ করাকেই নিষেধ করিয়া থাকি। *

আল্লামা শয়খ আবদুলহক মুহাদ্দিছ দেহলভী এ প্রসংগে বলিয়াছেন, যে আবুবক্‌র ছিদ্দীক ইছলাম গ্রহণ ব্যাপারে সকলের অগ্রণী এবং দ্বীনের আদেশ নিষেধের তত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে রছুলুল্লাহর (দঃ) সমুদয় সহচরের শীর্ষস্থানীয়

چون ابوبكر صديق كه اسبق واقدم اصحاب است درمعرفت احكام دين، غنارا مزمار ومزمور شيطان گفت وآن حضرت

হাফিয ইবনুলকাইয়েম উপরিউক্ত হাদীছ প্রসংগে মন্তব্য করিয়াছেন, হযরত আয়েশার হাদীছের ভিতর হযরত আবুবকর সংগীতকে যে "শয়তানের বাদ্যভাণ্ড" বলিলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহা অস্বীকার করিলেন না আর বালিকাদিগকে যে কিছু বলা হইলনা তাহার কারণ এইযে, প্রথমতঃ তাহারা অল্প বয়স্কা ছিল, শরীঅতের আদেশ নিষেধ তখনও তাহাদের উপর প্রযোজ্য হয়নাই। দ্বিতীয়তঃ তাহারা বুআছ যুদ্ধের বীরত্বব্যঞ্জক সরল আরাবী সংগীত গাহিতেছিল। তৃতীয়তঃ উহা ঈদের দিবস ছিল। ইবনুল কাইয়েম বলেন, এই হাদীছকে অবলম্বন করিয়া শয়তানের চেলা-চামুণ্ডারা উহার মধ্যে অনেক বিস্তৃতি ঘটাইয়াছে। হরেক রকম কণ্ঠস্বরের সংগীতকেই, তাহা অনাত্মীয়া নারীর হউক অথবা চারুদর্শন বালকের হউক, তাহারা উহার সাহায্যে জায়েয করিয়া লইয়াছে অথচ তাহাদের কণ্ঠস্বর

وفى الصحيحين عن عائشة: دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم..... الحديث، فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه و سلم على ابى بكر تسمية الغنامزمار الشيطان، و اقرهما لانهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الاعراب الذى قيل فى يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب، وكان اليوم يوم عيد، فتوسع حزب الشيطان فى ذلك الى صوت امراة اجنبية او صبى امرد، صوته وصورته فتنة، يغنى بما يدعوا الى الزنا والفجور وشرب الخمور من الات اللهو التى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عدة احاديث، مع التصفيق والرقص وتلك الهيئة المنكرة التى لايستحلها احد ـ ويحتجون بغناء جويرتين غير مكلفتين بغير شبابة ولادف ولارقص ولا تصفيق و يدعون المحكم الصريح بهذا المشابه، وهذا شان

* ঈগাছাতুল লহফান (১) ২৫৭ পৃ।

ছিলেন, সেই আবুবকর যখন সংগীতকে "শয়তানের বাদ্যভাণ্ড" বলিয়া অভিহিত করিলেন অথচ রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া এরূপ কথা বলিলেননা যে, "হে আবুবকর, একথা বলিও না, গান শয়তানের বাদ্যভাণ্ড এবং উহা হারাম নয়—বরং শুধু এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন যে, "হে আবু-বকর, আজ ঈদের দিন এবং প্রত্যেক জাতিরই উৎসবের দিন রহিয়াছে"। অর্থাৎ গীতবাদ্য হারাম হওয়ার আদেশকে সর্ব অবস্থায় ও সর্ব কালব্যাপী মনে করিওনা, ঈদের দিনে এইটুকু সংগীত, যেটুকু এই বালিকারা গাহিতেছে, জায়েয হইতে পারে। বিশেষতঃ শিশুরা যদি গান গায় আর সেই গানের মধ্যে কোন অশ্লীল ভাব অথবা নর নারীর রূপ রসের ইংগিত না থাকে, তাহাহইলে সেরূপ সংগীত দোষাবহ হইবেনা। †

صلے اللہ علیہ وسلم اورا
برایں تقریر کرد ونگفت
کہ ایں چنین مگو کہ
این مزمار شیطان نیست
وحرام نیست' بلکہ چہ
گفت ؟ منع مکن یا ابا
بکر ایشان را ازین کہ
امروز عیداست - یعنی
این حکم را کہ حرمت
تغنی وتدفف است مطلق
دراں وعام خیال مکن' در
روز عید از لہو وسرور
ایں قدر جائز باشد'
خصوصاً دختر کاں و نو
سالاں را اگر تغنی کنند
واشعار کہ دراں فحش
وذکر نساء وامثال آں
نباشد' بخوانند !

লক্ষ্ণৌ নিবাসী মুহাক্কিক আল্লামা শয়খ মোহাম্মদ আবদুল হাই উল্লিখিত হাদীছ প্রসংগে বলিয়াছেন, বিদআতীগণের প্রবঞ্চক পীর ও ধর্মগুরুরা জননী আয়েশার (রাঃ) ঘরে দুইজন অপরিণত বয়স্কা বালিকার সংগীত গাওয়ার সাহায্যে ইহা প্রমাণিত করিতে চায় যে, গীতবাদ্য জায়েয অথচ স্বয়ং মা আয়েশা স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, যে বালি-

تمسك البطالون من
المبتدعة المتشيخين بما
غنت الجاريتان في بيت
عائشة مع انها لم تكونا
مغنيتين كما رواه البخارى
قالت : دخل ابوبكر و
عندى جاريتان تغنيان بما
تقاولت الانصار يوم بعاث

† শরহে ছিফরুছ ছাআদা, ৫৬৩ পৃঃ।

কারা সংগীত গাহিতেছিল তাহারা গায়িকা ছিলনা। বুখারীতে একথা সুস্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম বাগাভী বলিয়াছেন, ছুফীদের একটি দল এই হাদীছের সাহায্যে গীতবাদ্যকে জায়েয করার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রতিবাদে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, হযরত আয়েশা স্বয়ং বলিয়াছেন, উল্লিখিত বালিকাদ্বয় গায়িকা ছিলনা। কণ্ঠস্বর উচ্চ করার প্রত্যেক কার্যকেই আরাবী ভাষায় 'গিনা' বলা হয় বলিয়া বালিকাদ্বয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাহারা 'গিনা' করিতেছিল, কিন্তু কণ্ঠস্বর উচ্চ করিলেই কেহ 'মুগান্নী' (গায়ক) হয়না। ইহা স্থিরীকৃত হইবার সংগে সংগে এই হাদীছের সাহায্যে গীতবাদ্য জায়েয করা বাতিল হইয়া গেল। ¶

وليستا بمغنيتين - فقال :
مزامير الشيطان في بيت
رسول الله الخ - ولقد
صرح بذلك شارح السنة'
حيث قال : استدل جماعة
من الصوفية بحديث الباب
على اباحة الغناء وكفى
في رد ذلك تصريح عائشة
بقولها وليستا بمغنيتين'
فنفت عنهما من طريق
المعنى ماثبت لهما باللفظ'
لان الغنا يطلق على رفع
الصوت ولا يسمى فاعله
مغنيا' فاذا تقرر هذا بطل
احتجاجهم !

এই হাদীছের অপর অর্ধাংশ যাহা বুখারী রেওয়ায়ত করিয়াছেন, আমরা পূর্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে বিষয়টিকে অধিকতর পরিষ্কার করিবার জন্য উহার পুনরাবৃত্তি করিতেছে। জননী আয়েশা বলিতেছেন, ঐ দিবসটি ঈদের দিন ছিল আর সুদানীরা ঢাল ও বর্শা লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। হয় আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট তাহাদের ক্রীড়া দেখিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম অথবা তিনিই আমাকে জিজ্ঞাসা—

وكان يوم عيد يلعب
السودان بالدرق والحراب'
فاما سالت النبي صلے الله
عليه وسلم واما قال
تشتهين تنظرين ؟ قلت
نعم ! فاقامنى وراءه
خدى على خده وهو
يقول : دونكم يابنى
ارفدة ! حتى اذا مللت'
قال : حسبك ؟ قلت نعم !

¶ মজমুআয়ে ফতাওয়া (১) ১৪৪ পৃঃ।

করিয়াছিলেন যে, তুমি قال : فاذهبى ! কি উহাদের ক্রীড়া দেখিতে ইচ্ছা কর? আমি বলিলাম, জ্বী হাঁ। তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে তাঁহার পশ্চাদ্ ভাগে এরূপ ভাবে দাঁড় করাইলেন যে, আমার গাল তাঁহার গণ্ডদেশের উপর অবস্থিত ছিল। তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) সুদানীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হাঁ! চালাও, হে আরফাদার পুত্রগণ! হযরত আয়েশা বলিতেছেন, সুদানীদের খেলা দেখিতে দেখিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার খেলা দেখা শেষ হইয়াছে কি? আমি বলিলাম, জ্বী হাঁ! তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, তাহাহইলে চলিয়া যাও। *

হাদীছের এই অংশ অনুধাবন করিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, যে সময়ে বালিকারা জননী আয়েশার গৃহে বুআছের সমর সংগীত গাহিতেছিল, তখন মা আয়েশা স্বয়ং অপরিণত বয়স্কা ছিলেন এবং ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, তখন পর্যন্ত হিজাবের আয়ত অবতীর্ণ হয়নাই।

মোটের উপর, উল্লিখিত হাদীছের সাহায্যে রছুলুল্লাহর (দঃ) গান শ্রবণ করা অথবা গান শ্রবণ করার জন্য অনুমতি বা আদেশ প্রদান করা আদৌ প্রমাণিত হয়না। ইহা গীতবাদ্য ভারেযকারীগণের রছুলুল্লাহর (দঃ) বিরুদ্ধে একটি সর্বৈব মিথ্যা ও অলীক অভিযোগ মাত্র! বয়স্ক নরনারীদের জন্য গীতবাদ্য শ্রবণ করার অনুমতি এই হাদীছের মধ্যে নাই। যে বালিকারা গান গাহিতেছিল, তাহারা এত অল্প বয়স্কা—ছিল যে, শরীঅতের আদেশ নিষেধ তখন পর্যন্ত তাহাদের উপর প্রযোজ্য হয় নাই। এতদ্ব্যতীত তাহারা গায়িকা ছিলনা, তাহারা সরল আরাবী সংগীত সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছিল মাত্র। বিশেষতঃ উহা ঈদের দিন ছিল বলিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে নিষেধ করেননাই। আবু বকর ছিদ্দীক বালিকাদের এইটুকু মাত্র সংগীতকেও 'শয়তানের বাদ্য ভাণ্ড' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করেন নাই বা রছুলুল্লাহ (দঃ) ইচ্ছা করিয়া ও উদ্যোগী হইয়া বালিকাদের সমর সংগীত শ্রবণ করেন নাই, তিনি বালিকাদের দিকে পিঠ ফিরাইয়া গৃহ-প্রাচীরের দিকে মুখাবৃত করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। এই হাদীছে পুরুষদের সংগীত চর্চারও কোন ইংগিত নাই।

* ছহীহ (১) ১১১ (ঈদায়েন)।

চতুর্থ হাদীছ

রছুলুল্লাহর (দঃ) গীতবাদ্য শ্রবণ করা ও উহার জন্য আদেশ দেওয়ার প্রমাণ স্বরূপ গীতবাদ্যের—সমর্থক দল আরো একটি হাদীছ উপস্থিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা আবু দাউদ ও তিরমিযীর বরাত দিয়া বলিয়া থাকেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) কোন এক অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিলে জনৈকা স্ত্রীলোক তাঁহার খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, হযরত, আমি নযর মানিয়াছি, আল্লাহ আপনাকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনিলে আমি আপনার সম্মুখে দুফ্ বাজাইব আর গান গাহিব। হযরত (দঃ) বলিলেন বেশ কথা। নিজের নযর পুরা কর। তখন সেই স্ত্রীলোকটি গান গাহিতে লাগিলেন।

আমাদের বক্তব্য

(ক) উপরি উক্ত হাদীছটির আবুদাউদ যে ভাষায় স্বীয় ছুননে অবতারণা করিয়াছেন, আমরা সর্বপ্রথম তাহা প্রদর্শন করিব:

আম্র বিনে শুআয়েব তদীয় পিতার এবং তিনি তদীয় পিতামহের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, একদা জনৈকা নারী রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট আগমন করিয়া বলিল, হে আল্লাহর রছুল, আমি নযর মানিয়াছি যে, আপনার মস্তোকপরি (সম্মুখে) দুফ বাজাইব, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি তোমার নযর পুরাকর। *

ان امراة اتت النبى صلے الله عليه وسلم' فقالت يا رسول الله انى نذرت ان اضرب على راسك بالدف' قال : اوفى بنذرك !

এই হাদীছের মত্‌নে গানের কোনই উল্লেখ নাই। (৩১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

* ছুনন, আওন সহ (৩) ২৩৫ পৃঃ।

Contents

সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট কন্‌ফারেন্স

প্রথম অধিবেশন—পাবনা, ৬ই জানুয়ারী, ১৯৫৬।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের অভিভাষণ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد امام الخير وقائد الخير ورحمة للعالمين وعلى آله واصحابه نجوم المهتدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين *

آملے هين سينه چا كان چمن سے سينه چاك * يعنى گل كى هم نفس باد صباهو نے كو هے
آنكه جو كچه ديكهتى هے لب پا آسكتانهين * محو حيرت هون كه دنيا كياسے كياهونكيو هے

মাননীয় মেহমানানে কিরাম এবং সমাগত ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ,

দীর্ঘকাল পর যাঁহার অসীম অনুগ্রহ ইংগিতে—আমরা দল ও মতের বিভিন্নতাকে ভুলিয়া গিয়া আজ শুধু ইছলামের নামে এই মহাসম্মেলনে সমবেত হইতে পারিয়াছি, সেই বিশ্বপতি এবং বান্দার হৃদয়ের আকুল আর্তনাদ শ্রবণকারী আল্লাহতাআলার কাছে আমরা আমাদের—হৃদয়ের অনাবিল কৃতজ্ঞতা ও শোক্‌রগোযারী প্রকাশ করিতেছি।

অতঃপর আমি পাবনা যিলার ইছলামপন্থী মুছলিমগণের পক্ষ হইতে আমাদের সমুদয় মাননীয় অতিথি এবং সমবেত ভ্রাতা ও ভগ্নিদিগকে আমার সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। বহু প্রকার বাধাবিঘ্ন ও অসুবিধার ভিতর দিয়া এই সর্বদলীয় কন্‌ফারেন্স পাবনার মত একটি ক্ষুদ্র টাউনে আহ্বান করা সম্ভবপর হইয়াছে। আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলির সংখ্যা নিরূপণ করা যেরূপ দুঃসাধ্য আপনাদের ঔদার্য ও মহানুভবতাও সেইরূপ সীমাহীন। তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র আয়োজনের ত্রুটি বিচ্যুতি এবং আপনাদের বহুবিধ অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত হইলেও আমরা আপনাদের মহত্বে আস্থাহারা নই।

মহোদয়গণ, 'ইছলামপন্থী মুছলিম' বাক্যটি শ্রবণ করিয়া আপনারা চমৎকৃত হইবেননা! আপনারা হয়ত ভাবিতেছেন, যাহারা ইছলামপন্থী তাহারাই তো মুছলিম! সুতরাং এই বাক্যটি নিরর্থক এবং ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে 'তাহ্‌ছীলে হাছিল'! কিন্তু আমি আপনাদের আশ্বস্ত—করিতে চাই যে, বর্তমানে এরূপ ব্যক্তির অভাব নাই, যাঁহারা মুছলিমরূপে আত্ম প্রকাশ করিলেও ইছলামের আদর্শ, তাহার নীতি-নৈতিকতা, ইছলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও তাহার সমাজ ব্যবস্থাকে তাঁহারা আদৌ বিশ্বাস করেননা, ইছলামের মিল্লত তথা জাতীয়তার স্বাতন্ত্রে ও বৈশিষ্ট্যে তাঁহাদের কোনরূপ আস্থা নাই। মধ্যযুগীয় খৃষ্টান কূটনীতি বিশারদগণের অনুকরণে তাঁহারা ইছলামকে খৃষ্টানিটির মত এরূপ একটি রিলিজিয়নে পরিণত করিতে চাহিতেছেন যে, মানব সমাজের রাষ্ট্র ও সামাজিক জীবনে সেই রিলিজিয়নের কোনই প্রভাব ও মূল্য নাই। তাঁহারা আল্লাহর 'উলুহীয়ত', 'রবুবীয়ত' ও 'মালিকীয়ত' অর্থাৎ প্রভুত্ব, প্রতিপালকত্ব ও মালিকানা স্বত্বের গুণ সমূহকে শুধু মছজিদ ও কবরস্তানের চতুঃসীমার ভিতর আটকাইয়া রাখিতে চান। মান্ধাতা যুগীয় পারস্যের মজদকী কম্যুনিজম্ এবং অন্ধকার যুগের গ্রীস ও রোমের তথাকথিত রিপাবলিককে

কবরস্থ করিয়া মানবত্বের প্রতিষ্ঠাতা এবং হৃত-সর্বস্বদের উদ্ধারকর্তা হযরত মোহাম্মদ মুছতফা (দঃ) অবিমিশ্র মানবত্বের ভিত্তিতে পৃথিবীর সর্বাধুনিক সংবিধানের রূপায়ণ স্বরূপ যে ইছলামী-রাষ্ট্র মদীনায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এই সকল তথাকথিত মুছলমান, রছুলুল্লাহর (দঃ) সেই আদর্শে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ভৌগলিক জাতীয়তার যে অভিশপ্ত আহ্বানকে রছুলুল্লাহ (দঃ) 'জাহেলী-শ্লোগান' নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন, তাহারই চূর্ণ বিচূর্ণ প্রতিমাকে ইউরোপীয় ন্যাশনালিজমের প্রলেপ দ্বারা নূতন ভাবে জোড়াতালি দিবার চেষ্টায় তাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে 'মিল্লতে ইছলাম' ও 'উম্মতে মুছলিমার' আদর্শকে ভিত্তি করিয়া পাকিস্তান সংগ্রামের জগজ্জয়ী দুন্দভি নিনাদিত হইয়াছিল, যে আহ্বানের সুরে মন্ত্রমুগ্ধের মত হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত দশকোটি মুছলিম নরনারী মাতোয়ারা হইয়া কায়েদে আ'যম মোহাম্মদ আলী জিন্না মরহুমের পতাকামূলে সমবেত হইয়াছিলেন, যে দুর্দমনীয় প্রাণোচ্ছ্বাসের সম্মুখে ইংলণ্ডের ইংরাজ ও ভারতের হিন্দু জাতিদ্বয়কে হাঁটুগাড়িয়া বসিতে হইয়াছিল, মিল্লতে ইছলামের পুনপ্রতিষ্ঠার যে সংগ্রামে কলেমায়ে তওহীদের লক্ষ লক্ষ সন্তান-সন্ততি অগ্নি ও রক্তের পরীক্ষায় আত্মাহুতি দান করিয়াছিলেন, বড়া ছাহেব ও বড় বাবুদের করালগ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়া মুছলিম যুবকগণ তাহাদের পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য যে স্বাধীন ও স্বরাট রাষ্ট্র রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, পৃথিবীর পৃষ্ঠে নূতন করিয়া খুলাফায়ে-রাশেদীনের আদর্শ অনুসারে ইউরোপীয় গণতন্ত্র ও রুশীয় সমূহবাদের মুকাবিলায় একটি ইছলামতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠন করার উদ্দেশ্যে যে পাকিস্তানের সংগ্রাম জিতিয়া লওয়া হইয়াছিল, আমাদের এই অনৈছলামিকতার অনুসারী মুছলিম ভ্রাতৃগণ তৎসমুদয়কে নস্যাৎ করিয়া দিবার দুঃস্বপ্নে বিভোর হইয়াছেন এবং পাকিস্তানকে অমুছলিম প্রভাবান্বিত রাষ্ট্রে পর্যবসিত এবং ইছলামকে ন্যাশনাল ধর্মে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিয়াছেন।

ভ্রাতৃগণ, তাঁহাদের উল্লিখিত দৃষ্টিভংগী ও মতবাদের প্রত্যেকটি অনৈছলামিক এবং পাকিস্তান-দ্রোহিতার—জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন হইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ মুছলিম জনগণের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করার জন্য তাঁহারা আজও মুছলিমের খোলস পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতেছেননা। মত ও পথের স্বাধীনতা বর্তমান সময়ে সকল প্রকার নিয়মানুবর্তিতা ও নিষ্ঠাকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া অনাচার ও বিশৃংখলার সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। আমরা বলপূর্বক কাহারো মতের পরিবর্তন সাধন করার পক্ষপাতি নই, কিন্তু যাহা প্রকৃতপক্ষে ইছলাম নয়, যাহা একাধারে ইছলাম ও পাকিস্তান বিরোধী, শুধু সুবিধাবাদের অন্ধ লালসায় তাহাকে ইছলাম ও পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার অন্যায় এবং দুষ্ট ষড়যন্ত্র আমরা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করিতে প্রস্তুত নই। আমরা জানি, ইছলাম পাদ্রীতন্ত্র অথবা ব্রাহ্মণতন্ত্র নয়, আমরা উত্তমরূপে ইহাও অবগত আছি যে, সৃষ্টিকর্তার সহিত শুধু মানবের গোপন ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের নাম ইছলাম নয়। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, পার্থিব জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য ইছলাম বৈরাগ্যেরই নামান্তর এবং উহা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের আহার-বিহার, সামাজিক জীবনের বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, রাষ্ট্র-জীবনের রাজ্যশাসন বিধান, চারিত্রিক জীবনের নীতি ও নৈতিকতা—এক কথায় আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি পদবিক্ষেপ ইছলাম নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা ইহাও অবগত আছি যে, পৃথিবীর মুছলিম রাষ্ট্রসমূহ হইতে ইছলামের এই প্রাণশক্তিকে অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, সর্বহারা ও পরমুখাপেক্ষী করিয়া তোলা হইয়াছে। কারণ অন্য জাতির নিকট হইতে কোন আইন বা ব্যবস্থা ধার করিয়া লইতে হইলেও পৃথিবীর কোন জাতি উহাকে অপরিবর্তিত আকারে হুবহু তাঁহাদের সংবিধানের অন্তরভুক্ত করেননা, বরং উহাকে মাজিয়া ঘষিয়া এরূপভাবে সংশোধিত করিয়া লন যে, উক্ত বিজাতীয় আইন বা ব্যবস্থা তাঁহাদের সাংবিধানিক কাঠামে কোনক্রমেই অসমঞ্জস ও গরমিল প্রতিপন্ন হয়না। জাতির আত্মবিস্মৃতি এবং বিজাতির নিকট আত্মসমর্পণ করার সর্বাপেক্ষা জঘন্য ও বিশ্রী আকার হইতেছে, অন্য জাতির নিকট হইতে তাহাদের আইনকানুন অসংশোধিত আকারে ধার করিয়া লইয়া চক্ষু কর্ণ বন্ধ করিয়া সেগুলিকে অবলীলাক্রমে স্বীয় রাষ্ট্রে চালাইয়া দেওয়া। এই আচরণের ফলে তুর্কী, মিছর এবং অন্যান্য মুছলিম রাষ্ট্রগুলিকে আজ

তাহাদের নিজস্বতা ও বিশিষ্টতা হারাইতে হইয়াছে, তাহারা অন্য জাতির আনুগত্যের লৌহ শৃংখল তাহাদের গলায় দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

পাকিস্তানের বৃহত্তম সংখ্যাগুরু দল ইছলামী জীবন-ব্যবস্থার আদর্শে আস্থা সম্পন্ন এবং তাঁহাদের সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি অংশেই তাঁহারা উহা অনুসরণ করিয়া চলিতে আগ্রহান্বিত। যাঁহারা পাশ্চাত্যের আইন কানুন-গুলি পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট, তাঁহাদের পক্ষে মুছলিম জাতির অতীত ও বর্তমানের প্রতি লক্ষ রাখা অনিবার্য রূপে আবশ্যক। কিন্তু গতানুগতিকতাবাদী—ইউরোপের অন্ধ পূজারী দলের মধ্যে দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার প্রাচুর্যের অভাবে অন্যান্য মুছলিম রাজ্য সমূহের ন্যায় পাকি-স্তানেও এরূপ অসংগতি পূর্ণ সংবিধান বিরচিত হইতে চলিয়াছে যে, সেগুলিতে একাধারে যেরূপ মুছলিম—ঐতিহ্যের কোন নিদর্শন নাই তেমনই জাতির প্রকৃত সমস্যাগুলিরও কোন সাবধান সেগুলির মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা। এই পাশ্চাত্য আইনগুলি অনাগত ভবিষ্যতের দিকে ক্ষীণতম আলোক সম্পাত করিতে না পারিলেও মুছলমানগণের জাতীয় মতবাদ ও উচ্চাকাংখার পথে কুঠারাঘাত হানিয়াছে। বিজাতীয় ও বিদেশীয় আইনের বিষবৃক্ষ এরূপ স্থানে আনিয়া রোপণ করার চেষ্টা করা হইতেছে, যেস্থানের অধিবাসীবৃন্দ উহাকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারেনা। এই আইন সমূহের প্রভাবেই আমা-দিগকে গলাধাক্কা দিয়া ক্রমাগত লা-দ্বীনী ও নাস্তিকতার পথে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। এই ধর্ম নিরপেক্ষ শাসনতন্ত্র ইছলামী নীতি নৈতিকতার সমুদয় আদর্শ ও মূল্যমান ভাংগিয়া চুরিয়া মিছমার করিবার এবং পিতৃ মাতৃ-সম্পর্ক-নিরপেক্ষ আদর্শ বরণ করিয়া লইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে। পাশ্চাত্য আইন সমূহের মৌলিক ও ব্যবহারিক বিধানগুলির সহিত আমাদের ধ্যান-ধারণার ও অবস্থার কোন-রূপ দূরবর্তী সংগতিও নাই।

বস্তুতান্ত্রিক প্রয়োজনগুলিই জাতির সর্বস্ব নয় এবং শুধু বস্তুতান্ত্রিক প্রয়োজনের চাহিদাতেই পাকিস্তানের সংগ্রাম বিঘোষিত এবং পাকিস্তান অর্জিত হয় নাই। আজ ইছলাম বিরোধীদল আমা-দিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, পাকিস্তান লাভ করার পর ইছলামের এবং ইছলামী জীবনা-দর্শের কোন প্রয়োজন নাই, এক্ষণে আমাদিগকে সমুদয় বিষয় শুধু বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগী লইয়াই বিচার ও মীমাংসা করিতে হইবে, কিন্তু ভারত রাষ্ট্র হইতে শুধু এইটুকুর জন্য বিচ্ছিন্ন হইবার কি প্রয়োজন ঘটিয়াছিল, ইছলাম বিরোধী দল সে সম্বন্ধে কোন-রূপ উচ্চবাচ্য করিতে পারিতেছেননা। ধর্ম নিরপেক্ষ বস্তুতান্ত্রিক প্রয়োজনের দিক দিয়া হিন্দু ও মুছলিম প্রভৃতি বিভিন্ন মানব গোষ্ঠির মধ্যে যে কোন পার্থক্য নাই সে কথা বুঝাইবার জন্য বেশী বিদ্যাবুদ্ধির—প্রয়োজন হয় না, তথাপি পাকিস্তানের দাবী উত্থিত হইয়াছিল কেন? এই দাবীর সুরে আসমুদ্র হিমাচল দশকোটি নরনারীর হৃদয়তন্ত্রী ঝংকৃত হইয়াছিল কেন? লক্ষ লক্ষ মানব সন্তান তাহাদের ধন, প্রাণ ও আবরুকে নরপিশাচ দলের প্রতিহিংসার অগ্নি-কুণ্ডে আহুতি দিয়াছিলকেন? এককথায় ভারত-রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কি প্রয়োজন তখন দেখা দিয়াছিল বর্তমানে যাহার চাহিদা মিটিয়া—গিয়াছে? পাকিস্তান সংগ্রামের প্রধান সেনাপতি এবং অন্যান্য সেনানীবৃন্দ কি শুধু আত্ম-প্রাধান্য ও কতকগুলি চাকুরীবাকুরীর সুবিধা সৃষ্টি করার জন্যই পাকিস্তানের দাবী উত্থিত করিয়াছিলেন?

প্রকৃতপক্ষে ইছলাম বিরোধী দল স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একথা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, মুছলিমগণের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভংগী ও জাতীয়তার উৎস হইতেছে ইছলাম। মুছলমানগণের জন্য যাঁহারা আইন রচনা করার শুভ ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে সদ্বুদ্ধির অভাব না হইলে প্রত্যেকটি আইন রচনা করার পূর্বে ইহা লক্ষ করা কর্তব্য যে, ইছলামী আদর্শের সহিত উক্ত আইনের সামঞ্জস্য রহিয়াছে কিনা? সেই আইনটি মুছলমানগণের ধর্মীয় আচার সমূহের অনুকূল না প্রতিকূল? এই দূরদৃষ্টির অভাবে মুছলিম জাহানের বিভিন্ন রাষ্ট্রে এখন পাশ্চাত্য আইনগুলি ইছলামী সংবিধানগুলিকে খোলাখুলি-ভাবে চ্যালেঞ্জ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। উহারা ইছলামী আকীদা ও নীতি নৈতিকতাকে উপহাস

Contents

করিয়া চলিয়াছে। ইছলামের দাবী এবং অবশ্য-কর্তব্য সমূহের পথে পাশ্চাত্য বিধানগুলি প্রবল অন্তরায়রূপে মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। ফলে এই সকল আইন ইছলামী সংবিধানের প্রাণশক্তিকে গলা টিপিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই পাশ্চাত্য আইন সমূহের বদওলতে আমাদের সুখ শান্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, আমাদের চতুষ্পার্শ্বে বিশৃংখলা, অনাচার এবং দুর্নীতির মড়ক আরম্ভ হইয়াছে। সমগ্র ইছলাম জগত আজ এক অশুভ ও অনভিপ্রেত পরিবেশের ভিতর বন্দী হইয়া রহিয়াছে। ইরাণ, তুরাণ, তুর্কী ও মিছরের এই ভয়াবহ সংকটকেই ইছলাম বিরোধী মুছলিম নেতারা পাকিস্তানের আদর্শরূপে বরণ করিয়া লইবার উস্কানী প্রদান করিতেছে।

পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য রহিয়াছে যে, দুনিয়ার অন্যান্য জাতি সমূহের তুলনায় মুছলমানগণ কল্যাণ ও সাধুতার জন্য অধিকতর আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাঁহারাই সততার অধিকতর সহায়ক এবং পরস্পরের প্রতি পৃথিবীর সমুদয় জাতি অপেক্ষা অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন ও প্রীতিপরায়ণ ছিলেন। কারণ ইছলামী জীবনাদর্শ তাঁহাদের জীবনের গতিকে এই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত করার জন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য করিয়াছিল। যেদিন হইতে মুছলিম জাহানে বিজাতীয় আইন কানুনের প্রভাব সম্প্রসারিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই মুছলমানগণ ক্রমে ক্রমে সম্মান ও গৌরবের সমুন্নত আসন হারাইয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা চারিত্রিক মহত্ত্ব ও নীতি-নৈতিকতার গুণ-সমূহ হইতে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছেন। আজ আত্ম-পরায়ণতা, অহমিকতা, বস্তুতান্ত্রিকতা এবং সুবিধা-বাদ আমাদের জাতীয় মেরুদণ্ডকে ক্ষয় করিয়া চলিয়াছে, হালাল ও হারাম, বৈধ ও অবৈধের তমীয আমাদের মধ্য হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে বসিয়াছে। ইছলাম আমাদের সমুদয় ভেদবুদ্ধির অবসান ঘটাইয়া আমাদিগকে এক মহান ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করিয়াছিল। আমাদের ইবাদত ও বন্দেগী, আধ্যাত্মিকতা ও রূহানীয়ত জাতীয় সংহতির উৎস মূল হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। অতীতে মতের পার্থক্য ও ব্যাখ্যার বৈষম্য আমাদিগকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন প্রকার গণ্ডিতে বিভক্ত করিয়া বিজাতির মুখাপেক্ষী, দুর্বল ও অসহায় হইবার সুযোগ দান করে নাই। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের মধ্যে যাঁহারা সত্যসত্যই ইছলামী-জীবন ব্যবস্থাকে সন্দেহ করিতে শিখেন নাই, কোরআনে-আযীম কর্তৃক বর্ণিত—ইছলামের বিশ্বজনীন জাতীয়তাকে রক্ত, বর্ণ, ভাষা ও ভৌগলিকতার বন্ধনে সংকুচিত করিতে প্রয়াসী হননাই, তাঁহারা অর্থাৎ সেই ইছলামপন্থীগণও শুধু সুবিধাবাদ ও আত্মসর্বস্বতার দরুণ বিভিন্ন দলে, পার্টিতে ও ফির্কায় বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত রহিয়াছেন।

মহোদয়গণ, ইছলাম বিরোধী দলসমূহ ইছলামী আদর্শ ও ইছলামী রাজ্যশাসন বিধানকে নেস্ত-নাবুদ করার জন্য যে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে তাহার সমুচিত উত্তর প্রদান করার উদ্দেশ্যে পাবনার সর্বদলীয় ইছলামপন্থীগণ দল ও মতের সমুদয় মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া প্রদেশের সকল প্রান্তের এবং সকল দলের ইছলামপন্থীদিগকে এক ও অভিন্ন ফ্রন্টে সমবেত হইবার আহ্বান জানাইবার জন্য এই সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মহোদয়গণ, ফরাসী বিপ্লবের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ ইউরোপীয় ডেমোক্রেসীতে সাম্য এবং ব্যক্তিগত অভিমতের স্বাধীনতার কথাই সর্বাপেক্ষা অধিক উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ বিঘোষিত হইয়াছে। উল্লিখিত আদর্শ দুইটির সমন্বয় সাধনকল্পে তৎকালীন আইনজীবীরা মানুষের মতবাদের সহিত আইনের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া ফেলেন। আইন এবং মতবাদকে পরস্পর গ্রথিত করিয়া রাখিলে উহা চিন্তার স্বাধীনতাকে ব্যাহত করিয়া তুলিবে এবং ইহার ফলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে আইনগত সাম্য কায়েম থাকিবেনা—তৎকালীন আইনজীবীদের এই অশুভ খাম-খেয়ালীর দরুণেই রাষ্ট্রের আইনকে ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তির উপর রচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল কিন্তু ইছলাম এই নীতির কঠোর

প্রতিবাদ করিয়াছে। ইছলামী আইনগুলি তাহাদের স্বভাব ও মৌলিকতার দিক দিয়া ধর্ম নিরপেক্ষ নয়, অথচ ইছলামের এই বুনিয়াদী নীতিও সর্বজনবিদিত যে, উহার আইনগুলি মুছলমানগণের ন্যায় ইছলাম-রাজ্যের অমুছলিম নাগরিকদের জন্যও তুল্য রূপে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে নাগরিক সাম্য এবং চিন্তার স্বাধীনতাও ইছলামের স্বীকৃত নীতি সমূহের অন্তরভুক্ত। ইছলাম খেয়ালী ন্যাশনাল আদর্শের পরিবর্তে এই বাস্তব মূলনীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে, ইছলাম-রাষ্ট্রের অমুছলিম প্রজাগণের যে সকল স্বার্থ মুছলিম প্রজাগণের স্বার্থের সহিত অভিন্ন, সেসকল ব্যাপারে উভয়ের প্রতি অভিন্ন আইন প্রযোজ্য হইবে এবং যে সকল বিষয়ে তাহারা বিভিন্ন সেই সব ব্যাপারে আইনের বিভিন্নতাকে মানিয়া লইতে হইবে। বিভিন্ন দলসমূহের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যেরূপ ন্যায়সংগত, সেইরূপ বিভিন্ন এবং পরস্পর বিরোধী দল সমূহকে সাম্যের নামে একই আইনের জোয়াল দ্বারা হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া সম্পূর্ণরূপে অন্যায় এবং অত্যাচারমূলক। মতবাদ সম্পর্কে মুছলিম ও অমুছলিম উভয়ের প্রতি অভিন্ন আইন প্রয়োগ করা হইলে উহাকে সর্বাপেক্ষা অন্যায় ও গর্হিত আচরণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মদ্যপান এবং শূকরের মাংস ভক্ষণ মুছলমানদের জন্য হারাম এবং যে মুছলিম ইহার অনুষ্ঠাচরণ করিবে, শুধু ইছলামী নীতির দিক দিয়া নয়, আইনের দৃষ্টিতেও সে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে কিন্তু অমুছলিমের ধর্মে মদ্যপান ও শূকর মাংস অবৈধ নয়, সুতরাং শরীঅতের আইন অনুসারে উহার নিষিদ্ধতার বিধান অমুছলিমের উপর প্রযোজ্য হইবেনা। যদি মুছলমানদিগকে মদ্যপানের এবং শূকর মাংস ভক্ষণের আইনসংগত অধিকার প্রদান করা হয় তাহাহইলে ইহাদ্বারা তাহাদের ধর্মীয় মনোভাবকে অবনমিত এবং লাঞ্ছিত করা হইবে। এই দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহা উত্তমরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পাকিস্তানে ন্যাশনালিজমের বুনিয়াদে আইন রচনা করার প্রচেষ্টা শুধু নির্বুদ্ধিতাব্যঞ্জকই নয়, উহা পৃথিবীতে ইছলামী আদর্শের পুনরুজ্জীবন সাধনের শেষ প্রচেষ্টাকে চিরতরে অবলুপ্ত করিয়া দিবে।

পাকিস্তানের মুছলমানগণের ইহা চরম দুর্ভাগ্য যে, যে সকল বিষয় এযাবতকাল সর্বসম্মত সত্যরূপে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল, ইছলামবিরোধী দল সেগুলির মধ্যেও দ্বিধা এবং সংশয়ের বিষবাষ্প আবিষ্কার করিয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বেই যখন হইতে এই দেশে ভোট প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, মুছলমানগণ স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবীর সত্যতা একবাক্যে মানিয়া লইয়াছেন। শুধু সংখ্যার তারতম্যকে লক্ষ করিয়াই এই দাবীর ন্যায্যতা স্বীকৃত হয় নাই বরং প্রকৃতপক্ষে মুছলমানগণ যে-সকল আদর্শের ধারক ও বাহক, কোন অমুছলিম প্রতিনিধির সাহায্যে সেগুলির অভিভাবকত্ব ও সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রতিপালিত হওয়া সম্ভবপর নয়—এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়াই পৃথক নির্বাচনের দাবী বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। পাকিস্তান কায়েম হইবার পর এমন কোন্ অপূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছে যাহার ফলে সমুদয় অমুছলিমকে মুছলিম নাগরিকবৃন্দের অভিভাবকত্বের অধিকার সমর্পণ করা যাইতে পারে? মুছলিমগণের জাতীয়তার স্বাতন্ত্র্য তাহাদের নামের বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া উঠিতেছে। এই স্বাতন্ত্র্যকে লক্ষ করিয়াই অতীতে ভারতীয় মুছলমানদিগকে খেজুরের দেশে নির্বাসিত করার আন্দোলন শুরু করা হইয়াছিল আর আজও ইহারই চাহিদায় ভারতের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সহস্র সহস্র মুছলমানকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার আসুরিক লীলা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পরও যাহারা পাকিস্তানের দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিকে উপহাস করিতে চায় এবং হিন্দু ও মুছলিম নামক দুইটি মুশ্‌রিক ও মুওয়াহ্‌হিদ জাতিকে একই জাতিরূপে আখ্যাত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে ইছলাম-বিরোধী দলের এজেন্ট অথবা নির্বোধের স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী ছাড়া আর কি কল্পনা করা যাইতে পারে?

মহোদয়গণ, যাঁহারা কস্মিনকালেও ইছলামী আদর্শের সত্যতাকে স্বীকার করেন নাই, যাঁহারা

পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতিরোধকল্পে পাকিস্তান কায়েম হইবার পরও তাঁহাদের সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, যাঁহারা ইছলাম ও ইছলামী আদর্শের সর্বদা মুখ ভেংচাইয়া থাকেন, যাঁহারা পাকিস্তানকে গোরস্তান নামে অভিহিত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, আজ ঘটনাচক্রে দৈবাৎ ক্ষমতা ও নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের ইছলাম ও পাকিস্তানের আদর্শকে নস্যাৎ করার এবং মুছলিম জাতিকে তাহার সমুদয় গৌরব হইতে বঞ্চিত করিয়া অমুছলিম প্রাধান্যের অধীনে নিষ্পেষিত করার হীন ষড়যন্ত্র মুছলমানগণ বরদাশ্‌ত করিবেন কি?

বন্ধুগণ, আসুন, আমরা অতীতের কোন্দল ও কোলাহলকে বিসর্জন দিয়া নবযুগের পত্তন করি। আমরা সংকল্প বদ্ধ হই যে, আমাদের দেহে রক্তের একটি কণিকাও বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত আমরা ইছলাম-বিরোধী শক্তির সম্মুখে আত্মসমর্পন করিবনা,—আমরা আমাদের এবং স্ত্রী, পুত্র ও পরিবারবর্গের জীবনের বিনিময়েও আল্লাহ্ এবং তদীয় প্রিয় রছুলের (দঃ) কলেমার গৌরবকে ম্লান হইতে দিবনা! পাকিস্তান চিরঞ্জীবী হইবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং ইহার শত্রুদল যত বড়ই শক্তিমান হউকনা কেন, আমরা তাহাদিগকে ইহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে দিবনা।

মহোদয়গণ, আপনাদের অভ্যর্থনাসমিতি আপনাদিগকে সাদর সম্ভাষণ ও স্বাগতম জ্ঞাপন করার জন্য আমার মত একজন অক্ষম, চিররুগ্ন ও অন্ধপ্রায় ব্যক্তিকে তাঁহাদের পুরোভাগে স্থান দান করিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য এই যে, পাকিস্তানের সম্মুখে আজ যে সংকট-মুহূর্ত সমাগত হইয়াছে, তাহাতে অন্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদেরও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকার আর অবসর নাই। আমরা যতই দুর্বল হই, আমাদের আয়োজন যতই অকিঞ্চিৎকর হউক, কনফারেন্সের সফলতার পথে সুযোগ সন্ধানীরা যতই বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকুক, আমাদের হৃদয়ের অনাবিল প্রীতি ও শ্রদ্ধা আমাদের সম্ভ্রান্ত অতিথিদিগকে সিক্ত করিবেই। আমাদের মাননীয় অতিথিগণ আমাদের সমুদয় ত্রুটি বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করিয়া এই সংকট মুহূর্তে জাতির সম্মুখে বাস্তব এবং সত্যপথের সন্ধান প্রদান করিবেন।

সর্বশেষে সর্বসিদ্ধিদাতা পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র কাছে জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা এবং ইছলাম বিরোধীগণের মুকাবিলায় ইছলামপন্থীগণের জয় এবং সাফল্য কামনা করিয়া আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিতেছি।

بیا تا گل برافشانیم و مے در ساغر اندازیم،
فلک را سقف بشگافیم و طرح نو دراندازیم!
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین-

একটি অনুপম ছওগাত
মওলানা মোহাম্মদ আবুল্লাহেল কাফী
আল্ কোরায়শী ছাহেবের
দীর্ঘ সাধনার ফল
নবুওতে-মোহাম্মদী
রছুলুল্লাহ্‌র (দঃ) গুণাবলী এবং বিশিষ্টতার সঠিক ও অভ্রান্ত তথ্য সম্বলিত, ৩৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ইছলামী ফ্রণ্ট কন্‌ফারেন্স
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির
অভিভাষণ
স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও মুদ্রিত হইয়াছে।
মূল্য ৵০ আনা মাত্র ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান—
আল্ হাদীছ প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস।

ইছলামী শাসনতন্ত্রের গুরুত্ব

অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও সেশনস জজ **জনাব ছৈয়েদ রশীদুল হাছান,** এম-এ, বি-এল,

(সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট সম্মেলনে পঠিত পয়গাম)

জনাব সদ্‌রে মুহ্‌তরম এবং মোয়াযযায্‌ হাজেরীন,

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধেয় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌ কোরায়শী সাহেব আমাকে আপনাদের কন্‌ফারেন্সে শরীক হতে আহ্বান করেছিলেন—আপনাদের খাদেম হিসাবে এবং একজন নগণ্য মুসলমান হিসাবে কন্‌ফারেন্সে যোগ দেওয়া আমার ফরয ছিল। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ প্রতিবন্ধক এবং প্রতিকূল অবস্থার দরুণ ঠিক এই সময় আমি শরীক্‌ হতে পার্‌ছি না। বর্ত্তমানে আমি ইলেকশন ট্রাইবিউনেলের মেম্বর হিসেবে কাজ করছি এবং আগামী ৭ তারিখে ট্রাইবিউনেল বসার দিন ধার্য্য আছে, এমতাবস্থায় আমি ৬ বা ৭ তারিখে কন্‌ফারেন্সে যোগদান কর্‌তে অক্ষম। কিন্তু যদিও আমি শারিরীক যোগদানে অপারগ, তথাপি আমার মন আপনাদের খেদ্‌মতেই হাজির আছে। আমি কায়মনোবাক্যে আল্লার দরবারে দোওয়া কর্‌ছি যেন এই কন্‌ফারেন্স সাফল্য-মণ্ডিত হয় এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই কন্‌ফারেন্স ডাকা হয়েছে আল্লাহ্‌ পাক যেন সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন, আমিন।

ভাইগণ, আমরা আজ অতি সংকটময় পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছি। পাকিস্তান হাছেলের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ কি ছিল তা কারও অবিদিত নয়। পাকিস্তানের দাবীর মুখ্য কারণ ছিল মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাসভূমি (*Home land*) অর্জ্জন করা যেখানে মুসলমানগণ নিজেদের ধর্ম্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্য পূর্ণভাবে বজায় রেখে জীবনধারণ করতে পারে অন্য কথায় যেখানে ইসলামী বিধান অনুসারে অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নার উপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে। যদি এটাই মূল এবং আসল উদ্দেশ্য না হতো তবে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করার কোনই প্রয়োজন ছিল না। পাকিস্তান হাসিলের পরও যে আদর্শপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল তাতেও সেই উদ্দেশ্য এবং আদর্শ মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয়, আমাদের কিছু সংখ্যক নেতাদের আচরণে আমাদের সেই উদ্দেশ্য হাসেল হওয়া সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল হবার উপক্রম হয়েছে, আমাদের সমস্ত শ্রম ও প্রচেষ্টা এবং আমাদের সমস্ত সাধনা ও ত্যাগ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতে চলেছে। তাই এই সংকট মুহূর্তে প্রত্যেক সত্যিকার মুসলমানের উপর ফরয্‌ নিজেদের সর্ব্ব শক্তি দ্বারা এই ইসলাম বিরোধী কার্য্য কলাপের প্রতিবাদ করা এবং আইন সংগত উপায়ে তার বিরোধিতা করা। পাকিস্তানী মুসলমান ভাইদের কাছে আমার আকুল আবেদন, তারা যেন এই সংকট মুহূর্তে নিজেদের কর্ত্তব্য সমাধানে পশ্চাৎপদ না হন এবং নিজেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফরয্‌ পালনে অবহেলা না করেন। যিনি যে স্থানেই অধিকার করে থাকুন না কেন, মুসলমান হিসাবে ঈমান এবং ইসলামকে রক্ষা করা তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। চাকুরীজীবি হউন, বা আইন-ব্যবসায়ী হউন, কারবারী হউন বা শ্রমজীবি হউন আলেম বা অজ্ঞই হউন, সমভাবে প্রত্যেক মুসলমানের কাছে ইসলাম অতি প্রিয় বরং প্রাণাধিক প্রিয়। সুতরাং যে যে স্থানেই থাকি না কেন, আল্লাহ ও রসুলের ডাকে, ইসলাম ও ঈমানের ডাকে, আমাদের সাড়া দিতে সব সময়ই প্রস্তুত থাকতে হবে। পাকিস্তান হাসিলের পূর্ব্বেও অতি সংকটময় যোগে আল্লাহর নামে, রসুল ও ইসলামের নামে, মরহুম কায়েদে আজমের ডাকে, মুসলিম সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে সাড়া

দিয়েছিল। তারই ফলে, আল্লার অসীম মেহেরবানী এবং রহমত স্বরূপ আমরা পাকিস্তান অর্জ্জন করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাকিস্তান হাসেলের পর এখনও আবার তেমনি সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র চলছে। আরও আফছোছ ও পরিতাপের বিষয় যে, কিছু সংখ্যক মুসলমান নামধারী পাকিস্তানবাসীই এই অবস্থার অবতারণা করেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, কোন মুসলমান, যার মধ্যে বিন্দুমাত্রও ঈমানের কণা বিদ্যমান আছে পবিত্র কোরআন ছুন্নার উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার সে বিরোধিতা করতে পারে কি? আমার ত মনে হয় যে, কোন মুসলমানের পক্ষে এমন আচরণ অসম্ভব। যারা এই বিরোধিতা করে বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী হয়েছেন তাঁদের কাছে আমার এই বিনীত অনুরোধ, তাঁরা যেন তাঁদের এই অনৈসলামিক মনোবৃত্তি ও কার্য কলাপের পরিবর্ত্তন করেন। তাঁদের এই মনোভাবের একমাত্র কারণ হলো তাঁদের ইসলামের মহৎ এবং উদার আদর্শ সম্বন্ধে সীমাহীন অজ্ঞতা। আমার আকুল আবেদন, তাঁরা যেন ইসলামকে চিন্‌বার চেষ্টা করেন এবং তার উপায়ই হলো, ইসলামের বিধান, ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা এবং ইসলামের রাষ্ট্রনীতির সংগে পরিচিত হওয়া। আমি স্বীকার করি, আমাদের এই অজ্ঞতার মূলে রয়েছে দু'শ বছরের বিদেশী ও বিধর্মী শাসন। কিন্তু পাকিস্তান হাসিলের পরও আর সেই অবস্থাকে চল্‌তে দেওয়া যেতে পারে না। বরং এখন অমুসলমান ভাইদের সম্মুখে আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে যে ইসলাম ভয় করবার জিনিষ নয়, ইসলাম একটি ভালবাসার জিনিষ। ইসলাম কোন এক বিশেষ শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য আসে নাই। ইসলাম এসেছে সমস্ত দুনিয়াবাসীর মঙ্গল ও ব্যাপক শান্তির জন্য। অবশ্য ইসলাম নামধারী মুসলমান যারা—তাদের মধ্যেই অনেকের অনৈসলামিক কার্য্য কলাপ ও আচার ব্যবহারের জন্যই আজ দুনিয়ার বুকে ইসলামের এই অবমাননা। আমরা নামের মুসলমানগণ আমাদের এই আচরণের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কি জবাব দিব তা চিন্তারও বাইরে। পাকিস্তান হাসিল করা হয়েছে সেই সমস্ত দোষ ত্রুটি দূর করে—আমাদের সত্যিকার মুসলমান করে তুলবার জন্য, ইসলামের সৌন্দর্য্য দুনিয়ার বুকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য এবং পাকিস্তানে ইল্‌লামের বাস্তবানুগ আদর্শের ভিতর দিয়ে সমস্ত বিভ্রান্ত দুনিয়াকে পথ দেখাবার জন্য কিন্তু আক্ষেপ ও পরম পরিতাপের বিষয় আজ সেই আদর্শের মূলেই কুঠারাঘাত করতে আমরা উদ্যত।

বেরাদারানে ইসলাম, আজ আমাদের সকলকে ব্যক্তিগত মতভেদ, দলাদলি ও কলহ কোন্দল বিসর্জ্জন দিয়ে, আমাদের প্রাণ প্রিয় ইসলামকে এবং ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে, ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে রক্ষা করতে এবং শক্তিশালী করার জন্য বদ্ধপরিকর হতে হবে, অন্যথায় ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানকে—রাখা সুকঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

আমাদের পথ প্রদর্শক একমাত্র আল্লাহর এবং তাঁর প্রিয় রসুল (দঃ)। মুসলমানের আর কোনই অবলম্বনীয় পথ নাই। পবিত্র 'কোরআন পাকে' আল্লাহ আমাদের পরিষ্কার নির্দেশ দিচ্ছেন :—

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به —

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর, এবং তাঁর রসুলের (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম) উপর বিশ্বাস স্থাপন কর (তাহলে) তোমাদিগকে (আল্লাহ) তাঁর রহমতের ভাণ্ডার থেকে দুটী—রহমত দান করবেন এবং তোমাদের জন্য একটা নূর—জ্যোতি (আলো বা হেদায়েত) প্রতিষ্ঠা করবেন, যাহা অবলম্বন করে তোমরা পথ চলতে পারবে।"

ঈমানদারদের পথ চলার জন্য আল্লাহ—পাকের যে নূর বা আলোর প্রতিশ্রুতি এখানে দেওয়া হয়েছে, সেই নূরই হলো আল্লার হেদায়েতের বাণী 'আল-কোরআন'। উপরক্ত আয়ত পাকে আল্লাহ আরও বলেছেন, তিনি আমাদিগকে তাঁর রহমতের ভাণ্ডার থেকে দু' দুটি রহমত দিবেন। যদি

আমরা তাঁকে ভয় করে চলি এবং তাঁর রসুলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করি। আল্লাহকে ভয় করার অর্থ—কোরানে লিপিবদ্ধ আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন করা এবং রসুলকে বিশ্বাস করার অর্থ তাঁর অনুগত হওয়া। অপর কথায় কোরআন এবং সুন্নার উপর নিজদেরকে প্রতিষ্ঠা করা। পাকিস্তান অর্জ্জনের মুখ্য উদ্দেশ্যও ছিল তাই, কিন্তু আজ আমরা সেই আদর্শ হতে বিচ্যুত হতে চলেছি, এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। যাদের আল্লাহ ও রসুলের প্রতি কিছু মাত্রও বিশ্বাস আছে, যাদের প্রাণে ইসলামের প্রতি অনুরাগ আছে, তাদের আর চুপ করে বসে থাকবার সময় নাই। ইসলামের ডাকে সকলেই এগিয়ে আসুন এবং যাঁরা অজ্ঞতা বশতঃ পথভ্রষ্ট হতে চলেছেন, তাদের সঠিক পথের দিকে ডেকে আনুন।

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة -

"তোমার প্রভুর পথের দিকে হেকমত এবং অতি উত্তম নছিহতের সংগে ডাক।"

ইসলাম কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের জন্য নয় বরং ইসলাম সকলের জন্যই মঙ্গল ও শান্তির বাণী নিয়ে এসেছে। আমরা যদি ইসলামকে সত্যিকার ভাবে রূপায়িত করে তুলতে পারি তবে—পাকিস্তানের অমুসলমান ভাইগণও ইসলামী শাসনতন্ত্রকে 'স্বাগতম' জানাবেন। আজ সর্ব্বদলীয় মুসলমান ভাইদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, পাকিস্তানে ইছলামী বিধান, ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বশক্তি নিয়ে আত্মনিয়োগ করা।

আমার এই ক্ষুদ্র বাণী দিয়ে আপনাদের যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছি। যদিও আমি হয়ত আপনাদের সকলের কাছে বিশেষ পরিচিত নই, কিন্তু 'পাবনার' কাছে, যেখানে এই কন্‌ফারেন্সের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আমি খুবই ভাল ভাবে পরিচিত। জেলা জজ হিসাবে আমি তাদের খেদমতের—সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম, তাছাড়া তাদের একজন নগণ্য মুসলমান ভাই হিসাবে আমি তাদের কাছে কেবল পরিচিতই নই বরং সমাদৃত। পাবনাবাসী আমাকে অতি প্রীতি ও স্নেহের চক্ষে দেখেছেন এবং আমি আমার 'ইস্‌লাহ' আন্দোলনে তাদের যথেষ্ট সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি। তাছাড়া আপনাদের অভ্যর্থনা—সমিতির সভাপতি জনাব মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেব, অন্যান্য উলামায়ে কেরাম ও বন্ধু-বান্ধবের দোওয়া ও ভালবাসা লাভ করার সৌভাগ্যও আমি অর্জ্জন করেছি।

আমার এই ক্ষুদ্র বাণীর পরিশেষে সকল মুসলমান ভাইদের কাছে আমার এল্‌তেজা ও অনুরোধ, তাঁরা যেন এই কন্‌ফারেন্সকে সাফল্য মণ্ডিত করেন অর্থাৎ এই কন্‌ফারেন্সের মহৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তবে পরিণত করতে নিজ নিজ পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেন।

نصر من الله وفتح قريب "আল্লাহর সাহায্য ও জয় সন্নিকট এবং সুনিশ্চিত।" আমরা যদি খাঁটি ঈমানদারীর সঙ্গে আল্লাহর উপর নির্ভর করে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাই, তা'হলে আল্লার সাহায্য অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ পাক বলছেন, وكان حقا علينا نصر المومنين "মোমেনদের সাহায্য করা আমার (আল্লাহর) উপর তাদের একটা হক্ প্রাপ্য।" যদি আমরা সত্যিকার মোমেন হই, তাঁর সাহায্য তাঁরই ঘোষণানুযায়ী আমাদের একটা প্রাপ্য, তা তিনি অবশ্যই আমাদের দিবেন। আল্লাহর সাহায্য যার সঙ্গে আছে, তার আবার ভয় কিসের? তাঁর ওয়াদাকৃত সাহায্য আমরা পাই না, কারণ আমরা সত্যিকার মোমেন নই।

মরহুম কবি এবং হাদী আল্লামা ইকবাল—জওয়াবে শেকওয়ায় বলছেন—

عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری
مرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری -
ماسوا اللہ کے لئے آگ ہے تکبیر تیری
تو مسلماں ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری -
کی محمد (صلے) سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا ؟ لوح وقلم تیرے ہیں -

(৩০৪ পৃষ্ঠার শেষের দিকে দেখুন)

মুছলিম রাজ্য সমূহের প্রচলিত আইন

(২৬৬ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

৩। যে বিষয়ে আল্লাহ এবং তদীয় রছুল (দঃ) কোনরূপ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিবে, না প্রত্যাখ্যান করিবে—ইহার স্বাধীনতা আল্লাহ কোন মুমিন পুরুষ বা নারীকে প্রদান করেন-নাই, যে এরূপ স্বাধীনতা পাইতে চায়, কোরআনের নির্দেশ মত সে ব্যক্তি কাফির, যালিম ও ফাছিক, কারণ আল্লাহর নির্দেশ—

আল্লাহ এবং তদীয় রছুল (দঃ) যখন কোন বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেন, তখন তাহা গ্রহণ বা বর্জন করার ইখ্‌তিয়ারের স্বাধীনতা কোন মু'মিন বা মু'মিনার নাই,—আল-আহযাব ৩৬ আয়ত।

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم !

৪। আল্লাহ স্বীয় নবীকে তাঁহার অবতীর্ণ আদেশ অনুসারেই বিচার ও শাসনকার্য সমাধা করার নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এবং হে রছুল (দঃ), আপনি তাহাদের বিচার— মীমাংসা করুন, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার সাহায্যে—আল মায়েদা, ৪৯ আয়ত।

وان احكم بينهم بما انزل الله !

আরো আল্লাহ স্বীয় রছুল (দঃ) কে বলিয়াছেন, আমি আপনার নিকট সত্য সহ-কারে গ্রন্থ অবতীর্ণ করি-য়াছি, যাহাতে আপনি, আল্লাহ আপনাকে যাহা বুঝাইয়াছেন তদনুসারে আপনি জনগণের মধ্যে শাসন কার্য পরিচালনা করেন—আন্‌নিছা ১০৫।

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله !

আল্লাহর স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা এইযে, যাহারা আল্লাহর অবতীর্ণ শরীঅত অনুসারে বিচার ও শাসন কার্য পরিচালনা করেনা, তাহারা নিশ্চিত রূপে কাফির—আল্‌মায়েদা, ৪৪।

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الكافرون !

৪৫ আয়তে বলা হইয়াছে, যাহারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুসারে বিচার ও শাসন করেনা তাহারা নিশ্চিতরূপে যালিম, অনাচারী। পুনশ্চ ৪৭ আয়তে উক্ত হইয়াছে এবং যাহারা আল্লাহর অবতীর্ণ ব্যবস্থা-নুসারে শাসন ও বিচার কার্য সম্পন্ন করেনা তাহারা নিশ্চয় ফাছিক, ব্যভিচারী।

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الظالمون !

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الفاسقون !

মুছলমান বিদ্বানগণের ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, আল্লাহর অবতীর্ণ আদেশ ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি অন্য কোন পদ্ধতিতে বিচার নিষ্পত্তি করাইবে, উল্লিখিত তিনটি আয়তের মধ্যে যে কোন একটির নির্দেশ তাহার উপর প্রযোজ্য হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, চুরি, ব্যভিচারের অপবাদ অথবা ব্যভিচার সম্পর্কিত ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় মোকদ্দমার বিচার অনৈছলামিক পদ্ধতিতে এইজন্য নিষ্পন্ন করাইতে চায় যে, সে অনৈছলামিক বিধানকে ইছলামী আইন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও উৎকৃষ্টতর বিবেচনা করে, তাহাহইলে সে অবিসম্বাদিত কাফির হইবে। কিন্তু মনে ও মুখে ইছলামী দণ্ডবিধির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা স্বত্বেও যদি দুর্বলতা নিবন্ধন অথবা অন্যবিধ কারণে সে অনৈছলা-মিক আইনের সাহায্য গ্রহণ করে, তাহাহইলে অন্তঃতপক্ষে তাহাকে ফাছিক হইতে হইবেই আর অনৈছলামিক আইনের আশ্রয় লইয়া যদি কোন ব্যক্তি কাহারো ইছলামী হক গ্রাস করিয়া লয় অথবা অবিচার করে, তাহাহইলে সে যালিমদলের অন্তরভুক্ত হইবে।

(৩০৩ পৃষ্ঠার পর)

সর্ব্বশেষে পবিত্র কোরআন পাকের একটি নির্দেশ উদ্ধৃত করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি—

فاقيموا الصلوة واتوا الزكوة واعتصموا بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير –

"সুতরাং নমাজ প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত দাও এবং আল্লাহকে দৃঢ় ভাবে অবলম্বন কর, তিনিই—তোমাদের অতি উত্তম মওলা (অভিভাবক) এবং অতি উত্তম সাহায্যকারী।"

ভাইগণ, আমি নিজে উপস্থিত হতে পারি নাই, সেজন্য ক্ষমা করবেন।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ! ইসলামী ফ্রন্ট জিন্দাবাদ!

সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট কনফারেন্স

পাবনার ঐতিহাসিক অধিবেশন

[বিগত ৬ই ও ৭ই জানুয়ারী ১৯৫৬ মুতাবিক ২১শে ও ২২শে পৌষ, শুক্র ও শনিবার পাবনা যিলা টাউনের পাকিস্তান ঈদগাহে ইছলামী ফ্রন্ট কন্‌ফারেন্সের যে বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অধিবেশন বিপুল শান শওকত এবং উৎসাহ উদ্দীপনার ভিতর দিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ হইল।]

সূচনা :

৪ঠা নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় উলামা কনভেনশন এবং ১১ই নভেম্বর নেযামে ইছলামের উদ্যোগে আহূত পল্টন ময়দানের বিরাট জনসভায় পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীছের প্রেসিডেন্ট হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব সভাপতির ভাষণে লৌকিকতাবাদী ও ইছলামবিরোধী দলের মুকাবেলায় পাকিস্তানের পাক-ভূমিতে বহু প্রতিশ্রুত ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রবর্তন ও ইছলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে কামিয়াব করার উদ্দেশ্যেস মস্ত ইছলামী দল সমূহের সমবায়ে একটি শক্তিশালী ইছলামী ফ্রন্ট গঠন এবং দলমত নির্বিশেষে সকল ইছলাম পন্থীগণকে উক্ত ইছলামী ফ্রন্টে সমবেত হওয়ার যে আকুল আহ্বান ও মর্মস্পর্শী আবেদন জানান, বিভিন্ন ইছলামী প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের কণ্ঠে প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে উহার সমর্থন ও পুনরুক্তি ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়। জনাব মওলানা ছাহেবের বর্তমান কর্মভূমি পাবনায় এই দাবী সর্বাপেক্ষা মুখর হইয়া উঠে। পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ, জিলা মুছলিম লীগ, নেযামে ইলমাম পার্টি, আঞ্জুমানে মুহাজেরীণ ও ইছলাহুল মুছলেমীন প্রভৃতি দলের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি এবং অন্যান্য দল নিরপেক্ষ ইছলামপন্থীগণ ২৭শে নভেম্বর তারীখে পাবনা আহ্‌লেহাদীছ জামে মছ্‌জিদে সমবেত হইয়া ইছলামী ফ্রন্ট গঠনের জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং তদনুসারে একটি সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট এডহক কমিটী গঠিত হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বর সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট কনফারেন্স আহ্বান করার সংকল্প গৃহীত হয় এবং পাবনা সদর মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে এজন্য প্রচার ও প্রোপাগাণ্ডা আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয়।

উদ্যোগ আয়োজন, প্রচার ও প্রোপাগাণ্ডা

জনগণের মধ্যে এই ব্যাপারে সাড়া পড়িয়া যায় এবং প্রাদেশিক আকারে উক্ত কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত করার জোর দাবী উত্থিত হয়। ফলে এডহক কমিটীর পক্ষ হইতে জনাব মওলানা ছাহেবকে ইছলামপন্থী প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের সহিত সংযোগ স্থাপন এবং তাঁহাদিগকে কনফারেন্সে যোগদানের আমন্ত্রণ জ্ঞাপনের ভার অর্পিত হয়। বিগত ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুছলিম লীগের জনসভায় যোগদান করিতে গিয়া তিনি প্রায় সমস্ত ইছলামপন্থী নেতৃবৃন্দের সহিত মোলাকাত করিয়া তাঁহাদের অধিকাংশের নিকট হইতে কন্‌ফারেন্সে যোগদানের সম্মতি গ্রহণ করেন এবং ৬ই ও ৭ই জানুয়ারী ১৯৫৬ কনফারেন্সের দিন ধার্য্য করিয়া তিনি পাবনায় প্রত্যাবর্তিত হন। জনাব মওলানা আলকোরায়শী ছাহেবকে সভাপতি, প্রফেসর মওলানা কে এম টি হুছাইন ও মওলবী আবদুর রহমান বি, এ-বি, টিকে জয়েন্ট সেক্রেটারী এবং আলহাজ্ব শায়খ আবদুছছুবহান ছাহেবকে ক্যাশিয়ার এবং বিভিন্ন কাজের সুষ্ঠু আঞ্জাম দানের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সমবায়ে ফাইনান্স কমিটী, প্যাণ্ডাল কমিটী, প্রচার কমিটী, স্বেচ্ছাসেবক কমিটী ও খাদ্য কমিটী গঠন করিয়া একটি প্রতিনিধিমূলক শক্তিশালী অভ্যর্থনা

সমিতি কায়েম করা হয়ঃ

১। প্রফেসার মওলানা কে, এম, টী হোছাইন
২। মৌলবী তোরাব আলী বি, এল
৩। হাজি আবদুছ ছুবহান
৪। মওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী
৫। মওলবী আবদুল ওয়াহ্হাব
৬। „ খবীর উদ্দীন আহমদ
৭। „ বজলুর রহমান আলমাজী
৭। „ আবদুর রশীদ্
৯। „ নূরুয্যমান খান
১০। „ ডাক্তার মোফায্যল আলী
১১। „ মাহবুব আলী
১২। „ মোয়াম্মেল হক
১৩। „ ইউছুফ আলী মালিথা
১৪। মুন্শী নিয়ামত উল্লা
১৫। হাজী কিয়াম উদ্দীন
১৬। মোহাম্মদ আয়াতুল্লা মুছুল্লী
১৭। „ ছৈয়দ আলী খান
১৮। „ মকবুল প্রামানিক
১৯। „ মোহছিন মিঞা
২০। মওলানা আবদুল হক হক্কানী
২১। মওলবী আবদুল হামিদ খান বি, এস সি
২২। „ মির্জ্জা আবদুল হাকীম
২৩। „ কাজি আবুল কাছেম (নয়া মিয়াঁ)
২৪। „ শায়খ নুর মোহাম্মদ
২৫। মওলানা মহীউল ইছলাম
২৬। মওলবী আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি
২৭। মওলবী বদর উদ্দীন চৌধুরী
২৮। „ আকবর আলী খান
২৯। „ আবদুর রহীম চৌধুরী
৩০। „ মোহছেন আলী
৩১। মোহাঃ এছ্কেন মিঞা
৩২। „ নওশের আলী খান
৩৩। „ আজিবর রহমান
৩৪। „ হাফিজর রহমান খান

উৎসাহী কর্মীবৃন্দের বিরামহীন প্রচেষ্টায় শহরও উপকণ্ঠের মোট ৪২২ জন নর নারী সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট কনফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য শ্রেণীভুক্ত হন। জম্ঈয়তে আহলে-হাদীছ, নেযামে-ইছলাম, হেযবুল্লাহ, আঞ্জুমানে মুহাজেরীন, জামাআতে—ইছলামী, খেলাফতে রব্বানী, মুছলিম লীগ এবং পুরাতন ও নূতন নেতৃবৃন্দের প্রায় ৫০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কনফারেন্সে যোগদানের জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানান হয় এবং প্রদেশের সমস্ত জিলা ও মহকুমা শহর, বিখ্যাত বন্দর ও বাজারে, ইছলামী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাগার ও ছাত্র সংস্থা, উকিল ও মোখ্তার বার লাইব্রেরী, পাঠাগার ও পাবলিক ইন্সটিটিউটে ইশতেহার ও পোস্টার বিলি করা হয়।

আতাইকুলা রোডের গোড়া হইতে কন্ফারেন্স প্যাণ্ডেল পর্যন্ত ৪টি সুদৃশ্য তোরণ নির্মিত হয় এবং ইছলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসৃষ্ট প্রাণ ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাগণের স্মরণে উহাদের যথাক্রমে শহীদ আল্লামা ইছমাঈল গেট, ইকবাল গেট, জিন্নাহ গেট ও শহীদ লিয়াকৎ গেট নামকরণ করা হয়। কন্ফারেন্স প্যাণ্ডেলের সন্নিকটে শ্রোতৃবর্গ ও বিদেশাগত মেহমানদের সুবিধার্থে বহু অস্থায়ী হোটেল,—রেস্তোরাঁ, টি স্টল ও দোকানপাট খোলা হয়।

মহিলাগণের কর্মতৎপরতা ও যোগদান

এই গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স উপলক্ষে আমাদের মেয়েরাও পিছাইয়া থাকেন নাই। তাঁহারাও নিজেদের মধ্য হইতে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যা শ্রেণী ভুক্ত করণ ও চাঁদা আদায়ের কাজে লাগিয়া যান, রাঘবপুর, শালগাড়িয়া ও শিবরামপুরের মেয়েরাই এ ব্যাপারে বিশেষভাবে অগ্রণী হন এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টা—সাফল্যমণ্ডিত হয়।

কনফারেন্সের মূল প্যাণ্ডেলের সন্নিহিত মিউনিসিপাল প্রাইমারী স্কুল গৃহে যথাবিহিত পর্দার সহিত মেয়েদের বসিবার ব্যবস্থা করা হয়। বিপুল সংখক মহিলা আগ্রহভরে কনফারেন্সে যোগদান করেন এবং মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাগণ বিশেষ নিপুণতার সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা, আসন ও অন্যান্য

Contents

প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

নেতৃবৃন্দের অভ্যর্থনা

৫ই ও ৬ই জানুয়ারী উভয়দিন দিবস ও রাত্রির ট্রেণ সমূহে নেতৃবৃন্দ, ডেলিগেট ও শ্রোতৃবর্গ আগমন করিতে থাকেন। উভয় দিবস কনফারেন্সের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ তাঁহাদিগকে ঈশ্বরদী জংসন এবং পাবনায় বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করেন। ৬ই জানুয়ারী আলী জনাব তমিযুদ্দীন খান ও অন্যান্য নেতৃবর্গকে লইয়া পাবনা মাস্রাছা প্রাঙ্গণ হইতে কনফারেন্স প্যাণ্ডেল পর্যন্ত এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি মাস্রাছা প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছাসেবকগণের গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন। সুদৃশ্য তোরণ সমূহের মধ্য দিয়া নেতৃবর্গ সহ বিরাট জনতার মিছিল মুহুর্মুহু 'না'রায়ে তকবীর' 'পাকিস্তান যিন্দাবাদ' 'ইছলামী শাসনতন্ত্র' দিতেই হবে, 'যুক্ত নির্বাচন মানবনা', 'রাষ্ট্র প্রধান মুছলিম হবে' প্রভৃতি ধ্বনি উচ্চারণ পূর্বক অগণিত প্ল্যাকার্ড সহকারে প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করেন। আগ্রহউৎকর্ণ, হর্ষোৎফুল্ল অর্ধলক্ষাধিক শ্রোতৃবর্গ গগনবিদারী আল্লাহু-আকবর ধ্বনি দ্বারা নেতৃবৃন্দকে স্বাগত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

পাবনা শহর এবং সদর মহকুমার প্রায় ২ শতাধিক উলামায়ে কেরাম এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। বহিরাগত মেহমান ও সমাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে কতক নাম নিম্নে সন্নিবেশিত হইল :—

ঢাকা—জনাব মওলবী তমিযুদ্দীন খান, মওলানা শামছুল হক, প্রিন্সিপ্যাল জামে'আ-কোর-আনীয়া, মওলানা মোহাম্মদ আরিফ এম, এ, মওলবী রইছুদ্দীন আহমদ (নারায়ণগঞ্জ), মওলবী তাজুদ্দীন আহমদ (ধামরাই), মওলানা ছৈয়েদ মুছলেহুদ্দীন, সেক্রেটারী নেযামে ইছলাম পার্টি, মওলানা আবদুশ্ শহীদ, এডিটর সাপ্তাহিক নেযামে ইছলাম, মওলানা মুনতাছির আহমদ রহমানী, মওলবী মোহাম্মদ শামছুদ্দীন, জয়েণ্ট সেক্রেঃ মুছলিম লীগ প্রভৃতি।

বরিশাল—মওলানা শরীফ আবদুল কাদির, মওলানা নূরুদ্দীন (শর্ষিনা)।

ফরিদপুর—মওলবী মোহাম্মদ ইউছুফ, মযহার আলী শিকদার প্রভৃতি।

যশোহর—যিলা মুছলিম লীগের সেক্রেটারী এবং তাঁহার সংগীগণ।

খুলনা—মওলানা পীর আহমদ আলী, মওলবী আবদুর রউফ (খুলনা-যশোহর যিলা জমঈয়তে আহলে হাদীছ)।

কুষ্টিয়া—মওলবী শাহ আযীযুর রহমান, সেক্রেটারী পূর্বপাক মুছলিম লীগ, মওলানা আফছর উদ্দীন, মওলবী আবদুছ ছাত্তার খাকী, মোহাম্মদ হাবিবুররহমান, মওলবী কাযী আবদুল খালিক, আলহাজ্জ শয়খ উজ্জল মোহাম্মদ প্রভৃতি।

রাজশাহী—আলহাজ্জ মওলানা মোহাম্মদ হুছয়ন, বাসুদেবপুরী, মওলবী ফযলুররহমান বি-এল, (জামাআতে ইছলামী) এবং তাঁহার সহচরগণ, মওলবী আবদুররহীম, সেক্রেটারী নেযামে ইছলাম পার্টি ও তাঁহার সহকর্মীগণ, মওলানা আবদুল আযিম আবী-মুদ্দীন আযহারী, মওলানা আবু ছাঈদ মোহাম্মদ, মওলবী আবদুছ ছামাদ, মওলবী আবদুল মজীদ, মওলানা হেকমতুল্লাহ, মওলবী মনছুরুররহমান, মওলবী আবদুন্নূর, মওলানা মোহাম্মদ হুছয়ন (মাউড়ি) আলহাজ্জ মওলানা শুজাউদ্দীন, মওলবী মোহাম্মদ ওরজিছ প্রভৃতি।

দিনাজপুর—হাফেযুলহাদীছ মওলানা—আবদুল্লাহ, ভূতপূর্ব মন্ত্রী জনাব মওলবী হাছান আলী এম-এ, বি-এল প্রভৃতি।

রংপুর—মওলানা আবদুররযযাক ছাহেব, মওলবী ইমাদুদ্দীন এম, এল, এ, মওলানা হাকিম বযলুর রহমান, মওলানা মহবুবর রহমান, আলহাজ্জ শয়খ তমিরুদ্দীন, আলহাজ্জ শয়খ আনিছুদ্দীন, মওলবী তোফয়লুদ্দীন আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ ইছহাক, মওলানা মকছুদ আলী, মওলবী আবদুলজব্বার, মওলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান।

বগুড়া—মওলানা ছমদ ওয়াকাছ, সুপাঃ

Contents

বানিয়াপাড়া মাদরাছা, মওলানা উছমান গণী।

সিরাজগঞ্জ মহকুমা—ভূতপূর্ব হাই—কমিশনার জনাব মওলবী আবদুল্লাহ আলমাহ্‌মুদ, মওলানা ছাইফুদ্দীন ইয়াহ্‌ইয়া, মওলানা আবুতাহের রুকনী, মওলানা মহীউদ্দীন, মওলানা মোহাম্মদ উছমান গণী, সুপাঃ কামারখন্দ সিনিয়র মাদরাছা, প্রফেসর মওলানা হাছান আলী এম, এ।

অমৃতসিংহ—মওলবী ছৈয়েদ আবদুছ্‌ছুলতান এডভোকেট, মওলানা মোহাম্মদ রমযান সুপাঃ শরিষাবাড়ী সিনিয়র মাদরাছা, মওলবী আবদুল আযীয, মওলবী শামছুদ্দীন খান।

অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকায় সম্মেলনের কার্য যথারীতি শুরু হয়। পাবনা কাছারী জামে মছজিদের ইমাম জনাব হাফেয মওলানা মোহাম্মদ ইদ্রীছ—ছাহেব কর্তৃক সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জনাব মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ছাহেব তাঁহার সুলিখিত জ্ঞানগর্ভ ও সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করিয়া শুনান। (উক্ত অভিভাষণ তর্জুমানের অন্যত্র প্রকাশিত হইল) শ্রোতৃবর্গ গভীর মনযোগের সহিত অভিভাষণ শ্রবণ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পাঠের পর তাঁহার আহ্বান ক্রমে ঢাকার জামেআয়-কোরআনীয়ার অধ্যক্ষ জনাব মওলানা শামছুল হক ছাহেব সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় মওলানা ছাহেব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য ও উহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া দেশের বর্তমান অনৈছলামিক পরিস্থিতির জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন এবং এজন্য তিনি স্বার্থসর্বস্ব নেতাগণকে দায়ী ও দলীয় রাজনীতির তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের মুছলিম অধিবাসীদের প্রতি সহস্রের মধ্যে ৯৯৯ জনই—পাকিস্তানে খাঁটি ইছলামী শাসনের পক্ষপাতি, মাত্র হাজার করা একজনের ষড়যন্ত্রে পাকিস্তানের রাজনৈতিক গগনে এক অশুভ লক্ষণ দেখা দিয়াছে। তিনি এই হীন ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিয়া তোলার মানসে দলমত নির্বিশেষে সকল ইছলামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আকুল আহ্বান জানান।

অতঃপর পূর্ব ঘোষণানুযায়ী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আহ্বানক্রমে আলী জনাব মওলবী—তমিযুদ্দীন খান ছাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির যুগ্ম সম্পাদক প্রফেসর মওলানা কে, এম, টি হুছাইন এবং মওলবী আবদুর রহমান বি-এ, বি-টি ছাহেবান সভাপতিকে মাল্যভূষিত এবং বিশেষ ভাবে প্রস্তুত একটি পুষ্প উপহার প্রদান করেন।

জনাব সভাপতি ছাহেব তাঁহার নাতিদীর্ঘ ও সারগর্ভ ভাষণে বলেন, কোরআন ও ছুন্নাহর ভিত্তিতে মুছলমানদের জীবন পরিচালনার সুমহান ও ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ইছলামী শাসন প্রবর্তন অপরিহার্য। ইছলামী শাসনতন্ত্র ব্যতীত পাকিস্তানের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া পড়িবে। লৌকিকতাবাদী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশবিভাগের—কোনই প্রয়োজন ছিলনা। তিনি বলেন, পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের গোড়া কর্তনের অপচেষ্টাকে যেকোন উপায়ে প্রতিরোধ করিতে হইবে। হিন্দু ও মুছলিম জাতির স্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, যুক্ত নির্বাচন প্রথা দ্বিজাতি-তত্ত্বের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। উহা প্রবর্তিত হইলে পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শ নস্যাৎ হইয়া যাইবে। ইছলামী শাসনতন্ত্র দুনিয়ায় প্রচলিত যে কোন শাসনতন্ত্র—অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এবং উহা সংখালঘুদের জন্য শ্রেষ্ঠতম রক্ষা কবচ। সংখালঘিষ্ঠ হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান কাহারও উহাতে ভীতিগ্রস্থ হওয়ার কিছুই নাই।

সভাপতির ভাষণ শেষে পূর্বপাক নেযামে ইছলাম পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী মওলানা ছৈয়েদ মুছলেহউদ্দীন ছাহেব নেযামে ইছলাম পার্টির নেতা জনাব মওলানা আতহার আলী ছাহেবের উর্দুতে লিখিত বাণী পাঠ করিয়া শুনান এবং জনাব

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ছাহেব উহার সারমর্ম শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দেন। মওলানা আতাহার আলী ছাহেব তাঁহার প্রেরিত বার্তায় শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্বলতার জন্য সম্মেলনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া তাঁহার আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন, তিনি বলেন, "সশরীরে উপস্থিত হইতে না পারিলেও আমার দেল আপনাদের সহিত রহিয়াছে"। ইছলামের বর্তমান সঙ্কট মুহূর্তে ইছলামী ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া তিনি বলেন, বিভিন্ন ইছলামপন্থী দলসমূহ যদি সত্য সত্যই তাঁহাদের দলীয় স্বার্থের উর্ধে উত্থিত হইয়া প্রস্তাবিত ইছলামী ফ্রন্টে সমবেত এবং অকপট হৃদয়ে মুছলমানদের জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণকল্পে ঐক্যবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হন এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত বিরামহীন সংগ্রাম পরিচালনা করিতে থাকেন, তাহাহইলে দুনিয়ার কোন শক্তিই তাহাদিগকে রুখিতে পারিবেনা। তিনি পরিশেষে কনফারেন্সের পূর্ণ কামিয়াবী কামনা করিয়া দোওয়া জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর জয়েন্ট সেক্রেটারী মওলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান ছাহেব সভামঞ্চে দাঁড়াইয়া চট্টগ্রামের জননায়ক ও প্রাদেশিক মুছলিম লীগের ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি জনাব মওলবী আবুল কাছেম এবং ভূতপূর্ব মন্ত্রী ছৈয়েদ মোয়াজ্জমুদ্দীন হুছাইন ছাহেবান অপরিহার্য কারণ ও অসুস্থতা নিবন্ধন সম্মেলনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া যে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পড়িয়া শুনান। তিনি বলেন, পূর্ব-পাক ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব স্পীকার জনাব মওলবী আবদুল করিম এম, এ, বি, এল, পূর্বপাক প্রাদেশিক মুছলিম লীগের ভূতপূর্ব জেনারেল সেক্রেটারী জনাব ফকির আবদুল মান্নান এবং ঢাকার ইছলাম কর্মী হাজী মোহাম্মদ আকীল ছাহেবান বিশেষ কারণে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কনফারেন্সের সাফল্য কামনা করিয়া তারবার্তায় উৎসাহ ব্যঞ্জক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। অধুনালুপ্ত 'নবযুগের' এডিটর মওলানা আহমদ আলী এবং পূর্বপাক জামাআতে ইছলামীর আমীর জনাব মওলানা আবদুর রহীম ছাহেবান চিঠির মাধ্যমে তাঁহাদের অসুস্থতা ও অন্যবিধ কারণ জনিত অনুপস্থিতির দরুণ আক্ষেপ প্রকাশ পূর্বক সম্মেলনের পূর্ণ সাফল্য কামনা করিয়াছেন। অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেশন জজ জনাব মওলানা ছৈয়েদ রশীদুল হাছান ছাহেব সম্মেলনের উদ্দেশ্যে লিখিত যে সুদীর্ঘ বাণী প্রেরণ করেন তাহার উল্লেখ পূর্বক পরবর্তী দিবস উহা পাঠের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়।

অতঃপর সাবজেক্ট কমিটি কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত এবং ইছলামী ফ্রন্ট কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া রচিত ৩টি প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া পর পর বিভিন্ন বক্তা তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করেন।

সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া পূর্ব পাকিস্তান নেযামে ইছলাম পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মওলানা ছৈয়েদ মুছলেহ-উদ্দীন ছাহেব বলেন, বহু প্রতিশ্রুত এবং মুছলিম জনবৃন্দের চির আকাংখিত ইছলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের মহৎ উদ্দেশ্যে ইছলামপন্থী দল সমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, সন্দেহ ও অবিশ্বাস বিস্মৃত—হইয়া একটি শক্তিশালী ইছলামী ফ্রন্টে সমবেত হইতে হইবে।

প্রাদেশিক মুছলিম লীগের প্রচার সম্পাদক এডভোকেট জনাব ছৈয়েদ আবদুছ ছুলতান ছাহেব ইছলামী ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন, ইছলাম বিরোধীদলের কুচক্র ও অপচেষ্টা যতই বর্ধিত হইবে ইছলামপন্থীগণকে ঐক্যবদ্ধ করার পক্ষে উহা ততই সহায়ক হইবে। কারবালার মরুপ্রান্তরে ইমাম-হুছইনের শাহাদত এবং ইছলামের ইতিহাসের অন্যান্য ঘটনা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ইছলামী আদর্শের বিরোধিতা চিরকাল মুছলমানদিগকে একতাবদ্ধ হওয়ার এবং তাঁহাদের আদর্শের পুনরুজ্জীবনে শক্তি সঞ্চারের প্রেরণা যোগাইয়া আসিয়াছে।

পাবনা জিলা জমঈয়তে উলামায়ে ইছলামের

Contents

সভাপতি এবং নিযামে ইছলাম পার্টির প্রেসিডেন্ট সিরাজগঞ্জের জনাব মওলানা ছাইফুদ্দীন ইস্পাহানী ছাহেব ইছলামী শাসনতন্ত্রের দাবী উত্থাপন করিতে উঠিয়া কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়তের উদ্ধৃতির সাহায্যে ইছলামী শাসনতন্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন।

পূর্ব পাকিস্তান মুছলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শাহ আযিযুর রহমান ছাহেব প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া বলেন, পাকিস্তান একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্র, একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শের উপর উহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত—আজ দেশের একদল লোক সেই আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত হানিতে উদ্যত হইয়াছে। এই সংকট হইতে পাকিস্তানকে উদ্ধার করার জন্য সমস্ত আদর্শবাদী ও ইছলামপন্থীগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্যস্থতায় আদর্শবিরোধীগণের মুকাবেলা করিতে হইবে এবং পাকরাষ্ট্রের সনাতন ইছলামী আদর্শ বানচাল করিয়া দেওয়ার হীন প্রচেষ্টাকে যেকোন উপায়ে প্রতিরোধ করিতে হইবে। পাকিস্তান সংগ্রামের বিরোধীগণের হস্তে পাক-শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব অর্পিত হওয়ায় তিনি শাসনতন্ত্রের রূপ সম্বন্ধে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

শর্ষিনার পীর জনাব মওলানা আবুজাফর ছালেহ ছাহেবের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি মওলানা শরীফ আবদুল কাদের ছাহেব পীর ছাহেবের অনুপস্থিতির অপরিহার্য কারণ সম্বন্ধে শ্রোতৃবর্গকে অবহিত করাইয়া ইছলামী ফ্রন্ট সম্মেলনের কামিয়াবীর জন্য তাঁহার আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রকাশ করেন। ইছলামী শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া তিনি প্রাণস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা করেন।

পূর্ব-পাক সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী এডভোকেট মওলবী হাছান আলী ছাহেব এম-এ, বি-এল, পূর্ব বঙ্গের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া উহার স্বপক্ষে যৌক্তিকতা দেখাইতে গিয়া পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের উপর আলোকসম্পাত করেন।

হাফেযুল হাদীছ মওলানা আবদুল্লাহ ছালেককুড়ী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্য-মণ্ডিত ভাষায় উক্ত দাবীর স্বপক্ষে আবেগ মিশ্রিত বক্তৃতা প্রদান করেন।

ভারতে পাকিস্তানের ভূতপূর্ব ডেপুটি হাই কমিশনার এবং সিরাজগঞ্জের অন্যতম জননায়ক জনাব মওলবী আবদুল্লাহ আলমাহ্‌মুদ পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানের পদ একমাত্র মুছলমানের জন্য নির্দিষ্ট রাখার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া পৃথিবীর আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের গৃহীত শাসনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহের ভূরিভূরি নযির উদ্ধৃত করিয়া সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করেন যে, পাকিস্তানের ন্যায় আদর্শবাদী রাষ্ট্রে ইছলামী আদর্শের উপর আস্থাশীল মুছলমান ছাড়া অন্য কাহারও সর্বাধিনায়কের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার নাই।

রাজশাহী যিলার জামা'তে ইছলামীর নেতা জনাব মওলবী ফযলুর রহমান এম, এ, বিএল ছাহেব উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

ঢাকার জমিয়তে আহলে হাদীছের সেক্রেটারী জনাব মওলানা মোহাম্মদ আরীফ ছাহেব এম, এ এবং পাবনা আঞ্জুমানে মুহাজেরীনের প্রতিনিধি মওলবী খোদাদাদ খাঁ শেষোক্ত প্রস্তাবদ্বয় অধিকন্তুরূপে সমর্থন করেন।

সমস্ত প্রস্তাব সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক জাতীয় সমর্থন সূচক তক্‌বীর ধ্বনির মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের সমাপ্তি বক্তৃতার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব কর্তৃক প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বহু তক্‌লিফ স্বীকার পূর্বক এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে যোগদানের জন্য কনফারেন্স কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন অন্তে রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকায় পূর্ণ সাফল্য মণ্ডিত পরিবেশে জনবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহের মাঝে প্রথম দিনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, কনফারেন্সে প্রায় ৫০ সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল, এত বড় বিরাট সমাবেশ পাবনায় দীর্ঘদিন দৃষ্ট হয় নাই উহাকে অভূতপূর্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। কনফারেন্সে মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্তও এক অভিনব ব্যাপার। ৫ শতেরও অধিক মহিলা উহাতে আগ্রহ সহকারে যোগদান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন

৭ই জানুয়ারী শনিবার বেলা ৩৷৷০ ঘটিকায় দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন পূর্বদিনের ন্যায় উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে শুরু হয়। যথারীতি প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত হওয়ার পর হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতির প্রারম্ভিক বক্তৃতায় জনাব মওলানা ছাহেব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় তেজোদৃপ্তকণ্ঠে পূর্ব-পাকিস্তানের কতিপয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ইছলাম-বিরোধী ও পাক-আদর্শ পরিপন্থী কার্যকলাপ এবং লাদ্বীনি মনোভাব ও লৌকিকতাবাদী প্রবণতার তীব্র সমালোচনা করিয়া মুছলিম লীগ, নেযামে ইছলাম, জমঈয়তে হেযবুল্লাহ, খেলাফতে রব্বানী, তমদ্দুন মজলিছ, জমঈয়তে আহলে-হাদীছ, আঞ্জুমানে মুহাজেরীন, আওয়ামী মুছলিমলীগ এবং কৃষক শ্রমিক পার্টি, আওয়ামী লীগ ও ডেমোক্রেটিক পার্টির অন্তর্ভুক্ত ইছলামপন্থী সদস্যবৃন্দের খেদমতে পাকিস্তানে বহু-প্রতিশ্রুত খাঁটি ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে এক আকুল আবেদন জ্ঞাপন করেন। শ্রোতৃ-বর্গকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন, "অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যও আপনারা আপনাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ, দলাদলি ও পার্থক্যের কথা বিস্মৃত হইয়া কোরআন ও ছুন্নাহ ভিত্তিক খাঁটি ইছলামী শাসনতন্ত্রের জন্য আপোষ বিহীন দাবী ও ঐক্যবদ্ধ বুলন্দ আওয়াজ তুলুন। আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দের অপরিমেয় রক্তক্ষয় এবং আমাদের লক্ষ লক্ষ মা বোনের ইয্যত আব্রু এবং লক্ষ কোটি ধনসম্পত্তির বিনিময়ে যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উহার মর্যাদা রক্ষার্থে এই পাকভূমিতে বহু প্রতিশ্রুত এবং চিরবাঞ্ছিত কোরআন ও ছুন্নাহ ভিত্তিক খাঁটি ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আপনারা আজ প্রস্তাবিত সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্টের পতাকা মূলে সমবেত হউন। যেদিন আপনারা পাকিস্তানের প্রান্তে প্রান্তে নগরে শহরে, পল্লীতে বন্দরে আপনাদের এই প্রাণের দাবী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিতে পারিবেন, সেই দিনই আপনাদের ব্রত সাফল্যমণ্ডিত হইবে, উচ্ছৃংখলা সৃষ্টিকারী, অরাজকতার পতাকা বাহক, আমাদের দ্বীন ও রাষ্ট্রের দুশমনের দল তখন আঁধারের কোণে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইবে। আমরা কিছুতেই কোন অবস্থা-তেই পাকিস্তানের প্রিয় আদর্শকে বানচাল হইতে দিবনা, পাকিস্তানের উদ্দেশ্যকে জয়যুক্ত করিবই।

পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীছের জেনারেল সেক্রেটারী মওলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান ছাহেব অবসর-প্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট ও সেশনজজ জনাব মওলানা রশীদুল হাছান ছাহেবের সুদীর্ঘ বাণী সভাস্থ সকলকে পড়িয়া শুনান। অতঃপর কয়েকজন খ্যাতনামা আলেম কর্তৃক ইছলামী ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীছ মোতা-বেক ওয়াজ নছিহতের পর যথারীতি প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন এবং অনুমোদনের কার্য শুরু হয়।

মওলবী আবদুর রহমান ছাহেব কাশ্মীর সম্পর্কীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া কাশ্মীর সমস্যার আগাগোড়া বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভৌগলিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় তামাদ্দুনিক সর্বদিক দিয়াই কাশ্মীর পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক যতবার যত প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে পাক-সরকার বিনাদ্বিধায় তাহাই মানিয়া লইতে রাজি হইয়াছেন কিন্তু ভারত-সরকারের একগুয়েমির জন্য সমস্ত শালিস ও আলাপ আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। আজ উক্ত সমস্যার সমাধানের একটি মাত্রই পন্থা রহিয়াছে, উহা পাক-সরকারের দৃঢ় ও বলিষ্ঠ নীতি ও সাহসিকতা পূর্ণ আচরণ প্রদর্শন। পাক সরকার তাঁহাদের দুর্বল নীতি ও অস্থির চিত্ততার ভাব পরিত্যাগ করিয়া নির্ভীক কর্মনীতি গ্রহণ করিলে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন তাঁহারা অবশ্যই পাইবেন।

ভূতপূর্ব মন্ত্রী জনাব মওলবী হাছান আলী পূর্ব-পাকিস্তানের খাদ্যসমস্যা এবং সরকারের অনুসরণ যোগ্য নীতির বিস্তৃত আলোচনা করিয়া পূর্বপাক যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর অন্যান্য প্রস্তাব সমূহ উত্থাপিত, সমর্থিত এবং অনুমোদিত হয়। মওলানা আবদুল্লাহ সালেককুড়ী, মওলানা মওলাবখ্শ নদভী, মওলবী তোরাব আলী এড্‌ভোকেট, মওলবী যফলুর রহমান আলমাজী, মওলানা ছআদ ওয়াক্কাছ,

মওলানা মুহীয়ুল ইছলাম, মওলানা আহমদ আলী, মওলানা মহবুবর রহমান, মওলানা মোহাম্মদ রামাযান এবং মওলবী রঈছুদ্দীন প্রমুখ দেশবিখ্যাত নেতা, আলেম এবং বক্তাগণ জ্বালাময়ী ভাষায় বিভিন্ন প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া বক্তৃতা করেন এবং বিশেষ করিয়া সর্বদলীয় ইছলামীফ্রন্ট গঠনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় কতিপয় প্রাণস্পর্শী গযল এবং উদ্দীপনাময়ী কবিতা পাঠের সময় শ্রোতৃবর্গ বিশেষভাবে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন।

সভা সমাপ্তির পূর্বে জনাব সভাপতি ছাহেব কনফারেন্সের এন্তেযাম সম্পর্কীয় অসুবিধা ও বাধা বিপত্তির উল্লেখ করেন এবং সর্বশেষে দূরাগত মেহমান ও অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য এবং বিশেষ ভাবে যাঁহারা কনফারেন্সকে সর্বোপায়ে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার জন্য দিবারাত্রি নানাভাবে আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণের মধ্যে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে যাঁহারা কনফারেন্সকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিভিন্ন উপায়ে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা বিপুল, নিম্নে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হইল :—

১। পাবনা মিউনিসিপ্যালিটি
২। পাবনা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী
৩। মওলানা হাফেয ইদ্রিছ ছাহেব
৪। মওলবী এ, এম, তোরাব আলী
৫। „ বয্‌লুর রহমান আলমাজী
৬। „ আবুল কাছেম (নয়া মিঞা)
৭। মওলানা মহীয়ুল ইছলাম
৮। মওলবী সৈয়েদ আবদুল কাদের
৯। „ আবদুল ওয়াহ্‌হাব খাঁ
১০। মওলানা প্রফেসর কে, এম, টি হুসেন
১১। ডাঃ মফয্‌যল আলী এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা
১২। ডাঃ আবদুল হামিদ খাঁ এবং তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ
১৩। হাজী শয়খ আবদুছ্‌ছুবহান
১৪। „ ছুলায়মান এবং তাঁহার পুত্র
১৫। মওলানা আবদুল হক হক্কানী
১৬। মওলবী মির্জা আবদুল হাকিম
১৭। মওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী
১৮। আজিজর রহমান
১৯। কামালুদ্দীন
২০। মওলবী আ'বুজা'ফর
২১। „ আবুল বরকাত এবং তাঁহার ভ্রাতা
২২। মোহাম্মদ ইউনুছ
২৩। „ মোযাম্মেল হক
২৪। „ মকবুল প্রামানিক
২৫। মুন্‌শী নেয়ামতুল্লাহ এবং তাঁহার তরুণ কর্মীবৃন্দ
২৬। হাজী কেয়ামুদ্দীন
২৭। „ শয়খ মুজিবর রহমান
২৮। মওলবী আবদুর রশিদ
২৯। „ মোহাম্মদ আবদুর রহ্‌মান বি-এ, বি-টি,
৩০। „ তাহেরুদ্দীন
৩১। „ নুরুদ্দীন
৩২। মোহাম্মদ ইউছুফ মালিথা
৩৩। মোহাম্মদ আনার আলী জোমাদার
৩৪। „ বদরুদ্দীন চৌধুরী
৩৫। মওলবী বদরুদ্দোজা চৌধুরী
৩৬। শেইখ নূরমোহাম্মদ
৩৭। মওলবী হাফীযুদ্দীন খাঁ
৩৮। „ আহাদ আলী বিশ্বাস
৩৯। হাজী আলিমুদ্দীন
৪০। হাজী আবদুর রহমান মালিথা
৪১। মওলবী আকবর আলী খান
৪২। „ মযহারুল হক
৪৩। মোহাম্মদ মোহছেন আলী মিঞা
৪৪। „ আয়াতুল্লা মুছল্লী
৪৫। „ ছামেদ আলী মুছল্লী
৪৬। হাজী ইবাদত আলী
৪৭। মওলানা আবদুল লতিফ রাযী
৪৮। হাজী তোরাব আলী সরদার
৪৯। মোহাম্মদ ইছমাইল প্রামানিক
৫০। ডাঃ মকবুল হোসেন

রাত্রি ৯৷৷০ ঘটিকার মওলানা মোহাম্মদ— আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব কর্তৃক মোনাজাতের পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সভায় সকলে আল্লাহু আকবর, পাকিস্তান যিন্দাবাদ, ইছলামী ফ্রন্ট যিন্দাবাদ প্রভৃতি ধ্বনিদ্বারা সভামঞ্চের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তোলেন।

পাকিস্তান যিন্দাবাদ!

(পরিশিষ্ট)

৬ই ও ৭ই জানুয়ারী তারীখে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট কনফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাবাবলী:

প্রথম প্রস্তাব, সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট গঠন

যেহেতু উম্মতে মুছলিমার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্টকে ভিত্তি করিয়াই পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে এবং যেহেতু কোরআন ও ছুন্নাহ ভিত্তিক রাজ্যশাসন বিধান পাকিস্তানের জন্য বিরচিত ও প্রবর্তিত হইবে বলিয়া জনগণকে পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে এবং যেহেতু বর্তমান সময়ে পাকিস্তানের সনাতন আদর্শকে বানচাল করিয়া দিয়া ইছলাম-বিরোধী দল-সমূহ ইহাকে ধর্ম নিরপেক্ষ ও অমুছলিম প্রভাবান্বিত রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে এবং অনৈছলামিক আদর্শ ও কার্যকলাপের সম্প্রসারণ ও ইছলাম বিরোধী শক্তি সমূহকে বলিষ্ঠ করিয়া তোলা হইতেছে এবং যেহেতু এই সকল ব্যাপারের পরিণতি স্বরূপ পাকিস্তানের আদর্শ ক্ষুণ্ণ এমন কি উহার স্থায়িত্ব সম্পর্কেও আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তজ্জন্য এই সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট কনফারেন্স প্রাদেশিক মুছলিম লীগ, প্রাদেশিক নিযামে ইছলাম পার্টি, প্রাদেশিক জমঈয়তে হেযবুল্লাহ, পূর্ব পাকিস্তান কৃষকপ্রজা সমিতি, পূর্বপাক আঞ্জুমানে মুহাজেরীণ, পূর্ব পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিছ খেলাফতে রব্বানী পার্টি, আওয়ামী মুছলিমলীগ, পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীছ, পূর্বপাক জামা-আতে ইছলামী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের যেসকল সদস্য পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের প্রতি আস্থাশীল এবং কোরআন ও ছুন্নাহ ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের সমর্থক তাঁহাদের সকলকে ইছলাম বিরোধী কার্যকলাপ ও ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধ কল্পে একটি শক্তিশালী ইছলামী ফ্রন্টে সমবেত হইবার আহ্বান জানাইতেছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ইছলামী শাসনতন্ত্রের দাবী

পাকিস্তান অর্জনের ৯ বৎসরের মধ্যে বহু প্রতিশ্রুত কোরআন ও হাদীছ মোতাবেক খাঁটি ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়ায় এই সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট কনফারেন্স গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। এই কনফারেন্স গণপরিষদের সদস্যবৃন্দের নিকট এই জোরদাবী জানাইতেছে যে, পাকিস্তান হাছিলের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রাখিয়া যাবতীয় ক্ষমতা দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহারা যেন অবিলম্বে এমন শাসনতন্ত্র রচনা করেন যাহা (ক) কোরআন ও ছুন্নাহর অনুসারী হয়, (খ) যাহা করাচী সর্বদলীয় উলামা সম্মেলনে গৃহীত দফা সমূহ অবলম্বনে রচিত হয় এবং (গ) যাহাতে বিগত গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত ইছলামী ও গণতান্ত্রিক ধারা সমূহ সন্নিবেশিত থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে এই সম্মেলন গণপরিষদের সদস্যবৃন্দের নিকট দৃঢ়কণ্ঠে এবং বলিষ্ঠ ভাষায় জানাইতেছেন যে, তাঁহারা যদি কোরআন ও হাদীছ বিরোধী অন্য কোন ধরণের শাসনতন্ত্র জনগণের স্কন্ধে চাপাইতে প্রবৃত্ত হন, তাহাহইলে পাকিস্তানের মুছলিম জনবৃন্দ কিছুতেই উহা বরদাশ্ত করিবেনা।

(ক) পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের যে অশুভ চেষ্টা শুরু করা হইয়াছে এই কনফারেন্স উহার তীব্র নিন্দা করিতেছেন। কারণ যুক্ত নির্বাচন

পদ্ধতি একাধারে যেরূপ ইছলাম বিরোধী, তদ্রূপ যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উহা তাহারও সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই ব্যবস্থা দ্বারা ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ণ ও কার্যকরী করার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইবে এবং ব্যবস্থাপক সভা সমূহে ইছলাম-বিরোধী ও পাকিস্তান আদর্শে অবিশ্বাসী লোকের নির্বাচিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিবে। অতএব সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট কনফারেন্সের এই অধিবেশন নীতিগত ভাবে পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু রাখার জোর দাবী জানাইতেছে।

(খ) পাকিস্তানের পশ্চিমার্ধ যেরূপ পশ্চিম পাকিস্তান নামে অভিহিত হইয়াছে তেমনি পাকিস্তানের সংহতি ও অবিচ্ছেদ্যতা রক্ষাকল্পে এই কনফারেন্স দাবী জানাইতেছে যে, উহার পূর্ব অঞ্চলকেও পূর্ব-পাকিস্তান নামে অভিহিত করিতে হইবে। পূর্ববঙ্গ বা অপর কোন নাম পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। বিধায় কনফারেন্স এই হুশিয়ার-বাণী উচ্চারণ করিতেছে যে, মুছলিম জনগণ কিছুতেই পূর্ববঙ্গ নামকরণ মানিয়া লইবেনা।

(গ) এই কনফারেন্স দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে ইছলামের নীতি অনুসারে রাষ্ট্র প্রধানের গুরুত্বপূর্ণ পদকে মুছলমানের জন্য নির্দিষ্ট রাখিতে হইবে। অমুছলিমের জন্য উহার দ্বার অবারিত রাখিলে পাকিস্তানের মুছলমানগণ উহা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করিবেনা।

তৃতীয় প্রস্তাব কাশ্মীর সমস্যা

পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কাশ্মীরের গণভোট গ্রহণ সমস্যার সমাধান দীর্ঘ আট বৎসরেও না হওয়ায় সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট কনফারেন্সের এই অধিবেশন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে এবং পাক সরকারকে এ সম্পর্কে সর্বপ্রকার দুর্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দৃঢ়হস্তে ও কার্যকরী পন্থায় উহার সমাধানে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানাইতেছে। ভারত সরকার কুখ্যাত বকশী সরকারের সহায়তায় অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতের কুক্ষিগত করিয়া রাখার যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন এবং কোন কোন বিদেশী সরকার উক্ত সমস্যাকে জটিল করিয়া তোলার জন্য যে ইন্ধন যোগাইয়া চলিয়াছেন এই সম্মেলন উহার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। পূর্বপাকিস্তানের মুছলিম জনবৃন্দ ভারতীয় ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজন মুহূর্তে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে আগাইয়া যাইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন বলিয়া এই সম্মেলন ঘোষণা করিতেছে।

চতুর্থ প্রস্তাব ঃ হিন্দুস্থানে মুছলিম ধর্মান্তরিত করণ

হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে দিনের পর দিন এবং বিশেষ করিয়া ভরতপুর রাজ্যে সম্প্রতি ৭০ হাজার মুছলমানকে ধর্মান্তরিত করার যে ভয়াবহ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে উহাতে ভারতের মুছলমানদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে এই কনফারেন্স গভীর আশংকা প্রকাশ এবং উহার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। এই ব্যাপারে যথাবিহিত অনুসন্ধান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য এই সম্মেলন পাক সরকারের নিকট জোর দাবী জানাইতেছে।

পঞ্চম প্রস্তাব—খাদ্য সমস্যা

পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য চাউলের ক্রমবর্ধমান দুর্মূল্য এবং খাদ্য পরিস্থিতির অবনতির জন্য এই সম্মেলন বিশেষভাবে উদ্বেগ বোধ করিতেছে এবং উহার দ্রুত সুষ্ঠু সমাধানের জন্য পূর্বপাক সরকারকে জনগণের সত্যকার ওয়াকেফহাল প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় বাস্তব নীতি অনুসরণের আহ্বান জানাইতেছে।

ষষ্ঠ প্রস্তাব

বিগত ৩১শে ডিসেম্বর পাক সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ এ, কে, ফযলুল হকের সম্মুখে ঢাকার বিমান ঘাঁটিতে ইছলামপন্থী ছাত্রবৃন্দ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইছলামী শাসনতন্ত্রের দাবী জ্ঞাপন কালে যে কাপুরুষোচিত উপায়ে আক্রান্ত এবং আহত ও রক্তরঞ্জিত হইয়াছেন এই সম্মেলন উহার কঠোর ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে এবং আহতদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানাইতেছে।

সপ্তম প্রস্তাব—পুনর্বসতির ব্যবস্থা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই প্রতি

সংগীত চর্চা

(২৯৪ পৃষ্ঠার পর)

(খ) এইবারে তিরমিযী তাঁহার জামে গ্রন্থে এই হাদীছটি যে ভাষায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করা হইবে :

তিরমিযী মনাকিব অধ্যায়ে আলী বিন্নুল হুছাইন বিনে ওয়াকিদের মধ্যস্থতায় হযরত বোরায়দার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) কোন এক যুদ্ধাভিযানে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, যখন তিনি প্রত্যাবর্তিত হইলেন, তখন জনৈকা কৃষ্ণাংগী নারী আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রছুল (দঃ), আমি মানত করিয়াছি যে, আল্লাহ আপনাকে নিরাপদে ফিরাইয়া-আনিলে আমি আপনার সম্মুখে দুফ বাজাইব আর গান করিব। রছুলুল্লাহ (দঃ) উত্তর দিলেন যে, সত্য সত্যই যদি তুমি মানত করিয়া থাক, তাহাহইলে বাজাও, নতুবা বাজাইওনা! তখন সেই স্ত্রীলোকটি দুফ বাজাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে আবুবকর প্রবেশ করিলেন কিন্তু সে বাজাইতেই থাকিল। অতঃপর আলী প্রবেশ করিলেন আর সে বাজাইতেই থাকিল, অতঃপর উছমান প্রবেশ করিলেন কিন্তু সে বাজাইতেই থাকিল। অতঃপর উমর প্রবেশ করিলেন, তখন স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি তাহার নিম্নদেশে দুফটিকে নিক্ষেপ করিয়া এবং তদুপরি বসিয়া পড়িল। তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হে উমর, তোমাকে শয়তান ভয় করিয়া থাকে! আমি বসিয়া আছি আর এই স্ত্রীলোকটি দুফ বাজাইতেই থাকিল আর আবুবকর প্রবেশ করিলেন তথাপি সে বাজাইতেই থাকিল। অতঃপর আলী প্রবেশ করিলেন আর সে বাজাইতেই থাকিল, তারপর যখন উছমান প্রবেশ করিলেন তখনও সে বাজাইতেই থাকিল কিন্তু হে উমর, যখনই তুমি প্রবেশ করিলে অমনি সে দুফ ফেলিয়া দিয়াছে। *

خرج رسول الله صلے الله عليه وسلم فى بعض مغازيه' فلما انصرف جاءت جارية سوداء' فقالت يارسول الله انى كنت نذرت ان ردك الله سالماً ان اضرب بين يديك بالدف واتغنى' فقال لها رسول الله صلے الله عليه وسلم ان كنت نذرت فاضربى' والافلا - فجعلت تضرب فدخل ابو بكر و هى تضرب ثم دخل على وهى تضرب ثم دخل عثمان وهى تضرب ثم دخل عمر فالقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه - فقال رسول الله صلے الله عليه وسلم ان الشيطان ليخاف منك يا عمر ! الى آخر الحديث -

সুতরাং স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে, তিরমিযীর হাদীছেও একথার উল্লেখ নাই যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, "বেশ কথা! নিজের নযর পুরা কর" এবং হাদীছে কুত্রাপি একথাও নাই যে, "স্ত্রীলোকটি গান করিতে লাগিল"! রছুলুল্লাহ (দঃ) শুধু তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তুদি মানত করিয়া থাক তাহা হইলে দুফ বাজাও কিন্তু মানত না করিয়া থাকিলে বাজাইওনা।

(গ) ইমাম আহমদও এই হাদীছ তাঁহার মুছনদে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। উহাতেও গানের উল্লেখ নাই, উহাতে রহিয়াছে, জনৈকা কৃষ্ণাংগী দাসী রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট আগমন করিয়া

ان امة سوداء اتت رسول الله صلے الله عليه وسلم' فقالت انى كنت نذرت ان ردك الله صالحاً ان اضرب

(৩১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(৩১৪ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

বৎসর নানা নামের ট্যাক্স দ্বারা পাক-সরকার মুহাজির সমস্যা সমাধানের জন্য বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন কিন্তু এযাবৎ মুহাজির সমস্যা সমাধান না হওয়ায় এই কনফারেন্স গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং সত্বর এই সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানাইতেছে।

* জামে'-তিরমিযী, তুহ্ফা সহ (৪) ৩১৬ পৃঃ।

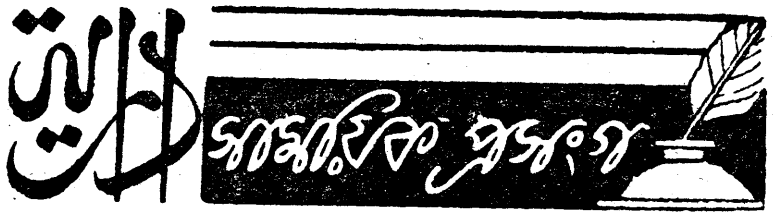

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

হায় সিয়ালকুটি!

আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, পাকভারত উপমহাদেশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ, কোরআনের ভুবন বিখ্যাত ভাষ্যকার, অপ্রতিদ্বন্দী আলিম, বহু ভাষাবিদ, বহুগ্রন্থ রচয়িতা, 'আলিমে বা আমল', ইমামুল হুদা হযরত আল্লামা হাফিয আল্‌হাজ্জ মওলানা মোহাম্মদ ইব্‌রাহীম মীর সিয়ালকুটি (রহঃ) বিগত ১২ই জানুয়ারী তারীখে অপরাহ্ন পাচ ঘটিকায় ৮৫ বৎসর বয়সে তাঁহার নিজ বাসভবন সিয়ালকোটে ফিরদওছের পথে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন—ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। আল্লামা মরহুমের বিয়োগে শুধু আহ্‌লে-হাদীছ জামাআতের নয় বরং সমগ্র পাক-ভারতের মুছলিম সমাজের যে অপুরণীয় ক্ষতি হইল, তাহা অতিশয় মর্মন্তুদ। তাঁহার জানাযায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। জনগণের মনে তিনি যেস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন এই ঘটনা হইতেই তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা এই মহাবিপদকে জাতীয় বিপদ বলিয়া গণ্য করিতেছি এবং মওলানা মরহুমের পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক তা'যীয়াৎ জানাইতেছি।

বিপদের উপর বিপদ!

বিপদের উপর বিপদ এইযে, পাঞ্জাবের বিখ্যাত ভাগ্যবন্ত বংশ কছুরীগণের দুলাল, জনাব মওলানা মোহাম্মদ আলী কছুরী এম, এ, (ক্যান্টাব)ও ঐ একই দিবসে পূর্বাহ্ন সাড়ে নয় ঘটিকায় আকস্মিক ভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরপারের যাত্রী হইয়াছেন! মওলানা মরহুম পাঞ্জাবের স্বনামধন্য জননায়ক সুপ্রসিদ্ধ আলিম মওলানা আবদুল কাদির কছুরী মরহুমের পুত্র। তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ ডিগ্রি লাভ করিয়া বিলাতের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৫ সালে তিনি আফগানিস্তানের হাবিবিয়া কলেজে প্রিন্সিপ্যালের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ চক্রান্তে বিদ্রোহের অপরাধে ধৃত হন কিন্তু আমীর হাবীবুল্লাহ খানের ভ্রাতা নছরুল্লাহ খানের সাহায্যে আফগানিস্তান হইতে পলায়ন করিয়া চমরকন্দের মুজাহিদগণের সহিত মিলিত হন। তাঁহার নেতৃত্বে মুজাহিদ দলের আন্দোলন বলিষ্ঠ ও কার্যকরী হইয়া উঠায় পরিশেষে ভারতের ব্রিটিশ-সরকার তাঁহাকে ভারতে প্রবেশ করার অনুমতি দান করে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মওলানা মহীউদ্দীন আহমদ কছুরীও তিন বৎসর কাল অন্তরীণে আটক থাকার পর মুক্তিলাভ করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মওলানা মোহাম্মদ আলী ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। মওলানা ছাহেব কুশাগ্র বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিশারদ ছিলেন, ইংরাজী সাহিত্যে মহাপণ্ডিত ও সুলেখক হওয়া সত্ত্বেও ফার্ছী, আরাবী ও উর্দূ ভাষাতেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি সর্বজনবিদিত ছিল। তিনি একনিষ্ঠ, সরলপ্রাণ ও উদার-চেতা প্রীতিপরায়ণ মানুষ ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে পশ্চিম পাঞ্জাবের মুছলিম সমাজের বিশেষতঃ আহ্‌লে হাদীছ জামাআতের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে অদূর ভবিষ্যতে তাহার সংশোধনের সম্ভাবনা নাই। তর্জুমানের দীন সম্পাদক তাঁহার সহিত এককালে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত

হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিল। আল্লাহ মরহুমকে বেহেশ্‌তের সমুন্নত বাগিচায় স্থান দান করুন!

পরপারের আরো যাত্রীদলের স্মরণে

আরো অশেষ দুঃখের সহিত আমরা প্রকাশ করিতেছি যে ইতিমধ্যে আমরা আমাদের আরো বহু প্রিয়জনকে হারাইয়াছি। পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের বিশিষ্ট কর্মী রংপুর হারাগাছ নিবাসী 'আলিমে বা আমল আলহাজ্জ মওলানা আবদুল আযীয এবং ময়মনসিংহ যিলার কাঞ্চনপুর গ্রামস্থ অধুনা রাজশাহী বাগমারা নিবাসী আলহাজ্জ মওলানা মুজীবুর রহমান খান এবং ত্রিপুরা যিলাস্থ হাজীগঞ্জের অন্তঃপাতি কাঠালী গ্রামের প্রবীণ ও দ্বীনদার আলিম আলহাজ্জ রিয়াযুদ্দীন আহমদ এবং আমাদের সহকর্মী পাবনা টাউন নিবাসী মওলবী ছেকান্দর আলী মুখ্‌তার আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তপথের যাত্রী হইয়াছেন। আরো আমরা দুঃখিত যে, খুলনা-যশোহর যিলা-জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের প্রেসিডেন্ট মওলানা মুতিউর রহমান ছাহেবের ছালিহা সহধর্মিনীও কিছুকাল শয্যাশায়িনী থাকিয়া ইতিমধ্যে তাঁহার রুগ্ন ও বধির প্রায় স্বামী এবং কয়েকটি শিশু সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া অমরাবতীর বাগিচায় আশ্রয় লইয়াছেন .... ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন! আমরা মরহুমগণের আত্মার মুক্তি ও মাগ্‌ফিরাতের জন্ত আল্লাহর দরবারে আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং পরপারের যাত্রীগণের পরিবারবর্গকে আমাদের অবিমিশ্র সমবেদনা জানাইতেছি!

পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের খসড়া

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বহু অপেক্ষিত শাসনতন্ত্রের খসড়া অবশেষে ৮ই জানুয়ারী তারীখের পাকিস্তান গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশলাভ করিয়াছে এবং উহার সম্বন্ধে গণপরিষদে এবং দেশের সর্বত্র আলোচনা ও সমালোচনার স্রোত বহিয়া যাইতেছে। যাঁহারা এই খসড়ার আলোচনায় আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মোটামুটি ভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর লোক যাঁহারা খসড়া শাসনতন্ত্রের ধারাগুলিতে বহুবিধ গণতান্ত্রিক ও ইছলামী ত্রুটি বিচ্যুতি আবিষ্কার করা সত্বেও খসড়াটিকে সর্বোতোভাবে—

(৩১৫ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

عندك بالدف' قال ان كنت فعلت فافعلى وان كنت لم تفعلى فلا تفعلى' فضربت -

বলিল, আমি নযর মানিয়াছি যে আল্লাহ আপনাকে ভালভাবে ফিরাইয়া আনিলে আমি আপনার কাছে দুফ বাজাইব। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যদি নযর মানিয়াই থাক তাহাহইলে বাজাও আর যদি না মানিয়া থাক তাহাহইলে বাজাইওনা। তখন স্ত্রীলোকটি দুফ বাজাইতে— লাগিল। *

ফলকথা—এই হাদীছের সহিত গানের কোন সম্পর্কই নাই। তিরমিযীর যে রেওয়ায়তে কৃষ্ণাংগী দাসীটির গান গাহিবার অনুমতি প্রার্থনা করার কথা উল্লিখিত আছে, সেই হাদীছটিকে ইমাম ইবমুল কত্তান যঈফ বলিয়াছেন। উহার অন্ততম বর্ণনাদাতা আলী বিনে হুছয়ন বিনে ওয়াকিদকে ইবমুল কত্তান ও আবু হাতিম দুর্বল বলিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইবনে হিব্বান তাঁহার ছহীহ গ্রন্থে উল্লিখিত নারীর যে উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন

ان اضرب على راسك بالدف' قال صلے الله عليه وسلم ان كنت نذرت فافعلى والا فلا' قالت بل نذرت' فقعد رسول الله صلے الله عليه وسلم و قامت فضربت بالدف -

তাহাতে শুধু এইটুকুই রহিয়াছে, আমি—আপনার সম্মুখে দুফ বাজাইব। তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন, যদি তুমি নযর মানিয়া থাক, তাহাহইলে বাজাও, অন্তথায় নয়। তখন স্ত্রীলোকটি বলিল, আমি প্রকৃতই নযর মানিয়াছি। তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) উপবেশন করিলেন আর স্ত্রীলোকটি দাঁড়াইয়া দুফ বাজাইতে লাগিল। *

এই রেওয়ায়তটি ইমাম আহমদ ও আবুদাউদের মতনের সহিত সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস।

(ঘ) নারীদের জন্ত বিবাহ ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষে দুফ বাজাইবার অনুমতি রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রদান করিয়াছেন। এই হাদীছটি উক্ত অনুমতিরই পর্যায়ভুক্ত। সাধারণ গীতবাদ্য এবং নরনারীর সংগীত চর্চার সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই। (ক্রমশঃ)

* মুহল্লা (৫) ৩৫৩ পৃঃ।

* আওন (৩) ২৩৩ পৃঃ।

প্রত্যাখ্যান করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা ইহা সম্যকরূপে অবগত আছেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের পক্ষে শাসনতন্ত্রের অবিদ্যমানতা শুধু আন্তর্জাতিক অগৌরবের কারণই নয়, উহা স্বয়ং রাষ্ট্র এবং জাতির পক্ষেও অত্যন্ত মারাত্মক। বিশেষতঃ আপত্তিকর ধারাগুলির সংশোধন যদি সম্ভবপর হয়, তাহাহইলে এই খসড়াটিকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিয়া দেওয়ার পক্ষে কোন যুক্তিই থাকিতে পারেনা। কিন্তু পাকিস্তানে দুর্ভাগ্যবশতঃ আরো এরূপ দল রহিয়াছে যে, পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শ ও উহার সংগ্রামের সহিত তাঁহাদের অতীতে যেরূপ কোন সহানুভূতি ছিলনা, বর্তমানেও তেমনি এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের কোন মাথা ব্যথা নাই, ব্যক্তি ও দলগত স্বার্থ নীতি ব্যতীত তাঁহারা অন্য কোন নীতিকে বিশ্বাস করেননা পাকিস্তানের দৃঢ়তা, উহার নিয়মতান্ত্রিকতা, উহার শাসনতন্ত্র, উহার শান্তি ও শৃংখলা, উহার গৌরব ও মর্যাদা এ সমস্তের তাঁহাদের কাছে কাণাকড়িও মূল্য নাই। তাঁহাদের একমাত্র নীতি হইতেছে আত্মসর্বস্বতা এবং তাঁহাদের অবলম্বিত কার্য হইতেছে ধ্বংসাত্মক, ইহারা কোন পদ্ধতির শাসনতন্ত্রের খসড়াকেই গ্রহণ ও উহাকে যথারীতি আইনে পরিণত করার পক্ষপাতি নহেন। এতদ্দেশ্যে বিগত ২৯শে জানুয়ারী তারীখে তাঁহারা দেশব্যাপী শাসনতন্ত্র প্রতিরোধ দিবস প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং খসড়া শাসনতন্ত্রের শোকে মুহ্যমান হইয়া তাঁহারা বক্ষে কালো ফিতা ঝুলাইয়া সর্বত্র হরতাল করাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ইঁহাদের নেতারা গণপরিষদের গৃহ হইতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে রণদুন্দুভি বাজাইয়াছেন তাহার উল্লাস তরংগ পাকিস্তানের পরমমিত্র (?) রুশের রাজধানী মস্কো হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

বিরুদ্ধপক্ষের বক্তব্য

এই দলের প্রধান নেতা জনাব শহীদ ছুহরাওয়ার্দী অম্লানবদনে বলিতে সাহসী হইয়াছেন যে, ইছলাম ও কুফর রূপী যে দ্বিজাতিতত্ত্বের আদর্শকে ভিত্তি করিয়া পাকিস্তানের সংগ্রাম বিঘোষিত হইয়াছিল, সেই নীতিটি অতিশয় ভ্রমাত্মক ও ভয়াবহ। তাঁহার দাবীর পোষকতায় তিনি একথাও বলিতে ক্ষান্ত হননাই যে, পাকিস্তানের পশ্চিমার্ধকে পূর্বার্ধের সহিত সংযুক্ত রাখার বন্ধনী ইছলাম নয়, এই বন্ধনীটি উভয় প্রদেশের পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকার 'প্রয়োজন' মাত্র। 'প্রয়োজন' নামক বিষয়টি যে আপেক্ষিক মাত্র এবং সদা পরিবর্তনশীল, একথা বুঝিবার জন্য বেশী বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয়না। জনাব ছুহরাওয়ার্দী এবং তাঁহার সংগী সাথীদের কাছে ইছলামের বন্ধন যে কোন বাস্তব বন্ধন নয়, তাঁহারা মুহুর্মুহুঃ শুধু ইহাই প্রদর্শন করিতে ব্যস্ত থাকেননা, পক্ষান্তরে তাঁহারা সকল সময় ও সর্বক্ষেত্রে ইহাও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন যে, "হিন্দু মুছলমান ভাই ভাই" হইলেও পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্বপাকিস্তানের মুছলমানগণ কোন দিক দিয়াই একজাতি নহেন। যে 'প্রয়োজনে'র চাহিদাকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সেতুবন্ধরূপে তিনি ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন, সেই 'প্রয়োজনে'র দোহাই দিয়াই কি অতীতে তিনি পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে একত্রিত দেখার দুঃস্বপ্নে বিভোর হন নাই? কিন্তু ছুহরাওয়ার্দী ছাহেব কেমন করিয়া ভুলিলেন যে, তাঁহাদের ও হিন্দুদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও পূর্ববংগ এমনকি শ্রীহট্টের মুছলমানরাও 'প্রয়োজনে'র বালাই অপেক্ষা ইছলামী সম্পর্ককেই বাস্তবতর ও দৃঢ়তর মনে করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের সহযোগে পাক-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জনাব ছুহরাওয়ার্দী ছাহেব একথা বলিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই যে, পাকিস্তানকে ইছলামী প্রজাতন্ত্র নামে অভিহিত করা অবাস্তব ও সর্বৈব মিথ্যা। তিনি বলিয়াছেন, "আমরা মনে প্রাণে ইছলামকে বিশ্বাস করি, কিন্তু এই শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার পর পাকিস্তান 'ইছলামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে' পরিণত হইবে একথা সর্বৈব মিথ্যা"। ইছলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য এই খসড়ায় যেসকল দফা সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা যে যথেষ্ট নয় আমরাও সেকথা স্বীকার করি কিন্তু পাকিস্তানকে ইছলামী প্রজাতন্ত্র নামে অভিহিত করার যে কোন

সার্থকতাই নাই—জনাব ছুহরাওয়ার্দীর এই ন্যায়শাস্ত্র মুছলমান মাত্রেরই বুদ্ধির অগোচর। কেহ মুছলমান হইতে চাহিলে সর্বপ্রথম তাহাকে একটি মুছলিম নাম প্রদান করা হয়, প্রকৃত ইছলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত ও ইছলামী জীবন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত না হইলেও শুধু তাহার ঐ নামকরণ দ্বারা সে যে ইছলামে দীক্ষিত হইয়াছে ও ইছলামী নীতি ও জীবন ব্যবস্থাকে মানিয়া লইয়াছে একথা অস্বীকার করা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও সর্বৈব মিথ্যা নয় কি? জনাব ছুহরাওয়ার্দীর এই নীতিবাক্য যে, "নামে কিছু আসে যায় না" শ্রবণ করিয়া আমাদের সেই বিখ্যাত গল্পের কথা মনে পড়িয়াগেল যে, 'ঘরে কে'? 'না আমি কলা খাই নাই'! নামে যদি ক্ষতি বৃদ্ধি না থাকে তাহাহইলে ইছলামি রিপাবলিক নামে তাঁহার এরূপ আতংকের কারণ কি?

জনগণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য জনাব ছুহরাওয়ার্দী ও তাঁহার সংগীসাথীরা বলিয়া থাকেন, যে দেশের জনগণ অন্নাভাবে মরিতেছে, জীবন ধারণের জন্য নারীরা দেহ বিক্রয় করিতেছে, অগাধ সম্পদ ও ভয়াবহ দৈন্য পাশাপাশি বিচরণ করিতেছে, সে দেশকে 'ইছলামীরাষ্ট্র' নামে অভিহিত করা চলেনা। কিন্তু আমাদের সহিত জনাব ছুহরাওয়ার্দীর দৃষ্টিভংগীর পার্থক্য এইটুকু যে, উল্লিখিত দুরপনেয় কলংক পাকরাষ্ট্রের ললাট হইতে বিদূরিত করার জন্যই ইহাকে "ইছলামীরাষ্ট্রে" পরিণত করা অপরিহার্য।

আমাদের অভিমত

শাসনতন্ত্রের বর্তমান খসড়াটি কতকগুলি বিষয়ে পুরাতন মূলনীতি নির্ধারণ কমিটির ছুফারিশ সমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রতিপন্ন করার জন্য আইন সচিব জনাব চুন্দ্রীগড় বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিনাই।

রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ককে যে অবাধ অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, প্রধান মন্ত্রীকে পদচ্যুত করার যে ক্ষমতা তাঁহাকে সমর্পণ করা হইয়াছে, ক্ষমার যে শর্তহীন অধিকার তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছে, এসেম্বলীকে বরখাস্ত করার সুযোগ বর্তমান খসড়ায় সর্বাধিকনায়কে যেভাবে দেওয়া হইয়াছে, আমরা এগুলিকে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতিকূল বলিয়া বিশ্বাস করি। মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুসারেই রাষ্ট্রপ্রধানের আপন কর্তব্য চালাইয়া যাওয়া উচিত এবং নাগরিক অধিকারের পথে যেসকল বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করা হইয়াছে সেগুলি অপসারিত হওয়া আবশ্যক।

কুড়ি বৎসর পর্যন্ত ইংরাজী ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার আসনে সমাসীন করিয়া রাখার প্রস্তাব দাস মনোবৃত্তির পরিচায়ক। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক রাখার ব্যবস্থা উত্তম হইলেও কতদিনের মধ্যে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, তাহার সময় নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। নূতন খসড়ায় যুক্ত ও স্বতন্ত্র নির্বাচন সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়ায় বর্তমান শাসনতন্ত্রের নীতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির উদ্ভব ঘটিয়াছে।

উদ্দেশ্য প্রস্তাব

পাকিস্তানের ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য প্রস্তাবে "জনগণের মাধ্যমে আল্লাহ যে কর্তৃত্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করিয়াছেন" বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছিল, তদ্বারা মানবসমাজের খিলাফত এবং পাকিস্তানকে সেই খিলাফতের আমানত বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। এই খিলাফতকে পরিচালনা করার দায়িত্ব কোরআন ও ছুন্নাহর মাধ্যমে মুছলিম সমাজ লাভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির কোন সম্ভাবনাই নাই! পাকিস্তানকে সত্যই যদি ইছলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত করিতে হয়, তাহাহইলে পুরাতন উদ্দেশ্য প্রস্তাবে কোন প্রকার রদবদল সমীচীন হইবেনা।

বর্তমান আইনগুলিকে কোরআন ও ছুন্নাহর নির্দেশ ও দাবীর সহিত সুসমঞ্জস করার কথা মূলনীতি কমিটির খসড়ায় উল্লিখিত হয়নাই বটে কিন্তু উহাতে কোরআন ও ছুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়নে বাধা প্রদানের জন্য সুপ্রিমকোর্টে চ্যালেঞ্জ করার যে অধিকার জনগণকে প্রদান করা হইয়াছিল অথবা কোরআন ও ছুন্নাহর অনুকূল বা প্রতিকূল কোন আইন প্রণয়ন করা হইতেছে কিনা, তৎসম্পর্কে গণপরিষদের মুছলিম সদস্যবর্গের মতাধিক্যের যে ব্যবস্থাছিল, বর্তমান

খসড়ায় তাহা উড়াইয়া দিয়া এই দফার সক্রিয়তাকে খর্ব করা হইয়াছে। আইনকানুনগুলিকে কোরআন ও ছুন্নাহর সহিত সুসমঞ্জস করার জন্য একটি কমিশনকে কোরআন ও ছুন্নাহর সাংবিধানিক কালেকশন প্রণয়ন করার ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হইয়াছে, এই নব সংকলিত গ্রন্থের সাহায্যেই নাকি প্রচলিত আইনকানুনগুলিকে কোরআন ও ছুন্নাহর সহিত সুসমঞ্জস করার চেষ্টা অবলম্বিত হইবে। এরূপ কালেকশন প্রণয়নের পরিকল্পনা যেরূপ অবাস্তব তেমনি উহাদ্বারা মূল উদ্দেশ্যকে বহু বিড়ম্বিত অথবা সম্পূর্ণ বানচাল করিয়া দেওয়া হইবে মাত্র। কোন আইন কোরআন ও ছুন্নাহ বিরোধী হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানকে যে কমিশন নিয়োগ করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, জনাব চুন্দ্রীগড় সেই কমিশনের সদস্যবর্গের যোগ্যতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু সত্যকথা এইযে, তাঁহার বক্তৃতায় আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই। এই কমিশনের সদস্যগণ অমুছলমানও হইবেন কিনা এবং কোরআন ও ছুন্নাহ সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার মানদণ্ড কিরূপ হইবে, তাহার উল্লেখ একান্তভাবে আবশ্যক।

ভারত রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষ বলিয়া গলাবাযী করিলেও উহাতে অহিন্দু সমাজসমূহের জন্য ধর্ম প্রচারের অধিকার সংকুচিত করা হইয়াছে, কিন্তু পাকিস্তানের ইছলামী রাষ্ট্রে ইছলামের মতই কুফর, ইলহাদ, কম্যুনিজম ও শির্কের প্রচারণার অধিকারকে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা কোরআন ও ছুন্নাহর সম্পূর্ণ প্রতিকূল ব্যবস্থা।

মূলনীতি কমিটির খসড়ায় সর্বাধিনায়কের জন্য মুছলিম পুরুষ হওয়ার শর্ত ছাড়াও তাঁহার পক্ষে সুদক্ষ, উন্নত চরিত্র, বিশ্বস্ত ও সাধু হওয়ার প্রয়োজনও স্বীকৃত হইয়াছিল। রাষ্ট্রের কর্তব্য পালনে এবং ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার পক্ষে উদ্দেশ্যপ্রস্তাবের সমর্থক—হওয়ার আবশ্যকতাও স্বীকৃত হইয়াছিল কিন্তু বর্তমান খসড়ায় এই শর্তগুলি সম্পূর্ণ উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, রাষ্ট্র প্রধানের জন্য শুধু 'নামকে ওয়াস্তে' মুছলমান হওয়াকেই যথেষ্ট বিবেচনা করা হইয়াছে। ইহা ইছলামী বিধানের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। পূর্বকার খসড়ায় রাষ্ট্র প্রধান, মন্ত্রী ও আইন সভার সদস্যদের শপথের মধ্যে ইহাও সন্নিবেশিত ছিল যে, তাঁহারা তাঁহাদের পাবলিক ও প্রাইভেট জীবনে ইছলামের অবশ্যকর্তব্য অনুজ্ঞাগুলি অনুসরণ বলিয়া চলিতে পুরাপুরি সচেষ্ট হইবেন। বর্তমান খসড়ায় এই বিষয়টিকে উড়াইয়া দিয়া উচ্ছৃংখলা ও ইছলাম বিরোধী আচরণসমূহকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে।

ইছলামী সংস্কৃতির মাধ্যমে আরাবী ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা সম্বন্ধে বর্তমান খসড়ায় কোনই আশ্বাস নাই। পাকিস্তানের রাষ্ট্র ধর্ম ইছলাম হওয়ার কথা এই খসড়ায় উল্লিখিত হয় নাই। কেন্দ্রকে দৃঢ়তর করিয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের অধিকারগণ্ডীকে অধিকতর সম্প্রসারিত করার নীতি বর্তমান খসড়ায় অবলম্বিত হয় নাই। প্রাদেশিক গবর্ণরগণের নিয়োগ সম্পর্কে প্রদেশের অধিবাসীগণের ইচ্ছাকে বর্তমান খসড়ায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হইয়াছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মূলনীতি নির্ধারণ কমিটির খসড়ায় কুড়ি বৎসর পর কমিশন নিয়োগের দফা অতিশয় আপত্তিকর ছিল, এই দফাটির সংশোধন সমীচীন হইয়াছে কিন্তু কিভাবে কোরআন ও ছুন্নাহর সহিত বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুসমঞ্জস করা হইবে তাহার উল্লেখ এই খসড়ায় নাই।

ফলকথা, জমঈয়তে আহলে-হাদীছ, জমঈয়তে উলামায়ে ইসলাম, নিযামে ইছলাম পার্টি এবং জামাআতে ইছলামী প্রভৃতি ইছলামপন্থী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিবর্গ সর্বসম্মত ভাবে ইতিপূর্বে যে সংশোধনী সমুপস্থিত করিয়াছেন তদনুসারে শাসনতন্ত্রের বর্তমান খসড়াটিকে সংশোধিত করিয়া উহা গ্রহণ করা আমরা কর্তব্য বিবেচনা করি।

মুছলিম লীগের পুনর্জীবন লাভ

শেষ পর্যন্ত মুছলিম লীগের ভক্ত ও অনুরক্তের দল তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানটিকে পুনর্জীবিত করার উদ্দেশ্যে বহু কাল পর একজন যোগ্য কর্ণধার অনুসন্ধান—করিয়া বাহির করিয়াছেন। জনাব সরদার আবদুর রব নিশতর ছাহেব স্বনামধন্য পুরুষ। পাকিস্তানের

সংগ্রাম ও উহার প্রতিষ্ঠার সাধনায় যে সকল সেনানীর যোগ্যতা ও দক্ষতা সর্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, বিশেষতঃ যাঁহাদের চরিত্র-মাহাত্ম্য এযাবত স্বার্থপরতার কলুষে কলংকিত হয় নাই, জনাব নিশ্‌তর ছাহেব তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহাকেই সভাপতি বানাইয়া করাচীতে পুনরায় মুছলিম লীগকে আনুষ্ঠানিক ভাবে যিন্দা করা হইয়াছে। নিশ্‌তর ছাহেবের যোগ্যতায় সন্দেহ নাই কিন্তু মুছলিম লীগ যে সকল দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপে কার্যতঃ মৃত্যুবরণ করিয়াছিল, সেগুলির সংশোধন-সাধন বর্তমান অবস্থায় ও মুছলিম লীগের বর্তমান পরিবেশে নিশ্‌তর ছাহেবের সাধ্যায়ত্ত হইবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট দ্বিধার অবকাশ রহিয়াছে। সভাপতির আসনে সমাসীন হইয়াই জনাব সরদার ছাহেব মুছলিম লীগ পার্লামেন্টারীবোর্ড গঠন করার আদেশ দিয়াছেন, তাঁহার এই আদেশ যে-ভাবে প্রতিপালিত হইবে তাহার উপরেই তাঁহার সভাপতিত্বের ফলাফল অনেকটা নির্ভর করিতেছে। কারণ এই আদেশ প্রতিপালিত হওয়ার সংগে সংগে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীত্বের শিকা জনাব দওলতানার মস্তকোপরি পতিত হইবে বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এমতাবস্থায় বহু বিশ্রুত ডাঃ খান ছাহেবের এবং তাঁহার লীগপন্থী সমর্থক-দলের কি পরিণাম হইবে? মুছলিম লীগের পুনর্জীবন লাভের সংগে সংগে পাকিস্তানে আবার একটি শাসনতান্ত্রিক সংকটের উদ্ভব ঘটিবে না কি? এই সকল পার্লামেন্টারী গোলযোগের ভিতর দিয়া মুছলিম-লীগ তাঁহাদের আত্মশোধণ ও মুছলিম জনগণের হৃদয় জয় করার কার্যে সফলতালাভ করিতে পারিবেন কি?

ইছলামী ফ্রন্ট

পাকিস্তানে ইছলামকে রক্ষা করিতে হইলে, ইছলাম ও পাক বিরোধী ষড়যন্ত্র হইতে পাকিস্তানকে বাঁচাইতে হইলে আমাদের বিশ্বাস যে, রাজনৈতিক দলীয় বুদ্ধি কোনক্রমেই সাফল্যমণ্ডিত হইবেনা। পাকিস্তানে একটি নির্বাচনী পরীক্ষা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইছলামী আদর্শের সত্যতা ও কার্যকারিতায় যাহাদের কোন আস্থাই নাই, পাকিস্তান সংগ্রাম ও উহার প্রতিষ্ঠার মৌলিক নীতিকে যাহারা কোনদিনই স্বীকার করিতেপারে নাই, অর্থনৈতিক-কার্যক্রম ও দলীয় রাজনৈতিক সুবিধাবাদ যাহাদের একমাত্র লক্ষ, সেই সকল ইছলাম-বিরোধী দল বর্তমানে হিন্দু সমাজের সহিত মিলিত হইয়া পাকিস্তানকে ইছলাম-নিরপেক্ষ ও অমুছলিম প্রভাবান্বিত কমনওয়েল্‌থে পর্যবসিত করার কার্যে মাতিয়া উঠিয়াছে। ইহারা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মুছলিম ভ্রাতৃত্বে মনে প্রাণে অবিশ্বাসী হইলেও 'হিন্দু মুছলমান ভাই ভাই' ধ্বনিদ্বারা ইছলামী ঐক্য ও ঐতিহ্যকে বধ করার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছে। অবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে ইছলাম-পন্থীগণের যে সম্বিৎ নাই একথা সঠিক নয়, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল স্থান হইতেই ইছলাম বিরোধীদলের মুকাবিলায় "ইছলামী ফ্রন্ট" গঠন করার ঘোর দাবী উত্থিত হইয়াছে কিন্তু দলীয় প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠার দুষিত মনোভাব বর্জন না করা পর্যন্ত 'ইছলামী ফ্রন্টে'র পরিকল্পনাকে কার্যতঃ যোরদার করা সম্ভবপর হইতেছেনা। ইছলামপন্থী-গণের এই রাষ্ট্রে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে এবং ইছলাম ও পাকিস্তানের বর্তমান সংকটজনক অবস্থা তাঁহাদের সকলকেই ভাবাইয়া তুলিয়াছে কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, যতই সাধ্য সাধনা করা হউক না কেন, একটি প্রতিষ্ঠান তাহার নিজস্ব অস্তিত্বকে অবলুপ্ত করিয়া মুছলিম লীগ, মিয়ামে ইছলাম পার্টি, ইছলামী-জামাআত অথবা অন্য কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত মিশিয়া যাইবেনা। অথচ আজ ইছলাম ও পাকিস্তানের হিফাযতের দাবী সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এমতাবস্থায় অন্ততঃ কিছুকালের জন্য একমাত্র ইছলামী স্বার্থের কেন্দ্রে সমুদয় ইছলামপন্থীর সমবেত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। আমরা বহুদিন হইতে তর্জুমানুলহাদীছের মধ্যস্থতায়, সভাসমিতির সাহায্যে এবং সাক্ষাৎভাবে ইছলামপন্থী নেতাগণের খিদমতে আমাদের এই পরামর্শ জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছি। এ সম্পর্কে আজ

পুনরায় আমরা তাঁহাদিগকে বিষয়টি নূতনভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ইছলাম বিরোধীদলের শত্রুতা,

ইছলামী শাসনতন্ত্রকে বাতিল করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে একদল লোক দেশের বিভিন্ন স্থানে "ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রতিরোধ দিবস" পালন করার উদ্দেশ্যে একশ্রেণীর হিন্দুদের সমবায়ে দৃঢ় সংকল্প হয়। কিন্তু সর্বত্রই মুছলিম জনগণের প্রতিবাদের ফলে তাহাদের সমুদয় উদ্যোগ আয়োজন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ঢাকা, বগুড়া, নাটোর ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মুছলমান জনতার সহিত এই দলটির সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। পাবনা শহরেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহাদের সংকল্পিত প্রতিরোধের প্রতিবাদকল্পে এবং যবরদস্তিমূলক হরতাল-নীতির বিরুদ্ধে বিগত ২৮শে জানুয়ারী তাখীখে ইছলাম-পন্থীগণ টাউনে এক বিরাট মিছিল বাহির করেন। পাবনার ইতিহাসে এত বিপুল সংখক জনতা-সম্বলিত শোভাযাত্রা ইতিপূর্বে আর কখনো বাহির হয়নাই। ইছলামী-শাসনতন্ত্রের দাবী, স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী, খাদ্যশস্য মূল্য হ্রাসের দাবী, হরতাল বন্ধ করার দাবী প্রভৃতির ধ্বনি করিতে করিতে প্রায় দুই সহস্র মানুষের এই শোভাযাত্রাটি নগর প্রদক্ষিণ করিয়া সন্ধার প্রাক্কালে টাউনহলে উপস্থিত হয় এবং তথায় প্রায় ৬ সহস্র জনতার এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। কালো ফিতা এবং বয়কট ও হরতাল প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করিয়া খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস করার দাবী জানাইয়া এবং শাসনতন্ত্র খসড়ার অনৈছলামিক ও অগণ-তান্ত্রিক ধারা সমূহের সংশোধন সাপক্ষে খসড়াটিকে গ্রহণ করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পর দিবস ইছলাম বিরোধী কতিপয় ব্যক্তি হিন্দু জনতার সমবায়ে দোকানপাট বন্ধ করাইতে চেষ্টা করে কিন্তু তাহাদের সাধ্যসাধনা, ভয় প্রদর্শন, গালিগালাজ ও অন্যান্য যবরদস্তি সত্ত্বেও কেবল হিন্দুরাই তাহাদের দোকান বন্ধ রাখে। যানবাহন, বাযার এবং মুছলমানদের দোকানে কেনা বেচার কায অপরিবর্তিত ভাবে চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে কতক-গুলি লোক 'ইছলাম ধ্বংস হউক', 'ইছলামী শাসনতন্ত্র ধ্বংস হউক', ইছলাম পন্থীরা ধ্বংস হউক', 'মোল্লা মওলবীরা ধ্বংস হউক', 'টুপীওয়ালারা ধ্বংস হউক' প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে একটি ক্ষুদ্র শোভাযাত্রা বাহির করে। তাহাদের এই সকল ইছলাম-বিরোধী ধ্বনিতে মুছলমানগণ ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হন। স্থানীয় মহকুমা হাকিম ও পুলিশবাহিনী ইছলাম বিরোধী ধ্বনিকারী শোভাযাত্রীদিগকে রক্ষা না করিলে এবং বিক্ষুব্ধ জনতাকে প্রশমিত করিতে সচেষ্ট না হইলে ব্যাপার সত্যই জটিল হইত। কর্তৃপক্ষ অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া শহরে ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন। বর্তমানে কয়েকটি পুলিশ কেস চলিতেছে। বিষয়টি বিচার সাপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও কতিপয় তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোক তাঁহাদের সংবাদপত্র সমূহে মুছলিম সমাজকে জঘন্যভাবে আক্রমণ করিয়া নানারূপ কটুক্তি করিতেছে এবং জনসাধা-রণের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করার জন্য নানা-রূপ কৌশল অবলম্বন করিতেছে। কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহা লক্ষ করার জন্য আমরা এক্ষণে আমাদের কোন মতামত প্রকাশ করিবনা।